বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মুখোশ

গোলাম মাওলা নঈম

সবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

মুখোশ

গোলাম মাওলা নঈম

দুই প্রস্থ কাপড় এবং একটা পিস্তল--এই হচ্ছে জেমস কারভারের সম্বল। সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সাহস নিয়ে খনি শহর পিউতেয় পা রাখল ও। চাচার ইচ্ছে মনার্ক ফ্রেইট কোম্পানির ম্যানেজার হবে ও, কিন্তু কাজটা একটুও পছন্দ হলো না জেমসের। নোংরা কাজ। স্বয়ং চাচাকেই অসৎ মনে হয়েছে ওর। চাচাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটে যোগ দিল জেমস। ঘটতে শুরু করল রহস্যময় সব ঘটনা। একে আপন চাচা শত্রু বনে গেছে, তার উপর রয়েছে শেরিফ স্যাম লোয়েল আর মনার্ক ম্যানেজার কীন বিলিংসের ষড়যন্ত্র। ঘরেও শত্রু রয়েছে—হঠাৎ আবিষ্কার করল জেমস। পার্টনার ম্যাট রায়ান পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে, এদিকে ফ্রেইটিং ব্যবসার কিচ্ছু জানা নেই ওর, তারপরও ওকেই নিতে হবে সব দায়িত্ব।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভক্ষণ

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

মুখোশ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8231-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site. www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনা

তেত্রিশ টাকা

MUKHOSH
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

মুখোশ

ওয়েস্টার্ন

মুখোশ

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রত্যুরক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **গ্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী; বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্‌। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

SUVOM

দিনের আলোর শেষ পনেরো মিনিট কাজে লাগাচ্ছে জেমস কারভার, কাল সকালে সূর্যের আলো ফোটা পর্যন্ত এটাই শেষ সুযোগ–উল্টো দিকের আসনে বসা সবুজনয়নাকে দেখবার কাজে সময়টা ব্যয় করছে ও, ভাবছে মেয়েটি সম্পর্কে।

পুরো দুই দিন আর দুই রাতের স্টেজ-যাত্রা সত্যিই ক্লান্তিকর, রুক্ষ ট্রেইলের উপর দিয়ে চলতে হয়েছে বেশিরভাগ সময়। বিরক্তিকর ঘড়ঘড় শব্দ, "পাগলা" দুলুনি, সেই সঙ্গে ধুলো এবং রোদের অত্যাচার–দীর্ঘ স্টেজ-যাত্রার এসব দুর্ভোগ বিত্ত ও মতের পার্থক্য ভুলিয়ে যাত্রীদের একই কাতারে নামিয়ে আনবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই মেয়ে তার ব্যতিক্রম। দীর্ঘ যাত্রা ওর মধ্যে শুধু আড়ষ্ট ভাব এনে দিয়েছে, একেবারে নীরব হয়ে গেছে। মেরুন রঙের সিল্কের ড্রেস, সাদা হ্যাট এবং ব্লন্ড চুলে পাউডারের মত মিহি আস্তর পড়েছে, এমনকী আয়ত চোখের পাপড়ি বা অক্ষিপক্ষ্মও নিস্তার পায়নি। মাঝে মধ্যে অস্বস্তিতে চোখ পিটপিট করছে মেয়েটা। নিজ থেকে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি, জেমস বা পাঞ্চারের পোশাক পরা চ্যাপ্টা চেহারার অন্য যাত্রী কিছু জানতে চাইলেই কেবল মুখ খুলেছে।

এ মুহূর্তে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, দূরে ক্যানিয়নের গাঢ় বাদামি দেয়াল দেখছে। গতকালই মরু অঞ্চল পেরিয়ে এসেছে ওরা, ক্রমে উঁচু রুক্ষ এলাকায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু ধুলোর অত্যাচার কমেনি এতটুকু। ক্যানিয়নের পার্শের উপত্যকায় দীর্ঘ পাইনের সারি দেখবার পরও মেয়েটির মুখ থেকে সন্ত্রস্ত ভাব গেল না, চোখে অস্বস্তিটুকু ঠিকই রয়ে গেল। সম্ভবত শুধু গন্তব্যে পৌঁছতে পারলেই নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেমস, ঘুমানোর অনুরোধ করবে মেয়েটিকে। হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে এল ও। পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠছে বলে স্টেজের গতি কমে গেছে। 'শেষ কখন ঘুমিয়েছ তুমি, মিস্?'

জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গেই, তবে উত্তর দেওয়ার ভঙ্গি আর দেরি করায় মনে হলো প্রশ্নটা শুনে বিস্মিত হয়েছে। 'কেন···ওহ্, সঠিক মনে পড়ছে না!'

'গতরাতে ঘুমাওনি, আজ সারা দিনেও ঘুমাওনি।'

'ঘুম পাচ্ছে না আমার!' প্রায় অসন্তোষের সুরে বলল সবুজনয়না।

মেয়েটির বিরক্তি দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না জেমস। 'ঢাল ধরে উঁচুতে উঠছে স্টেজ,' ক্ষীণ হেসে বলল ও। 'মাঝরাত পর্যন্ত প্রায় কয়েকশো ফুট উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। যাত্রা ধীর, সহজ হবে। রাত বলে ঠাণ্ডাও পড়বে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিতে পারবে এ সময়ে। তোমার সীটটা ফাঁকাই আছে, শুয়ে পড়ো।'

ক্ষণিকের জন্য স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল মেয়েটি, চোখে সন্দেহ।

দু'দিন শেভ করা হয়নি, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। বোধহয় ভদ্রগোছের লোক মনে হচ্ছে না ওকে, ভাবল জেমস। কিন্তু এও জানে ওর স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, শান্ত নীল চোখজোড়ার গভীর দৃষ্টি কাউকে সন্দিগ্ধ করবার মত নয়, বরং বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি হিসেবে দেখবে সবাই। তা ছাড়া, পরনের পোশাক যথেষ্ট ভদ্রোচিত এবং ধুলো বাদ দিলে পরিচ্ছন্নই বলা যায়। সব মিলিয়ে, দাড়ির ব্যাপারটা বাদ দিলে, নিরীহ যুবক মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই টের পেল ভুল করেছে ও।

ভয় ফুটে উঠেছে মেয়েটির সবুজ চোখে। 'স্টেজ-যাত্রায় এমন কোন নিয়ম কি আছে যে ঘুমাতেই হবে?' রাগ চেপে রাখলেও অধৈর্য শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ।

'না, এমন কিছু জানা নেই আমার।'

'আমারও জানা নেই। তা হলে, তুমি যদি কিছু মনে না করো···'

জেমস বুঝতে পারছে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। অস্বস্তি বোধ করল ও, সীটে শরীর এলিয়ে দেওয়ার পরও অনুভূতিটা গেল না। উল্টো দিকের আসনে মেয়েটি একাই বসেছে, পাশে অনেক জায়গা খালি। আসনের উপর পা তুলে দিল ও। 'আশা করি এখানে পা রাখলে কিছু মনে করবে না তুমি, ম্যা'ম? ঘুমানো দরকার।'

'মোটেই না,' নিস্পৃহ সুরের জবাব এল।

'ধন্যবাদ!' একই সুরে জবাব দিল জেমস কারভার।

চোখ বন্ধ করে স্টেটসনের ব্রিম কপালের উপর নামিয়ে দিল ও। মিনিট দুই পর চোখ মেলে মেয়েটিকে দেখল। জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সবুজনয়না। এর আগে লাজুক মেয়ে দেখেছে জেমস, কিন্তু এই মেয়ে তেমন নয়। পুব থেকে এসেছে বোধহয়, কোন স্কুল মিস্ট্রেস, বাচন ভঙ্গি একেবারে শুদ্ধ, আঞ্চলিক টান নেই। সুন্দরী, অহঙ্কারী এবং···সন্ত্রস্ত! চিন্তাটা মাথায় আসতে বিস্মিত হলো জেমস—ওকে ভয় পাচ্ছে মেয়েটা! চোখ বন্ধ করে কারণগুলো খুঁজবার চেষ্টা করল, কিন্তু যে-কোন একটা খুঁজে পাওয়ার আগেই ঘুম নেমে এল চোখে।

কাঁধে কারও হাতের স্পর্শে ঘুম ভাঙল ওর, কঠিন পুরুষালি হাত। চোখ খুলবার আগেই টের পেল থেমে গেছে স্টেজ। বুড়ো আঙুল দিয়ে হ্যাটটা কপালের উপর তুলে দিল জেমস, দৃষ্টি মেলতে ৪৪ কোল্টের একটা নল

দেখতে পেল। জানালা দিয়ে ওর বুক বরাবর পিস্তল তাক করে রেখেছে এক লোক, মুখে কালো মুখোশ।

'হ্যাটটা ওভাবে দু'হাতে ধরেই নেমে এসো তো, বাছা,' কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল মুখোশের পিছন থেকে। 'জলদি!'

কিন্তু তাড়াহুড়োর কিছু দেখতে পাচ্ছে না জেমস, অলস ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল কোচ থেকে। রুক্ষ রাস্তায় নামবার পর অন্য যাত্রীদের দেখতে পেল। মাথার উপর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্চার, ভীত সন্ত্রস্ত। পাশেই মেয়েটি, চাঁদের আলোয় সবুজনয়নার মুখে চাপা শঙ্কা আর উদ্বেগ দেখতে পেল জেমস। ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই মুখোশধারী—একজন বিশালদেহী, অন্যজন মাঝারি গড়নের। দু'জনের হাতেই কোল্ট শোভা পাচ্ছে। স্টেজ ড্রাইভারকে কাভার করে রেখেছে অন্য একজন।

'তোমাকে দিয়ে শুরু করা যাক,' পাঞ্চারের দিকে এগোনোর সময় রূঢ় কণ্ঠে বলল বিশালদেহী। লোকটার বগলের হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করে সঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর কাঁধ চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিল পাঞ্চারের শরীর, জোর করে হাত ঢুকিয়ে দিল পকেটে। পঞ্চাশ সেন্ট আর তামাকের প্যাকেট বের করে আনল।

টাকার পরিমাণ কম হওয়ায় খেপে গেল বিশালদেহী, পাঞ্চারের পাছায় বুট ঠেকিয়ে গায়ের জোরে ধাক্কা দিল। ছিটকে গিয়ে ধুলোময় রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। সেখানেই পড়ে থাকল।

এবার জেমসের পালা।

'আমাকে এমন কিছু করবার ইচ্ছে থাকলে আইডিয়াটা হজম করে ফেলো, মিস্টার,' বিশালদেহী সামনে এসে দাঁড়াতে শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'এরকম অভ্যর্থনা কখনও ভুলি না আমি।'

থমকে দাঁড়াল তস্কর, যেন অবাক হয়েছে, তারপর খরখরে কণ্ঠে হেসে উঠল। 'ঘুরে দাঁড়াও!'

'আমার হোলস্টারে একটা পিস্তল আছে, ওটা বা আমার কাছে আর যা আছে, সবই নিতে পারো, কিন্তু উল্টো ঘুরছি না। আমি দেখতে চাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাজটা করছ তুমি।'

'সেয়ানা লোক, হ্যাঁ?' বিদ্রূপ দুর্বৃত্তের কণ্ঠে।

'এখন নয়, সময়মত ঠিকই টের পাবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিশালদেহী, মুখোশের ফাঁকে নীল চোখ চকচক করছে। হাত বাড়িয়ে জেমসের পিস্তল হোলস্টার-চ্যুত করল প্রথমে, এরপর ঘড়ি আর টাকা নিল। শেষে পিছিয়ে গিয়ে স্যালুট ঠুকল ওকে। 'সাহসী লোক পছন্দ আমার, চ্যাপ। টাকাটা ফেরত দিচ্ছি তোমাকে।'

এবার মেয়েটির দিকে এগোল সে। 'বাক, টেক্সান হিরোর ঘাড়ে পিস্তলটা চেপে ধরো,' সঙ্গীর উদ্দেশে নির্দেশ দিল তস্কর-নেতা। 'একটু নড়েছে তো

শেষ করে দিয়ো।' মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল সে, সন্তুষ্টির সঙ্গে দেখল নির্দেশ তামিল করেছে অন্য তস্কর। 'তো, মিস্, কী আছে তোমার কাছে?' কোমল স্বরে মেয়েটির উদ্দেশে জানতে চাইল।

'কিছু নেই!' দৃঢ় স্বরে বলল সবুজনয়না।

'পিউতেয় যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

মুখোশে ঢাকা চিবুক চুলকাল বিশালদেহী। 'পিউতের মত বুম টাউনে টাকা বানাতে যাচ্ছে এমন মেয়ে মনে হচ্ছে না তোমাকে, লেডি। উঁহুঁ, তুমি তেমন মেয়ে নও। যদি টাকা কামাতেই ওখানে না যাবে, নিশ্চই ওই জিনিস কিছু আছে তোমার সঙ্গে? পকেট-বুকটা দেখি তো?' হাত বাড়াল সে।

দ্বিধা করছে মেয়েটা। কিন্তু ধৈর্য ধরবার পক্ষপাতী নয় বিশালদেহী তস্কর, ছোঁ মেরে পকেট-বুকটা কেড়ে নিল। ক্ষণিকের জন্য তার বাহুতে একটা উল্কি দেখতে পেল জেমস, প্যাটার্নটা মনে রাখবার চেষ্টা করল। আড়চোখে সবুজনয়নাকে দেখছে ও, টের পেল সমূহ বিপদে পড়তে যাচ্ছে অহঙ্কারী মেয়েটা।

পকেট-বুক খুলে দেখল বিশালদেহী, তারপর নাক সিটকে ফেরত দিল জিনিসটা। ঘাড়ের উপর দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল সে এবার। 'কী বলেছি, মনে আছে? দ্বিধা কোরো না। ওহে, মি. টেক্সাস, নিজের পিঠের দিকে খেয়াল রেখো।' এক পা আগে বাড়ল সে, দু'হাত মেয়েটির কোমরে রাখতেই পিছিয়ে এল প্রচণ্ড চড় খেয়ে।

চড়টা কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল বলে মনে হলো না, বরং হাসতে শুরু করল বিশালদেহী। 'মানি-বেল্ট, তাই না? ওটা বের করে দাও তো, মিস্।'

'না, তেমন কিছু নেই!' সভয়ে বলল মেয়েটা।

'মত ঠিক করে নাও, ম্যা'ম,' তীক্ষ্ণ, কঠিন স্বরে বলল লোকটা। 'হয় তুমি নিজেই ওটা বের করবে, নয়তো আমি বের করব। সেজন্য যদি কাপড় খুলতে হয়…'

'মুখ সামলে কথা বলো!' শীতল সুরে বলল জেমস। 'সেলুনের কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছ না তুমি।'

'মানছি তোমার কথা। কিন্তু মানি-বেল্ট না নিয়ে যাচ্ছি না আমরা।'

'তুমি যদি মনে করে থাকো সবার সামনে কাপড় খুলব,' তপ্ত স্বরে বলল মেয়েটা। 'তারচেয়ে…বরং গুলি করো!'

থমকে গেল তস্কর। 'দেখো, লেডি, মানি-বেল্টটা দরকার আমাদের। কীভাবে ওটা আমার হাতে আসবে, সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে। আমি তোমাকে অসম্মান করতে চাই না। যদি স্বেচ্ছায় না দাও তবে জোর করতে হবে।' পিস্তলের নল উঁচিয়ে রাস্তার পাশের ঝোপ দেখাল সে। 'ওই ঝোপের

পিছনে চলে যাও। মানি-বেল্টটা বের করে এনে দাও আমাকে। জলদি!'

দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা, গভীর নিঃশ্বাস ফেলছে। চাহনিতে দ্বিধা, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তিক্ত মনে নিজের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে পারল সে, জেমসের দিকে তাকাল যখন, প্রত্যাশার চেয়ে বরং অনিশ্চয়তাই বেশি ফুটে উঠল দৃষ্টিতে।

'দিয়ে দাও, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বলল জেমস। 'আমার মনে হয় যা বলছে তাই করবে শয়তানটা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে, ধীর পায়ে ঝোপের দিকে এগোল মেয়েটা। ঘন জুনিপারের পিছনে পাইনের সারি, কিছু ওক আর কটনউডও রয়েছে। দূরে পাহাড়সারির আবছা অবয়ব। যতক্ষণে না মিলিয়ে গেল, মনোযোগ দিয়ে মেয়েটির পদশব্দ শুনল তিন তস্কর।

নিজের আসনে নড়েচড়ে বসল স্টেজ ড্রাইভার, পাশ ফিরে থুথু ফেলল। 'পেটের তাগিদ না থাকলে কেউ এ কাজ করে?' বিরক্তিতে গজগজ করতে থাকল লোকটা, কাউকে উদ্দেশ করছে না। 'ঘেন্না ধরে গেছে! পিউতেয় ফিরে কাজটা ছেড়ে দেব এবার। এরচেয়ে কোন সেলুনের বারকীপ হওয়াও ভাল!'

'চুপ করো, বুড়ো,' ধমকে উঠল বিশালদেহী। 'আরেকটা কথা বললে বারকীপ হওয়ার খায়েশ জনমের তরে মিটে যাবে তোমার!'

ফের থুথু ফেলল লোকটা, তবে চুপ করে থাকল। বিশালদেহীকে খুঁটিয়ে দেখছে জেমস, এমন কিছু দেখতে চাইছে পরে লোকটিকে দেখলে যাতে চিনতে পারে। কিন্তু বিশালদেহ এবং বাম হাতের উল্কি ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব নেই। এরকম বিশালদেহী লোক পিউতেয় অনেক পাওয়া যাবে, উল্কি চিহ্নও কয়েকজনের থাকতে পারে।

অধৈর্য হয়ে পড়েছে লোকটি। 'জলদি করো, লেডি!' চড়া কণ্ঠে তাড়া দিল সে।

ঝোপের ওদিক থেকে কোন উত্তর এল না। সবাই ওরা কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করল কয়েকটি মুহূর্ত। 'মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না কেন?' উদ্বেগ প্রকাশ করল জেমসের পিঠে পিস্তল চেপে ধরে থাকা দুর্বৃত্ত।

'এই যে, মিস্?' ডাকল তস্কর-নেতা।

এবারও উত্তর এল না।

'বাজি ধরতে রাজি আছি, পালিয়েছে মেয়েটা!' উত্তেজিত স্বরে মন্তব্য করল ড্রাইভারকে কাভার করা তৃতীয় তস্কর।

'বাক, দেখো তো কী ব্যাপার,' নির্দেশ দিল বিশালদেহী।

ঝোপের দিকে এগোল জেমসের পিছনের লোকটা। মিনিট কয়েক আশপাশে তল্লাশি চালাল, শব্দ শুনে বুঝতে পারল ওরা। 'এখানে নেই মেয়েটা!' চেঁচিয়ে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাল সে। 'পালিয়েছে!'

'ট্র্যাক পেয়েছ?' বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল বিশালদেহী।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলবার শব্দ হলো। 'দৌড়াচ্ছে মেয়েটা!' খানিক নীরবতার পর আবার চেঁচাল তস্কর। 'বনের দিকে গেছে!'

স্টেজের উপর থেকে লাফিয়ে নামল অন্য ডাকাত। 'ঘোড়াগুলো নিয়ে আসছি আমি।'

জেমসের পেটে পিস্তলের নল চেপে ধরল বিশালদেহী, সমানে খিস্তি করছে। 'ওই লোকটাকে নিয়ে স্টেজের ভিতরে ঢোকো! জলদি!'

এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহী মনে হলো ধুলোর উপর পড়ে থাকা পাঞ্জারকে। উঠে দাঁড়িয়ে কোচের দিকে ছুটল সে, দূর থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল ভিতরে। কোচের দরজার কাছে এসে ফিরে তাকাল জেমস। আকাশের দিকে পিস্তল তাক করে বুনো একটা চিৎকার করল বিশালদেহী তস্কর, পরপর চারটা গুলি করল।

ছুটতে শুরু করল আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো। সমানে খিস্তি করছে ড্রাইভার। লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোকে সামলানোর চেষ্টা করল সে, ডান পায়ে ব্রেক চেপে ধরেছে। স্টেজ চলতে শুরু করায় হাত বাড়িয়ে দরজার ফ্রেম চেপে ধরল জেমস, তাল মিলিয়ে ছুটল কয়েক গজ। পাদানিতে পা রাখল ও, সেখান থেকে কোচের ছাদে উঠে এল। ঢাল ধরে উপরের দিকে উঠছে স্টেজ, পিছনে ছিটকে পড়তে চাইছে ওর শরীর। ভারসাম্য রাখতে হাত বাড়িয়ে গার্ড রেইল চেপে ধরল জেমস। উদ্ভ্রান্তের মত ছুটছে ঘোড়াগুলো, ঢালের চূড়ায় উঠে গেছে।

'স্টেজ থামাও!' পাশে বসে ড্রাইভারের কানের কাছে চিৎকার করল জেমস। সামনের উপত্যকায় দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর। বামে মোড় নিয়েছে ট্রেইল, সঙ্কীর্ণ উপত্যকার পর আবার চড়াইয়ের শুরু।

'ঢালের শুরু পর্যন্ত যেতে পারি কিনা, কে জানে!' পাল্টা চিৎকার করল ড্রাইভার। সামনে বাঁক, কিন্তু একই গতিতে ছুটছে ঘোড়াগুলো। 'চড়াই না পেলে থামাতে পারব না।'

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল স্টেজ, পড়ি-পড়ি করেও কাত হয়ে পড়ল না। কোন রকমে সামলে নিল ড্রাইভার। নিচু উপত্যকার দিকে নামছে এবার, গতি বেড়ে গেছে। ঢাল ধরে নামবার সময় ঝাঁকি খেল কয়েকবার, কিন্তু এবারও পড়ল না। লাগাম টেনে ধরেও ঘোড়াগুলোকে সামলাতে পারছে না সে। প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে রাস্তা, একশো গজ দূরে উপত্যকা শেষে ফের ঢালের শুরু দেখে আশায় বুক বাঁধল জেমস। গতি কমে আসছে স্টেজের।

বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো, লাগামে টান পড়ায় হুঁশ হলো এবার। গতি কমে একসময় থেমে গেল ঢালের শুরুতে।

ব্রেক থেকে পা সরিয়ে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল ড্রাইভার, হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'কী করতে চাও?'

লাফিয়ে নীচে নামল জেমস। 'একটা ঘোড়া আলাদা করো। আমার সঙ্গে স্যাডল-ব্রিডল আছে। মেয়েটাকে খুঁজতে যাব।'

তর্ক করতে যাবে যেন, মুখ খুলেছিল ড্রাইভার। কিন্তু জেমসের তাড়া দেখে নিবৃত্ত হলো। স্টেজের জোয়াল থেকে একটা সোরেলকে আলাদা করল সে, এদিকে কোচের ভিতর থেকে স্যাডল-ব্রিডল নিয়ে এসেছে জেমস। ক্রমাগত নিচু স্বরে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলছে ড্রাইভার, শান্ত রাখছে ওটাকে। এক ফাঁকে স্যাডল পরিয়ে ফেলল জেমস, মিনিট কয়েকের মধ্যে সোরেলের পিঠে চাপল।

ঘোড়াটা সহজভাবে নিয়েছে ওকে, টের পেয়ে স্বস্তি বোধ করল জেমস। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লুটের জায়গায় পৌঁছে গেল। চাঁদের আলোয় রাস্তার উপর চোখ বুলানোর সময় আশা করল তাড়াহুড়োয় হয়তো ওদের অস্ত্রগুলো তুলে নেওয়ার সময় পায়নি তিন তস্কর। ঝোপের পাশে নিজের কোল্টটা খুঁজে পেল ও, স্যাডলে বসেই ঝুঁকে তুলে নিল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অনুসরণ করতে অসুবিধা হলো না প্রথমে, প্রায় সোজাসুজি ছুটে গেছে তিন দুর্বৃত্ত। কিন্তু বনের ভিতরে ঢুকে আলাদা হয়ে গেছে ওরা, ট্র্যাকিং করা কঠিন হয়ে পড়ল এবার। বাধ্য হয়ে একজনের ছাপ ধরে এগোল জেমস। মোটামুটি নিশ্চিত মেয়েটির কাছে ওকে নিয়ে যাবে দুর্বৃত্তরা, কারণ সবুজনয়নার রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কম।

মাথার উপর ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে নীচ পর্যন্ত আলো পৌঁছেছে কমই, কালিগোলা আবছা আঁধার চারপাশে। অন্ধের মত এগোতে হলো ওকে, সময়ও লাগছে বেশি। খুরের শব্দ শুনবার আশায় কান খাড়া রাখছে। দ্বিধার সঙ্গে এগোচ্ছে, থামলে হয়তো নিশ্চিত হতে পারবে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে তা হলে।

ঢালের আকারে নিচু জমিতে নেমে যাচ্ছে ট্রেইল, টের পেল জেমস। দু'বার বামে বাঁক নিল, তারপর মিনিট বিশেক পর ফের চড়াই ধরে উঠতে হলো। হঠাৎ চাপা একটা চিৎকার কানে এল, বুঝতে পারল মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েছে তস্কররা। স্পার দাবিয়ে সোরেলের গতি বাড়াল জেমস।

খোলা জায়গায় দু'জনের ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছে এখন, সামনের রীজের দিকে গেছে। চারপাশে পাথর আর বোল্ডারের ছড়াছড়ি। বোল্ডারের পাশে বসে আছে মেয়েটি। ধক্ করে উঠল জেমসের কলজে, আশঙ্কায় কুঁকড়ে গেল মুখ। স্যাডল থেকে ছেঁচড়ে নেমে মেয়েটির দিকে ছুটল ও। এক ফুট দূরে থাকতে কান্নার শব্দ শুনতে পেল।

মেয়েটার পাশে দাঁড়াল জেমস, ঝুঁকে কাঁধে হাত রাখল। 'তুমি ঠিক আছ তো, ম্যা'ম?'

ওর কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল মেয়েটা, সারা মুখ ভেজা। উত্তর না দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, উদ্গত কান্না চাপবার প্রয়াসে ঢোক গিলল।

'ওরা তোমার ক্ষতি করেনি তো?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা, তারপর যখন কথা বলল নিচু, তিক্ত শোনাল কণ্ঠ; এতটাই, এরচেয়ে তিক্ত হতাশা ভরা কোন মেয়েলি কণ্ঠ শুনেছে কিনা মনে করতে পারল না জেমস কারভার।

'আমাকে মেরে ফেললেই বোধহয় ভাল হত!' চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা, দৃষ্টিতে রাজ্যের হতাশা। 'নিশ্চই সন্তুষ্ট হয়েছ তুমি?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল জেমস, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'আমি কেন সন্তুষ্ট হব?' ক্ষীণ হেসে জানতে চাইল। 'দেখো, মিস্, ভুল করছ তুমি। আমি লুটেরাদের কেউ নই। স্টেজে তোমার সঙ্গে ছিলাম, মনে পড়ছে?'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল জেমস, কিন্তু দারুণ অবহেলায় এড়িয়ে গেল সবুজনয়না, সরাসরি তাকাল ওর দিকে। 'তোমার পরিচয়ও জানি আমি। তুমি জেমস কারভার। জানতে চেয়েছি সন্তুষ্ট হয়েছ কিনা। যেভাবে পরিকল্পনা করেছ বা আশা করেছ, সব ঠিকমত ঘটেছে তো?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেমস, বিস্মিত এবং বিহ্বল। মেয়েটির কণ্ঠের বিদ্রূপ শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কিছুটা ঝুঁকে এল ও যাতে মেয়েটির মুখোমুখি হতে পারে। 'জানি না কী নিয়ে কথা বলছ, মিস্। সম্ভবত তুমিও জানো না। হয়তো মানসিক আঘাতের কারণে···'

'মানসিক আঘাত!' তিক্ত, তপ্ত কণ্ঠে বাধা দিল মেয়েটি। 'সম্পূর্ণ সুস্থ আছি আমি, মি. টেক্সাস! স্টেজে ওঠবার পর থেকে জানতাম এমন কিছু ঘটবে। আমি শুধু আশা করছিলাম হয়তো ফাঁকি দিতে পারব তোমাদের।'

'ধ্যেৎ, কী বলছ!' বিরক্তির সঙ্গে বলল জেমস, হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকি দিল। 'বোধহয় হিস্টিরিয়া হচ্ছে তোমার!'

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, সত্যিই হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত মনে হলো হাসিটা। 'আমি কি ভুল বলেছি, তুমি জেমস কারভার নও? অথচ ভান করছ যেন কিচ্ছু জানো না!'

'আমি জেমস কারভার, ঠিক। কিন্তু খোদার কসম, কীভাবে আমার পরিচয় জানো, বুঝতে পারছি না!'

'নিশ্চই দাবি করবে আমাকে চেনো না?'

'না, ম্যা'ম।'

রাগ আর বিদ্বেষ ফুটে উঠল মেয়েটার চোখে। 'হয়তো তোমাকে বলেনি ওরা। শুধু বর্ণনা দিয়ে আমার উপর চোখ রাখতে বলেছে।'

'কারা?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। 'আমি জেনিফার রায়ান।'

জেমসের মুখে শুধু বিস্ময়ই ফুটল। 'কিন্তু তাতে কী···কেবল তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আনন্দ ছাড়া? অথচ তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে

তোমাকে চেনা উচিত আমার?'

'তুমি জেমস কারভার, পিউতের ক্রেইগ কারভারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে তোমার।'

'হ্যাঁ, আমার চাচা সে। কেন?'

'তা হলে তোমাকে বলেনি সে? ম্যাট রায়ান সম্পর্কেও কিছু বলেনি?'

'না,' মাথা নাড়ছে জেমস। 'চার বছর বয়সের পর চাচাকে আর দেখিনি আমি। তার বা ম্যাট রায়ান সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'অ,' বিদ্রূপের স্বরে বলল মেয়েটা, চোখে সন্দেহ। 'তা হলে পিউতেয় যাচ্ছ কেন?'

'টেক্সাসে প্রায় সবকিছু হারিয়েছি আমি। এখানে এসে আমাকে কাজ করবার প্রস্তাব দিয়েছে চাচা।'

'কী কাজ?'

'ফ্রেইটিং বোধহয়। আকরিক শিপমেন্টের কাজে সাহায্য করতে পারব আমি।'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। আর কিছু না বলে ফিরতি পথে এগোল।

'তা হলে বরং তুমিই বলো আমাকে,' কৌতূহল প্রকাশ করল ও।

থেমে ঘুরে দাঁড়াল জেনিফার রায়ান। 'আমি বলব?' নিচু, প্রায় খেপা সুরে ভর্ৎসনা করল। 'পিউতেয় পৌঁছে ক্রেইগ কারভারকে রসিয়ে রসিয়ে সব বলবে তুমি, দু'জনে মিলে হাসবে আমার দুরবস্থা নিয়ে!' বড়সড় একটা পাথরের উপর বসে পড়ল মেয়েটা, নিচু হয়ে গেল দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে তাকাতে মেয়েটির মুখে যুগপৎ হতাশা আর বেদনা দেখতে পেল জেমস।

'একসময় পিউতের সমস্ত ফ্রেইটিং করত ক্রেইগ কারভার,' বিষণ্ন সুরে বলল সবুজনয়না। 'তবে কিছুদিন হলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার ভাই। পিউতের চারপাশে বিশটা খনি আছে, একজনের পক্ষে ফ্রেইটিং করা সত্যিই কঠিন, তাই না? ইচ্ছে করলে দুটো আউটফিট মিলে আকরিক শিপমেন্টের সব কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছে নেই কারভারের। তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না ম্যাট, কারণ নগদ টাকা নেই ওর। টাকা হলে নতুন ওয়্যাগন, ঘোড়া আর লোক সংগ্রহ করতে পারবে ও, খনি-মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে। ওর জন্য টাকা নিয়ে এসেছিলাম আমি। তোমার লোকেরা একটু আগে যে-টাকা নিয়ে গেল, ওগুলোই ছিল আমাদের শেষ সম্বল।'

'আমার লোক নয়, ম্যা'ম,' শুধরে দিল জেমস।

'তা হলে তোমার চাচার! সে জানে টাকা পেলে ওকে ব্যবসায় হারাতে পারব আমরা, তাই চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে!'

'কত টাকা?'

'দশ হাজার!' ভাঙা গলায় বলল মেয়েটা, কাঁপছে নীচের ঠোঁট, দু'হাতে

মুখ ঢেকে ফেলল। 'ইলিনয়সে একটা ফার্ম ছিল আমাদের, ওটা বেচে দিয়ে টাকা জোগাড় করেছি। সম্পত্তি বলতে যা অবশিষ্ট ছিল, তাও শেষ হয়ে গেল এখন!'

চুপ করে থাকল জেমস, বিব্রত। বিস্ময় কাটেনি এখনও। খাপে খাপে মেলাতে পারছে না ঘটনাগুলো। 'এজন্যই ভয় পাচ্ছিলে? ভেবেছ তোমার উপর চোখ রাখতে স্টেজে উঠেছি আমি?'

'তাই নয় কি? যাত্রীদের তালিকায় তোমার নাম দেখেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম।'

'না।'

শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল জেনিফার রায়ানের হাত, অসহায় দেখাচ্ছে। 'আমার তো মনে হয় তাতে আর কিছু যায়-আসে না এখন,' তিক্ত হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'ম্যাট সতর্ক করেছিল আমাকে, বলেছিল টাকা ছিনতাই বা চিঠিপত্র খুলেই ক্ষান্ত হবে না ক্রেইগ কারভার, প্রয়োজনে আমাকে গুলিও করতে পারে···ম্যাট যাতে কোনভাবেই টাকা না পায়!'

'মেয়েদের গুলি করবে?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল জেমস। 'উঁহুঁ, ক্রেইগ কারভার কেন, আসলে পশ্চিমের কোন লোকই মহিলাদের গুলি করতে পারে না।'

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল জেনিফার। 'আমার মনে হয় এই এলাকা আর এখানকার লোকজন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখবার বাকি আছে তোমার, ঠিক যতটা শিখবার অপেক্ষায় আছি আমি। সেজন্য হয়তো আমার মত চড়া মূল্য দিতে হবে না তোমাকে।'

মনে মনে জুৎসই একটা জবাব হাতড়ে বেড়াল জেমস। শেষে বলল: 'তোমাদের ব্যবসার কোন ক্ষতি হবে না, মিস্। টাকা ফেরত পাবে তুমি।'

'তাই?' হেসে উঠল মেয়েটা, চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি টাকা ফেরত পাবে তুমি,' দৃঢ় স্বরে বলল ও। 'যদি তোমার কথা সত্যি হয়ে থাকে। এবার স্যাডলে চাপো, ম্যা'ম। তোমার পিছন পিছন আসব আমি। আশা করি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে স্টেজের কাছে পৌঁছে যাব, যদি এখনও অপেক্ষায় থাকে ড্রাইভার লোকটা।'

দুই

পরদিন দুপুরে পিউতেয় পৌঁছল স্টেজ। পিউতেকে ছোটখাট একটা নরক

বললে কম বলা হয়, অন্তত জেমস কারভারের কাছে তাই মনে হলো। পশ্চিমের কোন শহরে এত লোকের ভিড় কখনও দেখেনি ও, টেক্সাসে তো নয়ই। সারা রাস্তা জুড়ে অসংখ্য আকরিক বোঝাই ওয়্যাগন, রাকবোর্ড, স্প্রিং ওয়্যাগন, ক্যারিজ। ফুটপাথে বিভিন্ন জাতের মাইনার, এশিয়ানও আছে। মূল রাস্তার সেলুন বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিচিং রেইলে অসংখ্য ঘোড়া বাঁধা। চারপাশে এত হুল্লোড়, পুরো শহরই যেন গমগম করছে। বাতাসে ধুলোর অত্যাচার। স্টেজ নিয়ে এগোতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো ড্রাইভারকে, সমানে গালাগাল করছে সে।

পিউতের অবস্থান পিউতে পর্বতমালার একেবারে শুরুতে। শহরের পিছন থেকে চড়াইয়ের শুরু, ঢেউ খেলানো রুক্ষ জমি কয়েক মাইল দূরে পর্বতমালার চূড়ায় উঠে গেছে। পাহাড়ে বেশ কয়েকটা খনি রয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণ সোনা বা রুপা উত্তোলিত হয়। সারা টেরিটরির লোকজনকে এমন দুর্গম অঞ্চলে টেনে আনবার জন্য যথেষ্ট বৈকি। জুয়াড়ী, মাইনার, ধান্ধাবাজ, ব্যবসায়ী, আউট-ল, ফ্রেইটার···এবং নিতান্ত সাধারণ মানুষ–সব ধরনের লোক আছে এখানে।

জীর্ণ শ্যাক থেকে শুরু করে লগের তৈরি কেবিন বা বিল্ডিং, সব জায়গায় লোকজনের হৈহল্লা চলছে। জেমসের কাছে মনে হলো প্রতিটি জায়গায় জুয়া বা নাচ-গানের ব্যবস্থা রয়েছে। আনন্দমুখর পরিবেশ, যেন বসন্তকালীন উৎসব হচ্ছে; মাতাল ভবঘুরে বা মাইনারদের কর্কশ চিৎকার, ফ্রেইটারদের খিস্তি···এক্সপ্রেস অফিসের সামনে স্টেজ থামবার আগেই শহরটা সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্ম নিল ওর মনে।

ড্রাইভার নয়, বরং বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক এগিয়ে এসে স্টেজের দরজা খুলল। প্রথমেই নেমে গেল জেনিফার রায়ান, ছুটে গিয়ে যুবকের বুকে আছড়ে পড়ল। ঠিক পিছনে নেমেছে জেমস, কিন্তু যুবককে একনজর দেখবার আগেই চারপাশের ভিড় ওর দৃষ্টিপথ আটকে দিল। তা ছাড়া, ততক্ষণে ভাই-বোনও কিছুদূর সরে গেছে। পিছন থেকে যুবকের দীর্ঘ শরীর আর চওড়া কাঁধই কেবল দেখা যাচ্ছে, জেনিফারের সঙ্গে কথা বলছে সে। নিশ্চই নিদারুণ বিস্ময় নিয়ে বোনের কথা শুনছে ম্যাট রায়ান, ভাবল জেমস।

আচমকা ওর দিকে ফিরল যুবক। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল, ধূসর চোখে বিদ্বেষ আর ঘৃণা উপচে পড়ছে। ওর উদ্দেশে এগোতে চাইল ম্যাট রায়ান, কিন্তু চারপাশের ভিড় নিরস্ত করল তাকে।

সবচেয়ে কাছের হোটেলে উঠল জেমস। পরিচ্ছন্ন হয়ে, খাওয়া সেরে ফের রাস্তায় নেমে এল। ওর পকেটে আছে মাত্র পাঁচ ডলার। একটা বুম টাউনে এসেছে, স্বভাবতই এখানকার যে-কোন জিনিসের দাম চড়া হবে। শিগ্‌গিরই একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে, ভাবল ও, তবে তার আগে ক্রেইগ কারভারের সন্ধান করতে হবে।

মনার্ক ফ্রেইটিং কোম্পানির খোঁজ করল ও। এক মাইনারের কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ে মূল রাস্তা ধরে উত্তরে এগোল। *চাচার চেহারা কেমন?* চাপা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল জেমস। ওর যখন চার বছর বয়েস, শেষবার টেক্সাসে ওদের বাড়িতে গিয়েছিল ক্রেইগ কারভার। চেহারা বা তার সম্পর্কে কিছু মনে করবার চেষ্টা করেও স্মৃতিতে কেবল ফাঁকা একটা পৃষ্ঠা আবিষ্কার করল জেমস। এমনকী চাচা সম্পর্কে ওর মায়ের বলা গল্পগুলোও মনে করতে পারছে না। অদ্ভুত পরিস্থিতি, একই নামের মালিক ওরা, রক্তের সম্পর্কও আছে, অথচ দু'জনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ক্রেইগ কারভার ওর কাছে নেহাত আগন্তুক। না, একেবারে আগন্তুক নয়, স্টেজ লুটের ঘটনা আর জেনিফার রায়ানের কাছে তার সম্পর্কে কিছুটা হলেও জেনেছে; তবে তাতে বিভ্রান্ত এবং দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে জেমস। ঘটনাটা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না, কিংবা চাচার কাছে ওর প্রত্যাশা কী হতে পারে, তাও বুঝতে পারছে না।

মনার্ক ফ্রেইটিং কোম্পানি শহরের একেবারে শেষ মাথায়। মূল রাস্তা পেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকতে হলো। খানিক এগোতে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল ও, দূর থেকে বিশাল ইয়ার্ড দেখতে পেল। একপাশে বড়সড় দোতলা দালান, দরজার উপর সাইনবোর্ড। আঙিনার ওপাশে কয়েকটা শেড। শেড বা ইয়ার্ডে কোন ওয়্যাগন চোখে পড়ল না। ইয়ার্ডের কোণে কামারের শ্যাক আর ফীড করাল–প্রায় পরের গলি পর্যন্ত দীর্ঘ। ভিতরে পঞ্চাশটার মত ঘোড়া চোখে পড়ল। বিশাল আউটফিট, নিজস্ব করাল-শেড আর হার্নেসের দোকানও রয়েছে।

জেনিফার রায়ানের অন্তত একটা কথা ঠিক, চুটিয়ে ব্যবসা করছে ক্রেইগ কারভার, ভাবল জেমস।

অফিসে ঢুকল ও। প্রথমে বিশাল একটা কামরা। উল্টো দিকে জানালার কাছে রোল-টপ ডেস্কে বসে আছে এক লোক, ইচ্ছে করলে এখান থেকে ইয়ার্ডের ড্রাইভারদের নির্দেশ দিতে পারবে। পদশব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকাল লোকটি, সামান্য আগ্রহও নেই চাহনিতে।

'ক্রেইগ কারভারের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' জানাল ও।

'ওর সঙ্গে দেখা করতে পারে না কেউ,' হাই তুলে বলল লোকটা।

'কেন?'

'কারণ সবার সঙ্গে দেখা করে না বস্।'

'এখানে আছে সে?'

'হয়তো আছে, হয়তো নেই।'

'আমার নিজেরই খুঁজে দেখা উচিত,' বলে পাশের কামরার দিকে এগোল জেমস, ভেড়ানো দরজার পাল্লায় ঠেলা দিল। টের পেল পিছনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটি, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে।

'এই যে, মিস্টার! ওখান থেকে সরে এসো!'

ছোটখাট কামরা। নোংরা, মেঝেয় ধুলোর আস্তর পড়েছে। রঙজ্বলা ডেস্কের উপর অসংখ্য স্পার পড়ে আছে। বিশালদেহী এক লোক বসে আছে, হাতে হুইস্কির বোতল। বোতল তুলে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, জেমসের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাল।

'তুমি ক্রেইগ কারভার?' জানতে চাইল ও।

'বেরিয়ে যাও, ছোকরা!' জড়ানো স্বরে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

দরজার চৌকাঠে হেলান দিল জেমস, বাহুজোড়া ভাঁজ করে রাখল বুকের উপর। কিছুটা অধৈর্য বোধ করছে। পিছনে কেরানির পদশব্দ শুনতে পেলেও গ্রাহ্য করল না। ওকে পেরিয়ে কামরায় ঢুকল ক্লার্ক। 'দুঃখিত, কীন,' বলল সে। 'ভুল কামরায় চলে এসেছে এই লোক।'

'কোন্ কামরায় যেতে হবে, আমাকে বলোনি তুমি!' ক্ষুব্ধ স্বরে অভিযোগ করল জেমস।

ডেস্কের উপর বোতল নামিয়ে রাখবার আগে কর্ক পেঁচিয়ে মুখ বন্ধ করল কীন, উঠে দাঁড়াল। নোংরা পোশাক তার পরনে, গায়ে দুর্গন্ধ। বুটের তলায় স্টেবলের ময়লা লেগে আছে। চকচকে কেবল একটা জিনিস, পালিশ করা পিস্তলের বাঁট। চৌকো মুখ, ছোট ছোট চোখ। অলসভাবে হেঁটে চলে এল জেমসের সামনে। দেহের পাশে শিথিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে সবল দুটো হাত।

'কারভারকে খুঁজছ তুমি?' দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল কীন। 'আমিই কারভার!'

নির্লিপ্ত চাহনিতে তাকে দেখল জেমস। 'আরও পঞ্চাশ বছর সাধনা করলেও ক্রেইগ কারভার হতে পারবে না তুমি!'

'কারভার তোমার পরিচিত···দেখেছ আগে?'

'বহুদিন আগে।'

'তা হলে কীভাবে জানলে আমিই ক্রেইগ কারভার নই?'

ফালতু আলাপ, সিদ্ধান্ত নিল জেমস, তর্ক করা অর্থহীন। স্টল না-হলেও স্টলের মতই নোংরা একটা কামরায় উপস্থিত হয়েছে ও, এবং পশুর স্বভাবের একজন লোকের মুখোমুখি হয়েছে। নিজের উপর কিছুটা বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি বোধ করল।

ঘুরতে যেয়েও থমকে দাঁড়াল জেমস, কীন নামের লোকটির চোখে অশুভ চাহনি দেখে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। দু'হাত তুলে এগিয়ে এল সে, মুখে বাঁকা হাসি। পিছনে ক্লার্কের অস্বস্তিভরা গোঙানি শুনতে পেল জেমস। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত নেই ওর, কীন সামনে আসতে তাকে স্রেফ থামিয়ে দিল। প্রচণ্ড ঘুসিটা বুক ও পেটের সংযোগস্থলে লেগেছে, পাথরের মত জমে গেল কীন। ঝটিতি পাশ ফিরল জেমস, এবার

কাঁধ দিয়ে আঘাত করল লোকটাকে। উড়ে গিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল কীন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, চোখে বিস্ময় আর রাগ নিয়ে দেখছে ওকে।

'লড়তে চাইছ, অথচ সাধারণ কিছু কৌশলও জানা নেই তোমার,' হেসে উঠল জেমস, আমোদ পেল কীনের প্রতিক্রিয়া দেখে। 'দেখে তো মনে হয় শরীরটা ফাঁপা নয়। বোধহয় বোতলই শেষ করে ফেলেছে তোমাকে।'

পাশের দরজা খুলবার শব্দে ফিরে তাকাল জেমস। পঞ্চাশোর্ধ্ব এক লোক বেরিয়ে এসেছে, পরিচ্ছন্ন দামী পোশাক পরনে। মাঝারি গড়ন লোকটির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনজনকে দেখল সে, মুখে বিরক্তি আর অসন্তোষ। 'কী ঝামেলা বাধিয়েছ আবার?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে, কীনের উদ্দেশে করেছে প্রশ্নটা।

উত্তর দিতে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না কীনকে, রোষ মাখানো দৃষ্টিতে জেমসকে দেখছে। 'দেখো, এই ভবঘুরে ছোকরাকে কীভাবে বাইরে ছুঁড়ে ফেলি, চীফ! ট্রিম্বল, দরজাটা খোলো তো!'

'থামো!' কর্কশ সুরে ধমকে উঠল চীফ। কয়েক পা এগিয়ে কামরায় ঢুকে পড়ল সে।

ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল কীন, জেমসের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বয়স্ক লোকটিকে দেখছে জেমস, রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে থাকা কীনকে ভ্রূক্ষেপ করছে না যদিও হাত বাড়ালেই বিশাল দুই হাতে ওকে চেপে ধরতে পারবে কীন।

সুদর্শন সন্দেহ নেই, তবে চোখের নীচে গাঢ় চামড়ার তুলনায় মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে। গলার স্বরে অনমনীয় দৃঢ়তা আর কর্তৃত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। লোকটার এক শব্দের হুকুমে নিজেকে সামলে নিয়েছে কীন, অথচ ওর প্রতি অসন্তোষ বা রাগ কম নয় তার।

'হচ্ছে কী এখানে?' চাবুকের মত তীক্ষ্ণ শোনাল চীফের কণ্ঠ।

লোকটির পরিচয় সম্পর্কে ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে জেমস। 'তোমাকে খুঁজছিলাম আমি। এরা ভেবেছে কিছুটা হয়রানি করানোর পর বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে আমাকে,' কীনের দিকে ফিরল ও। 'কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি।'

'বিরক্ত না করবার নির্দেশ দিয়েছিলে তুমি, মি. কারভার,' সমীহের সুরে বলল কেরানি।

'নিশ্চই,' জেমসের দিকে ফিরল চীফ। 'আমার সঙ্গে কী কাজ তোমার?'

'কাজে যোগ দিতে এসেছি। তুমিই আসতে বলেছ আমাকে।'

চোখ সরু হয়ে গেল তার, মুখে ক্ষীণ হাসি। 'উঁহুঁ, বাছা, কাউকে কোন কাজের প্রস্তাব দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না। কী নাম তোমার?'

'জেমস কারভার।'

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ক্রেইগ কারভারের মুখ। কোমল হয়ে এল চাহনি, আনন্দে উজ্জ্বল হলো মুখ। হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'পিউতেয় স্বাগতম, বয়! তোমাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি। ট্রিম্বলকে তোমার নাম জানালে না কেন?'

'আমার নাম জানতে চায়নি কেউ।'

ওদের দিকে এগিয়ে এল কীন। হাত বাড়িয়ে দিল সে, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ধরে রেখেছে। 'একটু আগের ঘটনার জন্য দুঃখিত, জেমস। তুমি আসায় সত্যি খুশি হয়েছি। আমি কীন বিলিংস। ম্যানেজার।'

'ভুলে যাও,' বিলিংসের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় বিড়বিড় করল ও, খুব একটা আন্তরিক শোনাল না কণ্ঠ।

ক্রেইগ কারভারকে অনুসরণ করে তার কামরায় ঢুকল জেমস। কীন বিলিংসের অফিসের তুলনায় কামরাটাকে স্বর্গ বলা উচিত। বিশাল, গোছানো এবং রুচিসম্মত। বিল্ডিংয়ের একেবারে শেষে, করিডর ধরে হেঁটে আসতে হয়েছে। মেহগনির বিশাল ডেস্ক, চকচক করছে উপরের পৃষ্ঠ। দেয়ালে ওয়াল পেপার, পিউতের খনি আর আকরিক বিশোধন মিলের বেশ কয়েকটা ছবি শোভা পাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, এত গোছানো কোন অফিস সারা জীবনেও দেখেনি জেমস।

ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল ও। দেয়ালের লাগোয়া কেবিনেট থেকে বোতল আর গ্লাস বের করে হুইস্কি পরিবেশন করল ক্রেইগ, শেষে সুগন্ধী সিগার অফার করল।

'টাফ লোকই মনে হচ্ছে তোমাকে,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করছে সে। 'শেভ করো না নাকি?'

'এইমাত্র এলাম,' সহাস্যে বলল ও। 'হোটেলে উঠে পেট ভরে সরাসরি চলে এসেছি এখানে।'

'মনে তো হয় না যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে পকেটে,' প্রায় পরিহাসের সুরে মন্তব্য করল সে।

'পাঁচ ডলার আছে এখন। টেক্সাস থেকে এ পর্যন্ত আসতে পকেট খালি হয়ে গেছে।'

সিগার ধরাল ক্রেইগ কারভার। তাকে দেখছে জেমস, আশা করছে চাচার কোন বিশেষত্ব স্মৃতির ভিড়ে পড়ে থাকা অতীতের কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেবে, কিন্তু তা হলো না। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ারও কিছু নেই। বিশ বছর বেশ দীর্ঘ সময়, বাচ্চা একটা ছেলের স্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে। চাচা সম্পর্কে মায়ের বলা গল্পগুলো মনে করবার চেষ্টা করল আবার, এবারও ব্যর্থ হলো। ক্রেইগ কারভার বোধহয় ওর কাছে সত্যিই একজন আগন্তুক–সুদর্শন, পরিপাটি পোশাক পরা পঞ্চাশ বছরের এক আগন্তুক।

কয়েকদিন আগে ক্রেইগ কারভারের একটা চিঠি পেয়েছিল ও। ওকে

পিউতেয় চলে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মনার্ক মালিক।

'অফিসে এখনও টেক্সাসের কাগজ রাখি বলেই রক্ষা!' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল ক্রেইগ। 'নয়তো তোমার দুর্ভাগ্যের কথা জানতেই পারতাম না। কী হয়েছিল?'

'খরা আর মড়ক।'

'গরুর ব্যবসা বা র‍্যাঞ্চিং থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ, বাছা। এখানে নতুন অনেক জিনিস শিখতে হবে তোমার।'

'আর কিছু না হোক, তোমার মিউলগুলো রাইড করতে পারব আমি।'

হেসে উঠল ক্রেইগ, চোখ সরু করে তাকাল। ভর্ৎসনা আর অসন্তোষ ফুটে উঠল চাহনিতে। 'মিউল রাইড করবে? রাবিশ! বোকার মত কথা বোলো না! এখানে ম্যানেজারের কাজ করবে তুমি। পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত কাপড়, নতুন হ্যাট এবং বুট দরকার তোমার, আর দরকার নতুন হেয়ার কাট ও পরিচ্ছন্ন শেভ। সস্তা তামাকের বদলে সিগার টানতে শিখবে।'

চোখ পিটপিট করে তাকাল জেমস। ক্রেইগ কারভারের চিঠি পেয়ে ভেবেছিল এখানে কোন টিমস্টারের কাজ করতে হবে।

ওর বিস্ময়ে স্মিত হাসল ক্রেইগ কারভার। 'এখানে ভালই জমিয়েছি আমি, জেমস। অফিস দেখে হয়তো সমৃদ্ধ ও গোছানো একটা স্টেবল মনে হয়েছে তোমার, কিন্তু আসলে এখানে কোন কাজ নেই আমাদের। পিউতের আশপাশে যত খনি আছে, শতকরা পঁচাশি ভাগ আকরিকের চালান বা সাপ্লাই পৌঁছে দেই আমরা। যথেষ্ট টাকা বানিয়েছি, তবে ব্যবসাটার উপর বিরক্তি ধরে গেছে ইদানীং। এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি। সমুদ্রের তীরে একটা বাড়ি কিনেছি, ভাবছি ওখানে চলে যাব। কিন্তু বিশ্বস্ত একজন লোক দরকার আমার, যে ব্যবসাটা ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারবে।'

'তার মানে···তুমি ঠিক করেছ আমিই ব্যবসা দেখব?'

নড করল সে। 'ব্যবসার ধরন তোমার বোঝা হয়ে গেলেই চলে যাব আমি। তোমার জন্য অবশ্য কঠিন হবে না, চটপটে মনে হচ্ছে তোমাকে। তা ছাড়া, আসল কাজ এরই মধ্যে সেরে ফেলেছি, তোমার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। প্রথম যখন এসেছিলাম, বড়সড় একটা আউটফিট ছিল এখানে। অ্যাকমি। এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো সবকিছু বিক্রি করে চলেও যাবে। আরেকটা আউটফিট আছে; এখনও নতুন অবশ্য, কিন্তু শিগ্‌গিরই ওদের হটিয়ে দেব আমরা,' ক্ষীণ হাসল সে, কৌতুক দেখা গেল চোখে। 'ফ্রেইটিং ব্যবসায় বুদ্ধির পাশপাশি পরিশ্রমও লাগে, জেমস। যে-কোন একটা দিয়ে হয় না। টিমস্টারদের কথাই বলি, কঠিন চীজ একেকজন, কিন্তু ওদের সমীহ আদায় করতে হবে তোমাকে। ভিতরে কিছু নেই, এমন কাউকে সমীহ বা সম্মান করে না ওরা। মাঝে মধ্যে পেটানোরও দরকার হয়ে পড়ে, কারণ কঠিনের ভক্ত এরা। এখানে যখন প্রথম শুরু করি

আমি, কুড়াল দিয়ে আমার সেরা টিমস্টারকে পিটিয়েছিলাম।'

স্মৃতি মনে পড়তে হেসে উঠল সে, খানিক থেমে খেই ধরল: 'দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি দরকার হবে। পিউতেয় কঠিন পরিস্থিতিতে আছি আমরা। খনিগুলোর বেশিরভাগ পাহাড়ের উপর, রেলরোডের প্রশ্নই আসে না। আকরিক যে খুব সমৃদ্ধ তা বলা যাবে না, কিন্তু পরিমাণে প্রচুর উঠছে। বিশোধন কল থেকে খনির দূরত্ব অনেক, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় মাইল দশেক হবে। খনিগুলোর নিজস্ব ফ্রেইটিং আউটফিট নেই, কারণ তাতে প্রচুর ওয়্যাগন, ঘোড়া আর লোক দরকার হয়, তাই ব্যক্তি মালিকাধীন ফ্রেইটিং কোম্পানি খনি থেকে বিশোধন কল পর্যন্ত আকরিক নিয়ে আসবার কাজটা পায়। অন্য সবকিছুর মতই চুক্তি বা কাজ পেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় আমাদের।

'টিমস্টার বা বিলিংসের মত লোক হলে চলবে না আমার, মাথায় ঘিলু নেই ওদের; বরং এমন লোক চাই যে বিলিংসের মত লোককে চালাতে পারবে।' ক্ষণিকের জন্য থেমে সমীহের দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'শুরুটা তোমার মন্দ হয়নি।'

'ধন্যবাদ।'

'ব্যবসা বুঝে গেলেই তোমার উপর সবকিছু ছেড়ে দেব। এমন কোন কারভারকে আমি চিনি না যার মাথায় ন্যূনতম বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা নেই। একসময় তুমিই দেখবে সবকিছু। লাভের অর্ধেক পাঠাবে আমাকে, বাকিটা তুমি নিজে রাখবে।' ডেস্কের উপর ঝুঁকে এল সে, লম্বা আঙুলে তাল ঠুকছে পালিশ করা মেহগনির উপর।

'কয়েকটা জিনিস শিখতে হবে তোমার,' খেই ধরল মনার্ক মালিক। 'আমিই তালিম দিতে পারব। লাখপতি বহু লোক আছে এখানে, জেমস। খনির মালিক, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, প্রমোটর, জাঁদরেল আইনজ্ঞ, ফ্রিসকো থেকে আসা নাবিক···খনিতে টাকা খাটাচ্ছে ওরা। এদেরকে জানতে হবে, কারণ এরাই তোমাকে ব্যবসা দেবে। কথাটা ভুলে যেয়ো না কখনও। দিনের বেলায় ব্যবসার কাজ করবে তুমি–মিউলের যত্ন বা দানা-পানির ব্যবস্থা করবে, ওয়্যাগন মেরামত কিংবা কোথায় কোন্‌টা পাঠাতে হবে সেটা ঠিক করবে, ফ্রেইটিং শিডিউল করবে, কামার বা টিমস্টারদের কাজের তদারক করবে–কিন্তু রাতে টাকার কুমীরদের সঙ্গে উঠ-বস করতে হবে তোমার। দামী কাপড় পরবে, ভাল খাবে, সেরা ড্রিঙ্ক পান করবে, উপভোগ করবে সময়টা, দু'হাতে টাকা খরচ করবে···এবং এভাবে আরও টাকা রোজগার করবে।'

অস্বস্তি অনুভব করছে জেমস। নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে ওর, জানে কঠিন জীবনে অভ্যস্ত স্পষ্টবাদী কিন্তু দুর্ভাগা এক যুবক ও; গরু, ঘোড়া বা সূর্যতাপ-বৃষ্টি-ধুলো এবং তারাভরা আকাশের নীচে নিঃসঙ্গ রাত ছাড়া আর কিছু যার জানা নেই। ওই জীবনের প্রতি আস্থা আছে ওর, যেহেতু আরও মানুষ একই জীবন পছন্দ করে; নিশ্চই কিছু একটা আছে ওই জীবনে এবং

তা নিয়ে জীবন পার করে দিতে আপত্তি নেই ওর। পিউতেয় বিলাসী এই জীবন ওর কাছে বেখাপ্পা এবং বিপজ্জনক ঠেকছে।

'কেমন মনে হচ্ছে?'

'দারুণ!' অকপটে বলল জেমস। হতাশাগ্রস্ত, পরাজিত একজন লোকের কাছে অফারটা লোভনীয়ই মনে হবে।

বাইরের ওয়্যাগন ইয়ার্ডে হৈহল্লার ক্ষীণ শব্দ কানে এল ওদের। 'খনির শিফট বদল হয় ছ'টার সময়, আমার এখানেও তাই,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল মনার্ক মালিক। 'এখনই ওয়্যাগন নিয়ে বেরোবে ড্রাইভাররা। চলো, দেখা যাক।'

করিডর হয়ে উল্টো দিকের এক কামরায় চলে এল ওরা। সেখান থেকে লোডিং প্ল্যাটফর্মে এল। পুরো আঙিনা চোখে পড়ছে, প্রচণ্ড ভিড় সেখানে। দেখবার মত দৃশ্য মনে হলো জেমসের কাছে।

একেবারে সামনে একটা রিগ, যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে আছে। বিশাল ওয়্যাগনের স্প্যানে দশজোড়া মিউল লাগানো হয়েছে, সবক'টার লাগাম ভারী শিকলের সঙ্গে সংযুক্ত। পিছনে ছোট একটা ওয়্যাগন। বড় ওয়্যাগনের একপাশের একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপানো, তাতে চড়ছে এক লোক। লীড-হর্সের লাগাম তার হাতে।

আগ্রহ নিয়ে দেখছে জেমস। শুধু নিজের ঘোড়াকে তাড়া দিল ড্রাইভার, তাতেই চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। বিশাল ফটক হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। চাকার ঘূর্ণন, শিকলের ঝনঝন শব্দ, ওয়্যাগনের রাজকীয় দুলুনি–নিদারুণ সমীহ আর বিস্ময় নিয়ে দেখল জেমস। প্রথম ওয়্যাগনের পর দ্বিতীয়টাও চলে গেল, একই জায়গায় এসে দাঁড়াল তৃতীয় রিগ।

'বিপজ্জনক, তাই না?' ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল ক্রেইগ কারভার। 'অবশ্য যতটা বিপজ্জনক মনে হয় ঠিক ততটা কিন্তু নয়। দীর্ঘ যাত্রার ক্ষেত্রে এবং চওড়া ট্রেইলে এরকম রিগ ব্যবহার করি আমরা। অন্য ওয়্যাগন এত বড় নয়। তবে তারপরও ওগুলো চালাতে যথেষ্ট ঝামেলা হয়।'

নড করল জেমস।

হসল্যারের দিকে এগিয়ে গেল বিশালদেহী এক লোক, কিছু একটা বলে অপেক্ষমাণ রিগের দিকে এগোল। স্যাডল-হর্ন চেপে ধরে লাফ দিল সে, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে স্যাডলে চাপল। মুহূর্তের জন্য লোকটার বাহু উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঠিকই দেখতে পেল জেমস–নোঙরের একটা উল্কি লোকটার বাহুতে!

লোডিং প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ছুটতে শুরু করল ও। ওয়্যাগনের কাছে পৌঁছে গেল। হাত বাড়িয়ে লোকটার কলার চেপে ধরে টান দিল জেমস। স্যাডল থেকে ছেঁচড়ে নেমে এল লোকটার শরীর, ধুলোর উপর আছড়ে পড়ল।

'তুমিই সেই জঘন্য ডাকাত!' খানিকটা পিছিয়ে এসে লোকটাকে খুঁটিয়ে

দেখবার পর বলল জেমস। 'আর আমি কিনা ভেবেছি তোমাকে খুঁজতে সারা তল্লাট চষে বেড়াতে হবে!'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ক্রেইগ কারভারের দিকে তাকাল বিশালদেহী, জেমসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'কী ব্যাপার, জ্যাক?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল ক্রেইগ।

'তাজ্জব ব্যাপার, বস্!' মেকী বিস্ময় বিশালদেহী ড্রাইভারের কণ্ঠে। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'পিউতের স্টেজে ডাকাতি করেছ তুমি!' কঠিন, কর্কশ স্বরে আবারও অভিযোগ করল জেমস।

'আসলে তুমি বোধহয় একটা ফাইটের পাঁয়তারা করছ!' রাগে লাল হয়ে গেছে জ্যাক নামের লোকটার মুখ।

'অভিযোগ প্রমাণ করতে তোমাকে যদি পেটাতে হয়, একটুও আপত্তি নেই আমার!' কোট খুলবার সময় বলল জেমস, পোল করালে কোট ঝুলিয়ে হ্যাটটা ছুঁড়ে ফেলল, তারপর মনার্ক মালিকের দিকে ফিরল। 'গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের স্টেজে ডাকাতি করেছে এই শয়তানটা, এক মেয়ের কাছ থেকে দশ হাজার ছিনিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে আরও দু'জন ছিল।'

'এক মিনিট!' চট করে বলল ক্রেইগ। 'ব্যাপারটা বোধহয় ব্যাখ্যা করা যাবে...'

'পরে,' রুক্ষ স্বরে চাঁচাকে থামিয়ে দিল জেমস, পরমুহূর্তে ঘুসি হাঁকাল জ্যাকের পেট বরাবর, বিশালদেহী ড্রাইভার ঝুঁকে পড়তে থুতনিতে ডান হাতের আপারকাট ঝাড়ল। ছিটকে গিয়ে বালির উপর পড়ল সে।

'থামো!' চিৎকার করে উঠল ক্রেইগ।

উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাক। দ্রুত, সাবলীল ওর রিফ্লেক্স।

ফ্রেইট লাইনের ড্রাইভাররা সচরাচর মারপিটে ওস্তাদ, ফাইট দেখতেও মজা পায় এরা। চারপাশ থেকে ছুটে আসছে সবাই, ত্রিশ গজ ব্যাসের একটা বৃত্ত তৈরি করল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আর মালিকের চারপাশে।

খিস্তি করে পিছু হটল ক্রেইগ কারভার।

ছুটে এল জ্যাক, গলার গভীরে ঘড়ঘড় করে বুনো শব্দ হচ্ছে। ঠেলে জেমসকে ভিড়ের কাছাকাছি নিয়ে এল সে, কিন্তু শরীর খাড়া রাখল জেমস, সুযোগ পেয়ে বিশালদেহীর অরক্ষিত কাঁধ আর গলায় আক্রমণ শানাল। মারের চোটে ভারসাম্য হারাল জ্যাক, ধুলোমাখা ইয়ার্ডে তৃতীয়বারের মত আছড়ে পড়ল। জেমসের পিছনে বৃত্তটা বড় হলো এবার।

জ্যাক উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেমস, তারপর দু'হাতে তার মুখে ঘুসি হাঁকাতে শুরু করল। জ্যাকের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারত, যাতে কখনোই ওর নাগাল না পায় সে, কিন্তু তা করেনি জেমস, ওর ইচ্ছে জ্যাককে মুহূর্তের জন্যও সামলে উঠতে দেবে না।

নাক ফেটে গেছে, রক্তাক্ত হয়ে গেছে মুখ, অস্থির দেখাচ্ছে জ্যাকের চাহনি। মৃদু কাঁপছে শক্তিশালী বাহু দুটো, মুহূর্তের জন্যও ওজনদার একটা ঘুসি হাঁকানোর মত শক্তি ফিরে পায়নি। মাঝে মধ্যে ধুলোমাখা মাটিতে হড়্‌কে যাচ্ছে পা। একের পর এক ঘুসি চালাচ্ছে জেমস, পিছু হটতে বাধ্য করছে জ্যাককে। দু'হাত তুলে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করল সে, এই ফাঁকে তার পেটে তীব্র ঘুসি হাঁকাল জেমস।

জ্যাকের একটা ঘুসি কানের পাশে লাগল ওর, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল জেমস। সুযোগ পেয়ে তেড়ে এল সে। শরীর পাশে গড়িয়ে দিয়ে সরে গেল ও, পায়ে পা বাধিয়ে ফেলে দিল তাকে। দু'জনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওরা, মুখোমুখি হলো আবার।

বুনো আক্রোশে হাত চালাল জ্যাক, মাথা নিচু করে ওটা কাটাল জেমস। পরেরটাও কাটিয়ে গেল। মাথার পাশ দিয়ে জ্যাকের হাত চলে যেতে পাল্টা আঘাত করল ও। প্রতি ঘুসির সঙ্গে নিজের ওজনের কিছুটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে জেমস, এবারও তাই করল। জ্যাকের থুতনিতে গিয়ে লাগল। হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ল সে, স্থির হয়ে পড়ে থাকল।

শোরগোল উঠল ড্রাইভারদের মধ্যে। ঘুরে দর্শকদের দিকে ফিরল জেমস, ক্রেইগ কারভার আর কীন বিলিংসকে দেখতে পেল একপাশে। থমথমে দেখাচ্ছে দু'জনের মুখ।

এগিয়ে এল মনার্ক-মালিক। 'শুরুটা মন্দ নয়,' অনুমোদনের সুরে বলল সে। 'অফিসে এসে পরিষ্কার হয়ে নাও।'

'পরে,' দুর্বল স্বরে বলল জেমস। এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারেনি, দ্রুত লয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। 'আগে এই শয়তানটাকে ল-অফিসে নিয়ে যাব।'

'কাজে ফিরে যাও সবাই!' চড়া, কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল কীন বিলিংস। 'একজনও থাকবে না এখানে!'

ড্রাইভাররা দূরে সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্রেইগ কারভার, যখন বুঝতে পারল অন্য কেউ শুনতে পাবে না, অধৈর্য কণ্ঠে ভর্ৎসনা করল জেমসকে: 'বেকুবি কোরো না, বয়। জ্যাক জেলে গেলে কি হবে, ধারণা আছে তোমার?'

'আমার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু ওই মেয়েটা বোধহয় খুশি হবে।'

'কোন্ মেয়ে?'

'জেনিফার রায়ান।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্রেইগ। 'এত সহজভাবে চিন্তা কোরো না! ওই মেয়ে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাট রায়ানের বোন। দশ হাজার ডলার ফিরে পেলে তোমার ব্যবসার বারোটা বাজানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে ওরা।'

'সেজন্যই টাকাটা লুট করেছ?' বিড়বিড় করে বিষোদ্গার করল জেমস।

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্রেইগ। 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী?'

জ্যাকের উপর ঝুঁকে পড়ল ও। লোকটার পিস্তল বের করে নিজের হাতে রাখল, আড়চোখে দেখল বিলিংসকে, নীরবে ওদের দেখছে সে। 'তাতে কী?' শান্ত স্বরে বলল জেমস। 'কিচ্ছু না! এই নচ্ছারটাকে ল-অফিসে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আসল ঘটনা যখন বেরিয়ে আসবে, তখন দেখব কী থেকে কী হয়!'

'ওকে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি,' শান্ত স্বরে বলল ক্রেইগ কারভার

'পিছিয়ে যাও, কীন!' জেদী সুরে ঘোষণা করল জেমস। 'পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ো না! জ্যাককে নিয়ে যাচ্ছি আমি, কেউ আমাকে আটকাতে এলে নির্দ্বিধায় গুলি করব!'

'দাঁড়াও!'

'অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছি আমি এবং অপেক্ষা করছি!' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল জেমস। 'এই আউটফিট নোংরা, অসৎ! প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, কিন্তু এখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম।' কীন বিলিংসের দিকে কোল্ট তাক করল ও। পিস্তল ফেলে পিছিয়ে গেল সে, চোখে সতর্ক চাহনি।

দেখবার মত অবস্থা হয়েছে ক্রেইগ কারভারের। রাগে জ্বলছে দুই চোখ, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়। 'হয়েছে, থামো এবার!' শার্টের কলার ধরে জ্যাককে টেনে নিয়ে এগোতে থাকা জেমসের উদ্দেশে বলল সে।

'কীসের জন্য থামব?'

'কী চাও তুমি? ওই দশ হাজার?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল জেমস, সামনে চলে এসেছে ওর অস্ত্র। মুহূর্তের জন্য প্রস্তাবটা বিবেচনা করল, শেষে ধীরে ধীরে নড করল। 'একটা পেনিও যেন বাদ না যায়! চেক নয়, নগদ টাকা নিয়ে এসো, নয়তো জ্যাককে নিয়ে শেরিফের অফিসে যাব আমি।'

ঘুরে অফিসের দিকে এগোল ক্রেইগ।

দীর্ঘক্ষণ জেমসের দিকে তাকিয়ে থাকল কীন বিলিংস, কুৎসিত হাসি দেখা যাচ্ছে মুখে। 'এজন্য পস্তাবে তুমি, বাছা। আফসোস করবার সুযোগও পাবে না!'

'আফসোস করব কেন?'

'শিগ্‌গিরই তোমার গায়ের চামড়া ওই দেয়ালে গাঁথবে চীফ!' রাগে লালচে হয়ে গেছে বিলিংসের মুখ, তবে নিজেকে সামলে নিল সে। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শহর ছেড়ে কেটে পড়ো, জেমস।'

ক্ষীণ হাসল জেমস, বুটের আগা দিয়ে জ্যাকের পাঁজরে খোঁচা দিল। 'দর কষাকষির জন্য খাসা জিনিস পেয়েছি আমি, বিলিংস, এবং শিগ্‌গিরই তোমাদের সঙ্গে রফায় আসব।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল মনার্ক-মালিক। চামড়ার একটা থলে জেমসের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'বিলিংসকে গুনতে বলো।'

মালিকের ইঙ্গিতে গোনার কাজটা সারল বিলিংস। মুদ্রায় পাঁচ হাজার, বাকিটা নোট। গোনা শেষ হতে নির্বিকার মুখে থলেটা জেমসের হাতে ধরিয়ে দিল মনার্ক-মালিক। 'একটা ভুল করেছ, জেমস,' শান্ত, নিস্পৃহ সুরে বলল সে। 'পরে সেজন্য আফসোস করবে!'

'দরকার হলে তাই করব। কিন্তু সেটা আমার ব্যাপার। তোমার সঙ্গে প্রথম লেনদেনের ব্যাপারে এই বলবার আছে আমার। খারাপ লাগলে কথাটা স্মরণ কোরো।'

ফটকের দিকে এগোল জেমস, জানে কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে ড্রাইভাররা। উঁচু দেয়ালের ওপাশে ওকে হারিয়ে যেতে দেখল ক্রেইগ কারভার আর কীন বিলিংস।

'ডাঁট দেখেছ হারামজাদার?' নিচু, ক্রুদ্ধ স্বরে নির্দেশ দিল মনার্ক-মালিক, কিন্তু ম্যানেজারের দিকে তাকায়নি, বিষ দৃষ্টিতে দেখছে জেমসকে। 'ওকে চেপে ধরো, কীন! বেশি ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই, স্রেফ শহর-ছাড়া করো!'

তিন

সিয়েরা নেগ্রা পাহাড়শ্রেণীর বিশটা খনি থেকে প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন আউন্স সোনা আর রুপা উত্তোলিত হয় বলে খনির ম্যানেজাররা আইনের কাছ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা তাদের যৌক্তিক দাবি মনে করে। পিউতের শেরিফ স্যাম লোয়েল তাদের প্রত্যাশার প্রায় সিংহ ভাগই পূরণ করেছে। যে-কোন বুম টাউনে সচরাচর যা দেখা যায়, কয়েক হাজার মাইনার ছাড়াও ভবঘুরে বা ধান্ধাবাজ লোকের অভাব নেই পিউতেয়। মেক্সিকান, জার্মান, পোলিশ, ওয়েল্‌শম্যান, আইরিশ, সুইডিশ···সব জাতের লোক রয়েছে। ঝামেলা ছাড়া পাশাপাশি অবস্থান করবার কথা কল্পনাও করে না এরা। শহরের শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে তাই ল-অফিসকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়, লাগাতার কাজ করবার জন্য তিনজন ডেপুটি রয়েছে লোয়েলের।

সত্যিকার অর্থে শেরিফকে শুধু পীস অফিসার বলা যাবে না। আসলে সে দারুণ বিচক্ষণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী একজন লোক। পিউতেয় আইনের প্রতিনিধি হিসেবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লাখপতিকে সন্তুষ্ট করতে পারলে রাজ্যের রাজনীতি পর্যন্ত উঠে যেতে পারবে–এই সত্যটি সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ

সে। ল-অফিস নয়, বরং শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত ব্লকে বারো-বাই-চোদ্দ ফুটের একটা কামরাকে অফিস হিসাবে ব্যবহার করে লোয়েল; যেটা আসলে পিউতের সবচেয়ে অভিজাত চারতলা হোটেল, কসমোপলিটন হাউজের লবির অংশ। এখানকার স্যুইট, বাররুম, ডাইনিংরুম বা খনি-অফিসে পাওয়া যায় শেরিফকে, খোশগল্প করবার ফাঁকে পান করছে কারও সঙ্গে। পরিপাটি পোশাক থাকে তার পরনে, চাল-চলনে কেউকেটা ভাব। দামী কাপড়ের কোথাও কোন টিনের তারা পাওয়া যাবে না, কিংবা কোন অস্ত্রও বহন করে না সে। পিউতের ধনী সমাজ–খনির প্রমোটর বা ম্যানেজার, স্টক হোল্ডার, আইনজ্ঞ, আকরিক-মিলের সুপারিনটেনডেন্ট আর খনিতে সাপ্লাই দেওয়া ব্যবসায়ী–সন্ধ্যার পর কসমোপলিটন হোটেলের বাররুমে সুদৃশ্য মেহগনির এপাশে যাদেরকে সার বেঁধে দাঁড়াতে দেখা যায়, এরাই হচ্ছে অভিজাত শ্রেণী এবং শেরিফ স্যাম লোয়েলের বন্ধু সমাজ।

কসমোপলিটনের বাররুম একেবারে শান্ত, কারণ এখানে কোন সঙ্গীত বাজে না, কোন পার্সেন্টেজ গার্ল বা ভিড় নেই। পাশের কামরায় পিউতের সবচেয়ে উঁচু স্টেকের জুয়া চলে। বাররুমটা শুধুই পান করবার জায়গা–পান করবার আর পরিকল্পনা করবার জায়গা। চামড়ার তৈরি আরামদায়ক কুশন রয়েছে প্রতিটি আসনে। লোকজন এখানে মাপা পদক্ষেপে নড়াচড়া করে, নিচু স্বরে কথা বলে, দামী সুগন্ধী সিগার টানে, সেরা লিকার পান করে এবং সিয়েরা নেগ্রার এই অঞ্চল থেকে আরও টাকা বানানোর বন্দোবস্ত করে।

টানা চার ঘণ্টা ধরে একটা টেবিলে বসে আছে শেরিফ স্যাম লোয়েল, ফ্রিসকো থেকে আসা এক ল-ইয়ারের নিরামিষ গল্প হজম করছে ধৈর্য ধরে। এক কিশোর এসে কাঁধে টোকা দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে স্বস্তি অনুভব করল সে।

'কী ব্যাপার, বাছা?' আগ্রহী সুরে জানতে চাইল শেরিফ। চৌকো মুখ তার, চোখ দুটো সারাক্ষণ সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু থাকে। ঘন গোঁফ আড়াআড়ি ছেদ করেছে ফর্সা মুখটাকে। পঁয়তাল্লিশ চলছে, কিন্তু সুঠামদেহী এখনও।

'এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, মি. লোয়েল,' জানাল নিগ্রো কিশোর।

'ভিতরে পাঠিয়ে দাও।'

'লোকটার সঙ্গে এক লেডি আছে। লবিতে অপেক্ষা করছে ওরা।'

রাজনীতিবিদদের পয়লা সবক ভালই আয়ত্ত করেছে শেরিফ: সবার সঙ্গে দেখা করো, সবার কথা শোনো এবং তারপর নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করো। ক্ষমা চেয়ে উঠে দাঁড়াল সে, নিগ্রো ছেলেটাকে অনুসরণ করে লাল কার্পেট বিছানো প্রশস্ত লবিতে বেরিয়ে এল। কাচের দরজা শহরের হৈচৈ আটকাতে পারেনি বলে বাররুমের তুলনায় কোলাহলপূর্ণ বলা যাবে লবিকে।

সুদৃশ্য স্ফটিকের ঝাড়বাতির তলা হয়ে, লবি পেরিয়ে কোণের লাউঞ্জে

ঢুকল শেরিফ। ম্যাট রায়ানের সঙ্গে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতীকে দেখতে পেল। পিউতেয় ম্যাট রায়ান গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়, ওর কাছে তো নয়ই; তাকে দেখে যে-বিতৃষ্ণা জন্মাল, সেটা দূর হয়ে গেল মেয়েটির উপস্থিতিতে। নিজের সেরা হাসিটা উপহার দিল লোয়েল, ম্যাটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিচিত হলো তার বোন জেনিফারের সঙ্গে।

কোট আর লেভাইস পরেছে ম্যাট। বোঝা যায় পোশাকের ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয় সে। বোনের চেয়ে ইঞ্চিখানেক লম্বা হবে, দু'জনেই ব্লন্ড। তবে ম্যাটের চুল প্রায় উস্কুখুস্ক। ত্রিশের মত হবে বয়েস, কিন্তু রোদপোড়া মুখে ফুটে ওঠা ক্রোধ বারো বছরের কোন কিশোরের মতই স্পষ্ট এবং ছেলেমানুষি মেশানো।

'দুই ঘণ্টা ধরে খুঁজছি তোমাকে,' তীক্ষ্ণ স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল ম্যাট রায়ান। 'একটা লুটের ঘটনা রিপোর্ট করতে চাই!'

মৃদু নড করল শেরিফ। 'আমার চীফ ডেপুটির কাছে রিপোর্ট করো, রায়ান। চুরির মাল উদ্ধার করায় সুনাম আছে ওর।'

'কোন ডেপুটির কাছে যাব না আমি!' প্রায় বিদ্বেষের সুরে বলল ম্যাট। 'তোমাকে বলছি, লোয়েল। কী করবে সেটা তোমার মর্জি! অ্যাবিলিন থেকে স্টেজে আসবার পথে জেনির দশ হাজার ডলার লুট হয়েছে। গতকালের ঘটনা এটা। আমি জানি কাজটা কে করেছে!'

খানিকটা বিস্ফারিত হলো লোয়েলের চোখ। 'দুর্ভাগ্য,' জেনিফারের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল সে, তারপর ম্যাটের দিকে ফিরল। 'ডাকাতের পরিচয় জানো তুমি?'

'ডাকাতকে নয়, বরং এই লুটের পিছনে যে আছে বা পরিকল্পনা করেছে, তাকে চিনি,' মুহূর্তের জন্য থামল ম্যাট। 'লোকটার নাম ক্রেইগ কারভার। সে-ই সবকিছুর হোতা–পরিকল্পনা করেছে এবং টাকার বিনিময়ে লুটেরাদের দিয়ে কাজটা করিয়েছে।'

'অসম্ভব!'

'ওই টাকা,' অধৈর্য সুরে বলে গেল ম্যাট। 'আমার ব্যবসার জন্য আনা হয়েছিল। এর উপর আমার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করছিল। টাকার জন্য জেনিকে চিঠি লিখেছিলাম আমি, পাল্টা চিঠিতে টাকা নিয়ে আসবার কথা জানিয়েছিল ও। কবে আসবে এবং টাকার পরিমাণের কথা লিখেছিল জেনি।'

'কারভার কীভাবে জানল সেটা?' মৃদু উপহাসের সুরে জানতে চাইল শেরিফ।

'মেইল নিয়ে আসা ড্রাইভারদের চেনে কারভারের ক্রুরা। আমার ধারণা, মেইলের থলে খুলে তল্লাশি চালিয়েছে ওরা, আমার কাছে আসা সব চিঠি বা কাগজপত্র পড়ে দেখেছে। জেনির লেখা ওই চিঠিটাও পড়েছে,' ক্রোধ ঝরে পড়ল ম্যাটের কণ্ঠে। 'কিন্তু ওটা যখন আমার হাতে পৌঁছল ততক্ষণে ওকে

সতর্ক করবার বা এখানে আসবার দিন-ক্ষণ বদল করতে বলবার সময় পেরিয়ে গেছে। বাফল ক্যানিয়নের কাছাকাছি ট্রেইলে স্টেজ থামায় মনার্কের লোকেরা, তারপর জেনির কাছ থেকে টাকাটা কেড়ে নিয়েছে!'

'প্রমাণ করো!'

'ক্রেইগ কারভারের ভাতিজা, জেমস কারভার ছিল ওই স্টেজে!'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয় জেনির উপর নজর রাখছিল সে, লুটেরাদের কাছে চিনিয়ে দিয়েছে জেনিকে।'

'চমৎকার অনুমান,' মন্তব্য করল লোয়েল। 'কিন্তু প্রমাণ অন্য জিনিস।'

'সেটা তোমার কাজ!'

ক্ষীণ হাসল শেরিফ। 'রায়ান, ক্রেইগ কারভার এই শহরে বিশাল একটা নাম। স্রেফ সন্দেহের বশে তাকে অভিযুক্ত করতে পারি না আমি।'

'তা হলে প্রমাণ খুঁজে নাও!'

মাথা ঝাঁকাল লোয়েল। 'বেশ, চেষ্টা করব। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় না এমন একটা কাজ করেছে কারভার। যদি করেও থাকে, ওকে দোষী সাব্যস্ত করবে, এমন কোন জুরি পাবে না তুমি। উল্টো তোমার উপর খেপে যাবে সে, মিথ্যে অভিযোগে ওকে ফাঁসাতে চেয়েছ বলে তোমাকে হয়তো সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।' স্মিত হেসে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই মঙ্গল। ঈগলের নখের সঙ্গে কখনও লড়াই করতে নেই।'

'তার মানে এ ব্যাপারে কিছুই করবে না তুমি?' তপ্ত স্বরে জানতে চাইল জেনিফার রায়ান।

বো করল শেরিফ। 'আমি নিজে না হলেও, ডেপুটিদের কাজে লাগাব। আমি শুধু বলেছি শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই সত্যি।'

স্থির দৃষ্টিতে লোয়েলের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাট, নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পেরে রাগ ফুটে উঠল মুখে। 'আমি তো ভুলবই না, তোমাকেও ভুলতে দেব না, লোয়েল!' শেষে তপ্ত স্বরে ঘোষণা করল সে। 'প্রতিদিন তিনবার ল-অফিসে আসব। তোমার মহা মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করবার আগে শহরটাকে উল্টে-পাল্টে দেখব, ঝাঁকি দেব–ক্রেইগ কারভারকে জানিয়ে দিয়ো কথাটা! ওই টাকা ফেরত পেতে যদি মনার্কের সেফও উড়িয়ে দিতে হয়, তো তাই করব!'

ফের বো করল লোয়েল। বোনের বাহু চেপে ধরে বেরিয়ে গেল ম্যাট। পিছনে ক্রূর ভঙ্গিতে হাসল শেরিফ, শ্রাগ করে সিগারের জন্য হাত ঢোকাল পকেটে। *বোকার হদ্দ!* বারের দিকে এগোনোর সময় ম্যাট রায়ান সম্পর্কে ভাবল সে।

সাইডওঅকের জনসমুদ্রে বোনের পাশাপাশি এগোল ম্যাট। 'এক সপ্তাহ সময় দেব ওকে,' হঠাৎ ঘোষণা করল সে। 'তারপর সত্যি সত্যি মনার্কের

'সেফ লুট করব!'

'ম্যাট!' আহত স্বরে বলল জেনিফার, মুখ তুলে ভাইয়ের দিকে তাকাল, বিদ্বেষে প্রায় বিবর্ণ দেখাচ্ছে ম্যাটের মুখ। 'ওরা ঠিকই জেনে যাবে কার কাজ!'

'জানলই না হয়, কিন্তু প্রমাণ তো করতে হবে।'

'ঠিকই প্রমাণ করবে ওরা! রাগের মাথায় ঘোষণাটা দিয়ে কৌতূহলী করে তুলেছ শেরিফকে, কিন্তু মনার্কের সেফ লুট হলে শুধু কৌতূহলী থাকবে না সে, তোমাকে গ্রেফতার করবে। সেক্ষেত্রে ব্যবসা লাটে উঠবে আমাদের। জেলে যতদিন থাকবে, ততদিনে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু।'

'এমনিতে শেষ হয়ে যাব আমি!' তিক্ত মনে স্বগতোক্তি করল ম্যাট।

'ওহ্, ম্যাট, আর কি কোন পথ নেই?'

'কারভার বা শেরিফ···ওরাই হচ্ছে আসল ডাকাত! ওদের সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই,' বিষণ্ন সুরে জানাল ম্যাট।

নীরব হয়ে গেল দু'জনেই।

ম্যাট রায়ানের অফিস, ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট কোম্পানির অবস্থান মূল রাস্তার পাশে দুটো স্টোরের মাঝখানে। অপ্রশস্ত এক কামরার অফিস, মূলত ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য নিয়োজিত লোকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পিছনে ওয়্যাগন ইয়ার্ড। আঙিনাটা তেমন বড় নয়, যখন সবগুলো ওয়্যাগন–ছয়টা–থাকে, পূর্ণ হয়ে যায়। গলির ওপাশে স্টেবল, করাল আর কামারের দোকান। অফিসের দোতলায় ছোট ছোট তিনটে কামরা আছে, এটাকেই কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করে ম্যাট। ওখানে যেতে হলে ওয়্যাগন ইয়ার্ড পেরিয়ে, জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি টপকে উঠতে হয় দোতলায়।

মাটিতে পড়ে থাকা গ্রিজ যাতে স্কার্টে না লাগে, আঙিনা ধরে এগোনোর সময় স্কার্টের ঝুল তুলে ধরল জেনিফার। সবকিছু দেখে ম্যাটের কোম্পানিকে একেবারে নগণ্য এবং সস্তা মনে হচ্ছে ওর; কিন্তু জানে যতটা দেখায়, তারচেয়েও বেশি টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছে, তবুও উৎসাহিত হওয়ার মত নয়। একজন ইন্ডিয়ানের মত জীবন যাপন করছে ম্যাট, ঘুমায় কম আর কোয়ার্টারে নিজের বেডরুমে থাকবার সময়ও জানালা দিয়ে আঙিনায় লেগে থাকে ওর একটা চোখ, ওয়্যাগনের নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত সে। সঙ্গে যে-টাকা নিয়ে এসেছে জেনি, সেটা থাকলে হয়তো অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু টাকা লুট হওয়ায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। 'ঈগলের নখের সঙ্গে লড়াই করতে নেই,' মন্তব্য করেছে শেরিফ। ঠিকই বলেছে সে, কিন্তু ম্যাটকে সেটা জানতে দিতে নারাজ জেনি। একসময় নিজেই জানতে পারবে সে, জানবার প্রক্রিয়াটা হয়তো নিষ্ঠুর হবে–পরাজয়ের মাধ্যমে। এই ফাঁকে কোয়ার্টারের তিনটে কামরায় ম্যাটের জন্য ঘরোয়া একটা পরিবেশ তৈরি করবে ও।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় জেনি অনুভব করল উদ্বিগ্ন বোধ করছে। স্টেজ

লুট থেকে পরবর্তী সব ঘটনা এখনও বিভ্রান্ত করে রেখেছে ওকে। সংঘাত আর হুমকি ছাড়া বোধহয় কিছুই নেই পিউতেয়। শহরের কয়েক মাইল দূরে শুরু হওয়া মরুভূমির মতই কর্কশ, নিষ্ঠুর এখানকার সবকিছু। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ও, উদ্বেগ এবং হতাশায় অজান্তে নুয়ে পড়েছে কাঁধ। কয়েক পা ঢুকবার পর মেঝেয় একজোড়া বুট দেখতে পেল। থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকাল ও।

বুটের মালিকের নাম জেমস কারভার। এখনও ক্ষৌরিহীন মুখেই আছে সে, কয়েকটা নীলচে ছোপ দেখা যাচ্ছে—নতুন জিনিস। এক হাতে হ্যাট ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'এখানে কী করছ তুমি? ম্যাট, দেখো, এই লোক···জেমস কারভার!'

'দেখেছি ওকে,' দরজা বন্ধ করবার সময় বলল ম্যাট রায়ান। জীর্ণ হ্যাটটা মাথা থেকে সরিয়ে দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে, মুখ নির্বিকার হলেও চোখের গভীরে চাপা বিদ্বেষ ঠিকই স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, মাপছে একে অন্যকে। কৌতূহল জেমস কারভারের চোখে, তবে কিছুই বলল না সে।

'যেভাবেই হোক, কারভারদের একজন পিটুনি খেয়েছে জেনে আনন্দ হচ্ছে আমার,' নিস্পৃহ সুরে নীরবতা ভাঙল ম্যাট।

উত্তরে স্মিত হাসল জেমস, হ্যাট তুলে টেবিলে রাখা থলের দিকে ইঙ্গিত করল। 'তোমার টাকা ব্যাগের ভিতরে আছে, ম্যা'ম।'

এগিয়ে এসে থলের মুখ খুলল জেনি, সব টাকা ঢেলে দিল টেবিলের উপর। স্থির দৃষ্টিতে নোট আর কয়েনের স্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকল, একচুল নড়ছে না শরীর। এদিকে গাম্ভীর্যের মুখোশ সরে গেছে ম্যাটের মুখ থেকে, দ্রুত পায়ে বোনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আমার টাকা!' ফিসফিস করে বলল জেনি। 'যে-টাকা সঙ্গে করে এনেছিলাম।' চোখ তুলে জেমসের দিকে তাকাল ও। 'তুমি···এই টাকা ফেরত দিচ্ছ তুমি?'

নড করল জেমস।

আনন্দে ম্যাটের হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল জেনি। 'ম্যাট! এই যে তোমার টাকা! বুঝতে পারছ না? আমাদের টাকা ফেরত পেয়েছি!'

'বুঝেছি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ম্যাট। বোনের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে জেমসের দিকে, সন্দেহ আর বিস্ময় তার চোখে। 'অর্ধেকটা বুঝেছি। তুমি কেন এই টাকা নিয়ে এলে, সেটা বুঝতে পারিনি।'

'তোমার বোনকে কথা দিয়েছিলাম এগুলো উদ্ধার করব।'

জেমসের দিকে ফিরল জেনি। 'তোমার চাচা টাকাটা উদ্ধার করেছে?'

মাথা নাড়ল জেমস। জ্যাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং উল্কি দেখবার কথা জানাল। ফাইটের কথা এড়িয়ে গেল ও, বরং জানাল উল্কি চিনতে পেরে ওই তথ্যের সুবিধা নিয়ে চাচার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে।

'কিন্তু চাচার সঙ্গে কাজ করবার কথা ছিল তোমার!' জেমস শেষ করবার পরপরই জানতে চাইল জেনি। 'এখনও কি তোমাকে কাজে বহাল রাখবে সে?'

'ওর মত কয়োটের সঙ্গে কাজ করবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'উঁহুঁ, বাকিটাও বলো,' হঠাৎ গম্ভীর, কর্কশ স্বরে বলল ম্যাট। 'মারামারি করেছ তুমি, তাই না?'

'জ্যাকের সঙ্গে তর্ক বেধেছিল।'

জেমসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় ভাই-বোন সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। স্রেফ তাকিয়ে আছে ম্যাট, নীরবে নিরীখ করছে জেমসকে। তবে একটু আগের বিদ্বেষ বা সন্দেহ, কোনটাই নেই এখন। এদিকে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে জেনির চাহনিতে।

পায়ের ভর বদল করল জেমস। 'তো, এবার যাই আমি।'

'এক মিনিট,' দ্রুত বলল ম্যাট। 'মনার্ক ছেড়ে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'এখন তা হলে কী করবে?' জেনির প্রশ্ন।

'একটা কাজ খুঁজে নেব।'

ম্যাটের দিকে তাকাল জেনি, ভাই-বোনের মধ্যে নীরব সম্মতি বিনিময় হলো যেন, মুখ ফুটে বলবার প্রয়োজন হলো না। নিখাদ আন্তরিক হাসি দেখা গেল ম্যাট রায়ানের মুখে, পিউতেয় আসবার পর এই প্রথম ভাইয়ের মুখে হাসি দেখতে পেল জেনি।

'কাজের খোঁজে বেশি দূর যেতে হবে না, কারভার,' রহস্যময় সুরে বলল ম্যাট। 'ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটে কাজ করতে কেমন লাগবে তোমার?'

জেমসকে দেখছে জেনি, গভীর আনন্দ ওর সবুজ চোখে। দেখবার মত হলো জেমসের মুখ, বিস্ময় আর বিভ্রান্তি সেখানে।

'তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারোনি,' বিড়বিড় করল জেমস, বিস্ময় ছাপিয়েও কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'ওই টাকা তোমাদের, আমি শুধু...'

'ফেরত দিয়েছ,' যোগ করল ম্যাট। 'দারুণ একটা কাজ করেছ তুমি! চাচাকে বাধ্য করেছ লুটের টাকা ফেরত দিতে, এবং তার আগে বোধহয় মনার্কের কোন দৈত্যাকার ড্রাইভারকে পিটিয়েছ? আমাদের জন্য এই যথেষ্ট। আরও ওয়্যাগন, মিউল আর ড্রাইভার জোগাড় করতে পারব আমি। নতুন একটা ইয়ার্ডে জুত মত ব্যবসা শুরু করতে পারব, হয়তো ক্রেইগ কারভারকে হারিয়েও দিতে পারব। তোমার মত সাহসী লোককে কাজে লাগাতে পারব আমি, এবং তুমিও আমাকে কাজে লাগাতে পারবে। কেমন মনে হচ্ছে?'

জেনিফার রায়ানের দিকে তাকাল জেমস, চাপা আগ্রহ মেয়েটির চোখে। চোখাচোখি হতে আভা ছড়াল মুখে, দৃষ্টি নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল

জেনি। কিন্তু জেমস নিশ্চিত মেয়েটি চাইছে রাজি হয়ে যাক ও। সেটা কি ঠিক হবে?–নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল ও, এ মুহূর্তে কৃতজ্ঞ বোধ করছে এরা, হয়তো এই উদারতার জন্য পরে দুঃখ করতে হবে। ফ্রেইটিং সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ওর। আসলে ও একজন কাউম্যান।

'আমাকে চেনো না তুমি, রায়ান,' শেষে বলল ও। 'এই ব্যবসার কিছুই বুঝি না আমি…'

'ভুলে যাও। একটা চান্স নিতে চাই আমি, তুমি যদি পার্টনারশিপে রাজি থাকো।'

জেমসের ক্ষৌরিহীন মুখে স্মিত কিন্তু আন্তরিক হাসি দেখা গেল এবার। রায়ানদের পছন্দ হয়েছে ওর…তা ছাড়া একটা কাজ পাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এখানে একেবারে নতুন ও, এবং এরা অনেকটা ওরই মত।

জেমস হাত বাড়িয়ে দিতে সাগ্রহে শেকহ্যান্ড করল ম্যাট রায়ান। 'তা হলে পার্টনার হলাম আমরা?' সকৌতুকে জানতে চাইল সে।

'তাই তো মনে হচ্ছে, যদি এভাবেই চেয়ে থাকো তুমি।'

দরজায় করাঘাত হলো।

চট করে টেবিলে রাখা টাকার দিকে তাকাল জেনি। এদিকে কোটের পকেটে চলে গেছে জেমসের হাত, একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকাল ও।

'ভিতরে এসো,' আহ্বান করল ম্যাট।

দরজার কবাট ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল বিশালদেহী এক লোক। জ্যাক রাইলি। প্রায় চেনাই যাচ্ছে না তাকে। নাক ফুলে গেছে, মুখের কয়েক জায়গায় কাটা দাগ, একটা চোখ বুজে গেছে আর অন্যটা টকটকে লাল হয়ে আছে। খোলা চোখ দিয়ে পালাক্রমে তিনজনকে দেখল সে, শেষে জেমসের উপর স্থির হলো দৃষ্টি।

'আমাদের বন্ধু জ্যাক রাইলি,' শুকনো স্বরে বলল জেমস। 'ভিতরে এসো, জ্যাক, যে-মেয়েকে কপর্দকহীন করেছ, তার সঙ্গে পরিচিত হও।'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল জেনিফার রায়ানের চোখ।

দরজা ভিড়িয়ে দিল জ্যাক, সন্ত্রস্ত এবং আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। এখনও ধুলো আর শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ লেগে আছে কাপড়ে, কিন্তু আচরণে ঔদ্ধত্য বা আগ্রাসী ভাব নেই। 'কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না,' জেমসের উপর থেকে ম্যাটের দিকে সরে গেল তার দৃষ্টি। 'কাজ খুঁজছি আমি, মি. রায়ান।'

'মাথা খারাপ হয়েছে আমার, তোমাকে কাজ দেই!' বিস্ফোরিত হলো ওয়েস্টার্ন মালিক। 'যে-ঘোড়াগুলো রোজ চালাও তুমি, ওগুলোর চেয়েও বেশি বিদ্বেষ তোমার, জ্যাক রাইলি!'

'জানি, কিন্তু তারপরও আমি একজন দক্ষ ড্রাইভার। মনার্ক থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে আমাকে। শুনবে কীভাবে ওই লুটের সঙ্গে জড়িয়েছি?

তোমাদের যদি সময় থাকে…' শেষ করল না সে, প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল ম্যাটের দিকে।

'ওকে বলতে দাও, ম্যাট,' ভাইকে মুখ খুলতে দেখে অনুরোধ করল জেনি। 'সবকিছুর পরও, আমার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করেছে ও–কোন স্টেজ লুটেরার পক্ষে যতটা ভদ্র হওয়া সম্ভব। ঝোপের আড়ালে গিয়ে টাকা বের করবার জন্য আমাকে যেতে দিয়েছিল ও, পরে অবশ্য টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে।'

'ঠিক আছে, তোমার প্যাঁচাল পাড়তে পারো!' অধৈর্য কণ্ঠে সম্মতি দিল ম্যাট, বোঝা গেল বোনের অনুরোধে ঢেঁকি গিলছে।

পায়ের ভর বদল করল জ্যাক রাইলি। 'আসলে খুব বেশি কিছু বলবার নেই। ক্রেইগ কারভার বলেছিল স্টেজ লুট করতে পারলে বিলিংসের কাজটা দেবে আমাকে। লুটের কারণ হিসেবে বলল এক মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে খানিকটা তামাশা করতে চায় সে, আসলে এর কোন গুরুত্ব নেই। শুরুতে রাজি ছিলাম না আমি, সন্দেহ হয়েছিল কোথাও একটা ঘাপলা আছে। বস্‌কে সে-কথা বলতেই খেপে গেল, ভয় দেখাল চাকুরি থেকে ছাঁটাই করবে আমাকে। তো, ভেবে দেখলাম, সত্যিই যদি স্রেফ আনন্দের জন্য একটা স্টেজ লুট করতে হয়, মালিকের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ খোয়ানোর কোন মানে হয় না।

'কাজ শেষ করে টাকাটা দিলাম ওকে। কিন্তু কীন বিলিংসকে তাড়ায়নি কারভার, বরং এক বোতল হুইস্কি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সব ভুলে যেতে বলল,' থেমে জেমসের দিকে তাকাল জ্যাক রাইলি। 'আজকের আগে…সত্যি কথা বলতে কি, ওর সঙ্গে মারপিটের আগ পর্যন্ত পিছনের ঘটনা জানতাম না। কারভারও বোধহয় আমার বিতৃষ্ণার কথা জেনে গিয়েছিল। বিলিংস নিজে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিয়েছে আমাকে।'

পার্টনারশিপের স্থায়িত্ব দশ মিনিট না পেরোতেই পরামর্শ চাইছে ম্যাট, তার অনুসন্ধানী চাহনি দেখে বুঝতে পারল জেমস। 'যেভাবে হোক একটা কাজ দরকার তোমার, জ্যাক, তাই না?' খানিক ভেবে শেষে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ।'

'ক্রেইগ কারভারের কাছে শুনেছি শহরে আরেকটা ফ্রেইটিং কোম্পানি আছে। নামটা বোধহয় একমি, তাই না? ওদের কাছে গেলে না কেন?'

'ওয়েস্টার্নের পক্ষে কাজ করবার ইচ্ছে আমার।'

'কিন্তু কেন? মিস্ রায়ান চাইলে অনায়াসে তোমাকে কয়েক মাস জেল খাটাতে পারে।'

'জানি, তবে তারপরও ওয়েস্টার্নের পক্ষে কাজ করতে চাই আমি। তা ছাড়া, একমি ব্যবসা প্রায় গুটিয়ে ফেলেছে, মনার্কের সঙ্গে টিকতে পারবে না ওরা। কেউ যদি পারে তো ওয়েস্টার্ন। একমির মত সবকিছু ছেড়ে দেয়নি

মি. রায়ান, কারণ লড়তে জানে ও। ব্যক্তিগতভাবে মনার্কের উপর শোধ নেওয়ার ইচ্ছে আমারও আছে।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকাল জেমস, ওর চাহনি দেখে হতাশ হয়ে পড়ল জ্যাক রাইলি। 'ঠিক আছে, তোমরা যখন নেবেই না আমাকে, কি আর করা! ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনবার জন্য ধন্যবাদ।'

'এক মিনিট, জ্যাক,' বাধা দিল জেমস, তারপর ম্যাটের দিকে ফিরে বলল: 'আমার তো মনে হয় ওকে ব্যবহার করতে পারলে উপকারই হবে আমাদের। ড্রাইভার হিসেবেও বোধহয় দক্ষ ও।'

'জ্যাক, গ্লোরি হিল খনি থেকে দশ মিউলের ওয়্যাগন চালিয়ে নীচে নেমে আসতে পারবে?' জেমসের উদ্দেশে নড করে জানতে চাইল ম্যাট। 'উত্তর দেওয়ার আগে রাস্তাটা মনে করে দেখো।'

'অন্ধকারেও ওই ট্রেইলে ওয়্যাগন চালাতে পারব। তারচেয়ে বড় কথা, দশ মিউলের ওয়্যাগনে আঠারো টন আকরিক নিয়ে চায়না বয় থেকে শহরে যাতায়াত করেছি।'

তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা গেল ওয়েস্টার্ন মালিকের মুখে। 'বাড়িয়ে বলছ, জ্যাক।'

'চায়না বয় খনির কোন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো মিথ্যে বলছি কিনা,' নিস্পৃহ সুরে সাফাই গাইল জ্যাক রাইলি।

টেবিলের ওপাশ থেকে জ্যাকের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাট। 'বেশ, কাজ পেয়ে গেছ, জ্যাক। সম্ভবত পিউতের সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে এটা, কারণ ওই লুটের ব্যাপারটা আমরা কেউই ভুলে যাইনি।'

'চলবে,' ফোলা ঠোঁটে হাসি দেখা গেল তার, জেমসের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ঘোড়া চিনি আমি, মি. রায়ান, আর এখানকার কোন রাস্তাই আমার কাছে কঠিন বা দুর্গম নয়। সকাল ছ'টায় কাজে আসব এবং খনির আকরিক নামিয়ে আনব, সেটা যতই উঁচুতে হোক, নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল সে, দরজার পাল্লা খুলে থমকে দাঁড়াল। আধপাক ঘুরে জেনিফার রায়ানের দিকে তাকাল। 'তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবার জন্য সত্যি দুঃখিত, ম্যা'ম। কখনও যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, দয়া করে জানিয়ো, সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।'

উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল জেনির মুখে। 'ধন্যবাদ, জ্যাক। তোমার কথা মনে থাকবে। গুড নাইট।'

জ্যাক রাইলি বিদায় নেওয়ার পর টেবিলের দিকে এগোল ম্যাট, সাগ্রহে টাকাগুলো দেখছে। উত্তেজিত, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ। 'ভাবো একবার,' চোখ তুলে অন্যদের দিকে তাকাল সে, মুখে মৃদু হাসি লেপ্টে রয়েছে। 'আগে যে-সব কন্ট্রাক্ট পাইনি, এখন তাই পাব আমরা, কারণ নতুন ওয়্যাগন আসবে আমাদের। জেমস, কঠিন কাজগুলো নেব আমরা—সোয়াম্পস্কট, গ্লোরি হিল

বা চায়না বয়ের মত দুর্গম খনির কাজ নেব। ঝুঁকিপূর্ণ বলে আকরিক শিপমেন্টের সময় বড় ওয়্যাগন ব্যবহার করে না কারভার, করলেও দ্বিগুণ মজুরি দাবি করে। কিন্তু ওরকম বাছ-বিচার করব না আমরা। সবচেয়ে কম সময়ে বেশি আকরিক শিপমেন্ট করবার চেষ্টা করব এবং কারভারের চেয়ে অনেক কম দরে। বড় খনিগুলোর সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলে কাজ পেতে আর অসুবিধে হবে না, কারণ অন্যরাও তখন আমাদের সাফল্যের কথা জেনে যাবে। বেশি দরে মনার্কের মাধ্যমে শিপমেন্ট করবার বদলে আমাদেরকে বেছে নেবে।'

'সহজে হার মানবে না মনার্ক,' মন্তব্য করল জেমস। 'ক্রেইগ কারভারের সঙ্গে স্বল্প সময়ের পরিচয়ে এটুকু বুঝেছি, যে-কোন ইন্ডিয়ানের মতই ওর মধ্যে জেদ বা বিদ্বেষের পরিমাণটা বেশি।'

নড করল ম্যাট, জেমসের মন্তব্যে খুব একটা চিন্তিত নয়। 'আমিও তাই,' সোজাসাপ্টা বলল সে। 'তোমার ক্ষেত্রেও বোধহয় একই কথা বলা যায়।'

'দয়া করে তোমরা দুই ইন্ডিয়ান টাকাগুলো থলেয় ঢোকাবে এবার?' অনুযোগ করল জেনি। জেমসের দিকে এগোল, হাত বাড়িয়ে দিল সামনে এসে। 'ধন্যবাদ···সবকিছুর জন্য। যদি গতরাতেই তোমাকে ভাল করে জানা থাকত, বুঝতে পারতাম প্রতিশ্রুতিটা খাঁটি ও আন্তরিক ছিল।'

অস্বস্তি অনুভব করছে জেমস। বিড়বিড় করে বলল কী যেন, শুনতে পেল না অন্যরা।

'লিভিংরূমে ঘুমাতে পারবে তোমরা, আমি এখানে কৌচে ঘুমাব। চলো, কামরাটা দেখিয়ে দেই তোমাকে,' জেমসকে অনুসরণ করতে বলে টাকার থলে হাতে করিডর ধরে এগোল জেনি। করিডরের ওপাশে কামরাটা, মাঝখানে বোর্ডের তৈরি দেয়াল। অন্য দিকে রান্নাঘর আর লিভিংরূম। জেনি বাতি জ্বালাতে পরিষ্কার চাদর বিছানো দুটো কট এবং জানালার কাছে পুরানো একটা ড্রেসার চোখে পড়ল জেমসের।

'তোমার কাছে থাকুক এটা,' টাকার থলে জেমসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল জেনি, হাসছে। 'চাইলে এটাকে বালিশ বানিয়ে ঘুমাতে পারো! ওই যোগ্যতা অর্জন করেছ তুমি।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জেমস, কিন্তু মূল দরজায় তীব্র করাঘাতের শব্দে থমকে গেল।

'দরজা খোলো!' চড়া একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

স্থির দাঁড়িয়ে থেকে জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জেনি। দরজা খুলবার শব্দ শুনতে পেল ওরা। ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে এল লিভিংরূম পর্যন্ত 'গ্রেফতার করা হলো তোমাকে, রায়ান!' গম্ভীর একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'ঝামেলা না করলেই ভাল করবে!'

শেরিফ স্যাম লোয়েলের উপহাসপূর্ণ কণ্ঠ শোনা গেল এবার: 'একটা ভুল করেছ তুমি, রায়ান, খুবই বাজে ভুল। মনার্কের সেফ উড়িয়ে দিয়ে দশ হাজার ডলার চুরি করবার পরিকল্পনা ছিল তোমার, আমাকে জানিয়ে ঠিক করোনি। টাকাগুলো কোথায় রেখেছ?'

চার

মুহূর্তের জন্য একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। সহসা হাতের ব্যাগের ব্যাপারে সচেতন হলো, এই টাকা পেলে অনায়াসে মনার্কের সেফ ভেঙে দশ হাজার ডলার চুরির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে শেরিফ। বাইরের কামরায় কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও, করিডর হয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে।

'পুরো বাড়ি খুঁজে দেখো!' চাপা স্বরে সঙ্গীদের নির্দেশ দিল শেরিফ।

নড়ে উঠল জেমস, দ্রুত পায়ে এগোল জানালার দিকে। চৌকাঠের উপর পা তুলে দিল ও। ওর পায়ের শব্দ শুনে ছুটতে শুরু করল ডেপুটিরা।

'সাবধানে থেকো, জেমস!' ফিসফিস করে সতর্ক করল জেনি।

নীচে কী আছে স্মরণ করবার প্রয়াস পেল জেমস, কিন্তু মনে পড়ল না। আঙিনা পেরিয়ে সরাসরি কোয়ার্টারে চলে এসেছে ও, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেনি। কে জানত, জেনিফার রায়ানের টাকা ফিরিয়ে দিতে এসে এমন গ্যাঁড়াকলে পড়বে আর দোতলা থেকে জানালা-পথে পালাতে হবে ওকে!

টাকার থলে কোমরের সঙ্গে পেঁচিয়ে চৌকাঠের বাইরে পুরো শরীর ঠেলে দিল জেমস, জানালার কার্নিস চেপে ধরে ঝুলে থাকল কয়েক সেকেন্ড। তারপর দালানের দিক থেকে সরিয়ে নিল শরীর, কার্নিস ছেড়ে দিল। ছয় ফুট নীচে পাশের দালানের ছাদে পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে দুই দালানের প্যাসেজের দিকে শরীর গড়িয়ে দিল। ছাদে কাঠের তৈরি টালি চেপে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো পুরোপুরি, ছেঁচড়ে নেমে যাচ্ছে। অচিরেই শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো ওর দেহ।

মাটিতে আছড়ে পড়তে অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল জেমস, শরীর গড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ তুলে তাকাতে কোয়ার্টারের আলোকিত জানালায় একটা মুখ দেখতে পেল, ডেপুটিদের কেউ হবে বোধহয়। স্থির হয়ে পড়ে থাকল জেমস, মোটামুটি নিশ্চিত ওকে দেখতে পাবে না লোকটা, কারণ প্রায় অন্ধকার জায়গায় আছে ও।

পিস্তল বেরিয়ে এসেছে লোকটার হাতে, নিশানা ছাড়াই পরপর কয়েকটা গুলি করল। নীচের দিকে নয়, বরং নাক বরাবর প্যাসেজের দিকে। তারপর খিস্তি করল সে। 'হারামজাদা ভেগেছে! সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে এখনও ধরা যাবে ওকে!' আরও তিনটা গুলি করল সে।

ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে ছুটল জেমস। রাস্তায় এসে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল। মিনিট পাঁচেক উদ্দেশ্যহীন এগোল, দুই ব্লক দূরে সরে এসেছে ততক্ষণে। ওকে খুঁজে বের করবার যে-ব্যবস্থাই নিয়ে থাক শেরিফ, সময় লাগবে এবং তা হবে খড়ের গাদায় সূচ খুঁজবার মত। গুটিকয়েক লোক ছাড়া আর সবার কাছে অপরিচিত ও; কালো সুট পরা দীর্ঘদেহী এক যুবক, শেভ করেনি কয়েকদিন—এই হচ্ছে ওর বর্ণনা। এরকম বেশভূষার অন্তত একশো লোক পাওয়া যাবে পিউতেয়।

চেহারা-সুরতের উন্নতি ঘটানো দরকার, ভাবল জেমস। কয়েকটা সেলুন পেরিয়ে নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ল ও। ফাঁকা একটা চেয়ার দখল করে নাপিতকে শেভ করবার নির্দেশ দিল। কোমরের সঙ্গে বাঁধা মানিবেল্টটা ভারী লাগছে, অনবরত মনে করিয়ে দিচ্ছে শিগ্‌গিরই কিছু করা দরকার। নাপিত ওর মুখে সাবানের ফেনা আর গলায় তোয়ালে ঝুলিয়ে দিতে নিশ্চিন্ত বোধ করল, আপাতত ওকে চিনতে পারবে না কেউ—পাশের কোন রাজ্যে চলে যাওয়ার মতই নিরাপদ হয়ে গেছে। আপাতত। চোখ বুজে ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করল ও।

সবকিছু খুব দ্রুত ঘটেছে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে লোভনীয় একটা কাজ ছুঁড়ে ফেলে ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটিং কোম্পানির পার্টনারশিপ অর্জন করেছে ও। ক্রেইগ কারভার যতটা অসৎ এবং লোভী, ঠিক ততটাই অকপট আর ভালমানুষ রায়ানরা—জানা হয়ে গেছে ওর। কৃতজ্ঞ বোধ করছিল ও, এবং ভাল করে সেটা উপলব্ধি করবার আগেই ম্যাটকে গ্রেফতার করতে হাজির হয়েছে আইন। ঘটনার আকস্মিকতায় আসল ব্যাপার এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে ওর কাছে, কিন্তু নিশ্চিত জানে মনার্কের সেফ ভাঙেনি ম্যাট রায়ান। অল্প সময়ে ক্রেইগ কারভারকে যতটুকু চিনেছে, ওর ধারণা সে নিজেই সেফ উড়িয়ে দিয়েছে।

সময় নষ্ট করেনি মনার্ক মালিক। ওয়েস্টার্নকে পথে বসানোর সুযোগ লুফে নিয়েছে। বোকার মত আক্রোশ প্রকাশ করে ফেলেছিল ম্যাট, শেরিফের অবহেলার প্রতিবাদ বলা যেতে পারে সেটাকে, কিন্তু ক্রেইগ কারভার যেন জানত সত্যিই তাই করবে সে। এবার জেলে যেতে হবে ম্যাটকে, অথচ শুধু সে-ই ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটকে পরিচালনা করতে সক্ষম।

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে জেমসের মাথায়। ওর প্রত্যাশা অচিরেই এই শহর, এখানকার লোকজন আর তাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে পারবে। টেক্সাসে শেখা কিছুই কাজে আসবে না এখানে। ম্যাটকে জেল থেকে বের

করতে হবে, কিন্তু উপায়টা জানা নেই। পুরো শহরে কেবল একজন বন্ধুই আছে ওর–জ্যাক রাইলি। হাতছাড়া করা যাবে না তাকে···এবং টাকাগুলোও নিরাপদে রাখতে হবে।

শেভ শেষ হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি একটা পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ফেলল ও। ক্রেইগ কারভারের বিদ্বেষের জবাব একইভাবে দেওয়া উচিত। 'আজ রাতে সেলুনের ব্যবসা দেখছি খুব জমজমাট,' চেয়ার ছাড়বার সময় মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ও।

'ওদের ব্যবসা সবসময়ই ভাল। আমাদের সবার টাকা পকেটে ভরছে ওরা,' খানিকটা ঈর্ষার সুরে মন্তব্য করল নাপিত।

'মেক্সিকান, আইরিশ বা জার্মান–একসঙ্গে সেলুনে পান করছে। ওদের মধ্যে মারামারি হয় না?'

'আসলে কেউ কারও সঙ্গে মেশে না ওরা, যার যার পছন্দের সেলুনে যায়।'

'সত্যি?' আয়নায় চোখ রেখে মাথায় হ্যাট চাপাল জেমস। 'নিজের জাতের লোকজন পছন্দ করে সবাই, তাই না? ড্রাইভাররা একই সেলুনে যায়, কাঠ ব্যবসায়ীরা আরেকটায়, হসল্যাররাও আলাদা কোন সেলুনে, এরকম হয় নাকি?'

নড করল নাপিত। জেমস নিশ্চিত হয়ে গেল ঠিকই আন্দাজ করেছে। 'ড্রাইভারদের বার কোন্‌টা?' জানতে চাইল ও।

'ডেজার্ট ডাস্ট। এক ব্লক দূরে হাতের ডানে পাবে,' হঠাৎ হাসতে শুরু করল সে। 'ওটা একটা সেলুন বটে! আয়োজন বা পরিবেশ দেখলে মনে হবে কোন স্টেবলে ঢুকেছ। তা ছাড়া খদ্দেররাও কঠিন প্রকৃতির।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল জেমস। ব্যবসায়িক এলাকা বলে ভিড় কম এদিকে, সাইডওঅক ধরে পরের ব্লকে চলে এল ও। রাস্তার ওপাশে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা সেলুন চোখে পড়ল। দূর থেকে ব্যাটউইং দরজার উপর নজর চালাল। পাশের গলি দিয়ে ঢুকতে হয় ওটায়। গলিটা অন্ধকার হয়ে আছে, তবে ঢুকবার পর আলোকিত সাইনবোর্ড চোখে পড়ল–ডেজার্ট ডাস্ট।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে হৈচৈ আর স্টেবলের ন্যায় তীব্র কটু গন্ধ আঘাত করল নাকে। নাক কুঁচকে বারের দিকে এগোল জেমস, ভিড় করে থাকা নোংরা পোশাকের কঠিন চেহারার লোকগুলোর উপর চোখ রেখে এগোচ্ছে। একটা জুয়ার টেবিলের কাছে ক্ষণিকের জন্য থামল, জ্যাক রাইলিকে দেখেছে। ফারো গেম দেখছে সে, এতটা আগ্রহ নিয়ে দেখছে যেন নিজেই খেলছে।

জ্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধ ধরে মনোযোগ আকর্ষণ করল জেমস। ওকে দেখে বিস্মিত হলো সে। উত্তরে কিছুই বলল না জেমস, মাথা নেড়ে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল। ওকে অনুসরণ করে গলিতে বেরিয়ে এল

জ্যাক।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল জেমস। 'দশ হাজার আছে এই থলেয়, জ্যাক। কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে এটা?'

'পারব,' নিস্পৃহ সুরে বলল সে, তারপর যোগ করল: 'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ?'

'ওয়েস্টার্নের অংশীদার না হলেও কোম্পানির একটা অংশ তুমি। যতটা বুঝেছি, বিশ্বস্ত না হলে স্টেজ ডাকাতির কাজটা তোমাকে দিত না ক্রেইগ কারভার।'

স্মিত হাসল বিশালদেহী টিমস্টার। 'দু'বার আমার হাতে এল এটা। এবার যত্ন করে রাখব, যার-তার হাতে দেব না। বেহাত হলে হয়তো আবার আমাকে পেটাবে তুমি!'

'আরও ব্যাপার আছে, শোনো,' শেরিফের আগমন আর ম্যাট রায়ানের গ্রেফতার হওয়ার খবর জানাল ও। 'আমার ধারণা, ক্রেইগ কারভার নিজেই সেফ উড়িয়ে দিয়ে ফাঁদে ফেলেছে ম্যাটকে।'

'ওই শয়তান বুড়োর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'এখানে একেবারে নতুন আমি, কাউকে চিনিও না,' জ্যাকের কঠিন মুখটা জরিপ করল জেমস। 'বসে থাকলে চলবে না, কারণ ম্যাটকে ছাড়া কোম্পানির কাজকর্ম চালাতে পারব না আমি। আন্দাজে ঢিল মারব আমরা। আমাকে সাহায্য করবে তুমি।'

'কী করতে হবে?'

'প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে একটা কথা ভাল করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। এজন্য হয়তো তোমাকে জেলেও যেতে হতে পারে।'

'কঠিন কাজ?'

'কঠিন কিনা জানি না, তবে ঝামেলা যে হতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্টেজ ডাকাতির অপরাধে জেলে যেতে রাজি আছ তুমি?'

'ওহ্!'

'সত্যি সত্যি জেলে নাও যেতে পারো। কিন্তু ঝুঁকিটা সবসময় থাকবে।'

'অন্য কিছু মাথায় আসছে না তোমার?'

'না। যদি তুমি চান্সটা নিতে চাও...'

কী যেন ভাবল জ্যাক। 'আমি জেলে গেলে আমার পরিবারের দায়িত্ব নেবে তুমি, খেয়াল রাখবে ওদের দিকে?'

'রাখব।'

'বেশ। কী করতে হবে?'

বিশালদেহী লোকটির উদ্দেশে হাসল জেমস। একেবারে সহজ সরল, বিশ্বস্ত এবং ভালমানুষ সে। 'প্রথমে টাকাটা লুকিয়ে ফেলবে। বিশ মিনিট পর কসমোপলিটনে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। বিশ মিনিট। পারবে তো?'

'যথেষ্ট সময়,' বলেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল জ্যাক রাইলি।

ঠিক আঠারো মিনিট পর কসমোপলিটন হাউজের লবিতে দেখা গেল দু'জনকে। ডেস্কে ক্রেইগ কারভারের স্যুইট নম্বর জানতে চাইল জেমস। দোতলায় বি-২ নম্বর স্যুইট, এসময় গেলে মি. কারভার হয়তো বিরক্ত হবেন–জানাল কেরানি।

ভ্রূক্ষেপ করল না জেমস, সিঁড়ির দিকে এগোল ওরা। নির্দিষ্ট স্যুইট খুঁজে দরজায় নক্ করল। চাইনিজ এক ভৃত্য হলঘরে নিয়ে এল ওদের। ভৃত্যকে নিজের পরিচয় দিল জেমস, নিশ্চিত জানে নামটা শোনামাত্র পাশের কামরায় চলতে থাকা পার্টি ছেড়ে চলে আসবে ক্রেইগ কারভার। একটু পরই ফিরে এল চাইনিজ ভৃত্য, স্টাডিরুমে নিয়ে এল ওদের।

পুরু গদি আঁটা চেয়ারে বসবার আগেই ভিতরে ঢুকল কারভার। ধোপদুরস্ত পোশাকে ডাকসাইটে লোক মনে হচ্ছে তাকে। স্থির দৃষ্টিতে জরিপ করল দু'জনকে, শেষে জেমসের মুখের উপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'কী মনে করে এলে?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল মনার্ক মালিকের কণ্ঠে।

'মনার্কের সেফ-ডাকাতির ব্যাপারে সত্যি দুঃখিত আমি, ক্রেইগ,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জেমস। 'আমার মনে হচ্ছে ভুল লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'শেরিফের ধারণা কিন্তু ভিন্ন। সন্ধ্যায় সেফ ভাঙবার হুমকি দিয়েছিল রায়ান। তাজ্জব ব্যাপার, মিনিট কয়েক পর সত্যি সত্যি সেফ ভেঙে টাকা চুরি করেছে!'

'সত্যিই তা হলে দশ হাজার গচ্ছা গেছে তোমার!' মেকী সহানুভূতি প্রকাশ করল জেমস। 'মজার ব্যাপার কি জানো, জামিনের মাধ্যমে রায়ানকে তুমিই জেল থেকে বের করে আনবে।'

'ম্যাট রায়ানকে বের করে আনব?' তড়পে উঠল কারভার। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?'

'শেরিফ আছে ওখানে?' ভিতরের কামরার দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'হ্যাঁ···কেন? ম্যাটকে সেলে ঢুকিয়ে এইমাত্র এসেছে ও,' ক্ষীণ হাসি দেখা গেল মনার্ক মালিকের মুখে। 'ওকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য লোয়েলকে অনুরোধ করব আমি? তুমি সত্যিই বোকা, মাই বয়।'

'ম্যাটকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলছি না, জামিনে মুক্ত করবে ওকে। কারণ···তুমি যদি ওকে বের করে না আনো, স্টেজ লুটের গল্পটা শেরিফকে জানিয়ে দেবে জ্যাক।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকাল সে, তারপর ক্ষীণ মাথা নাড়ল। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। 'জেলে যাওয়ার আইডিয়াটা তোমার মনে ধরেছে, জ্যাক?'

'তৈরি হয়ে এসেছি আমি,' দাঁত বের করে হাসল জ্যাক রাইলি। 'আগে বা পরে, অপরাধের সাজা যখন পেতেই হবে, দেরি করে কি লাভ! কিন্তু

তোমার ব্যাপারে কী বলবে–অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগেই যে জেলে যেতে হয়?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কারভারের মুখ। 'রাবিশ! আসলে আমরা কেউই জেলে যেতে চাই না!'

'কিন্তু যেতে হলে আপত্তি করবে না জ্যাক,' মনে করিয়ে দিল জেমস। 'আসলে স্বেচ্ছায় যেতে চাইছে ও, এবং নিজ থেকে মুখ খুলবে।'

'অস্বীকার করব আমি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল বুড়ো। 'এখানে আমার কথার দাম আছে!'

'তবে ঝামেলা শুধু একটা জায়গায়–ব্যাংক নোটের নম্বর সম্পর্কে মিথ্যে বলতে পারবে না বা ধাপ্পাও দিতে পারবে না,' শান্ত স্বরে বলল জেমস। 'ধরো, মিস্ ওয়ালেসের কাছে একটা একশো ডলারের নোট ছিল, ওটার নম্বর এ-১৭৭বি৩৪। ইলিনয়স ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নম্বরটা টুকে রেখেছে। মিস্ রায়ানের কাছ থেকে ওই নোট ছিনিয়ে নিয়েছিল জ্যাক, স্বীকার করেছে সে; এবং সেটাই পরে তোমার হাত হয়ে আমার কাছে এসেছে। সবশেষে মিস্ রায়ানের কাছে গেছে ওটা। তো, ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? জ্যাক যদি তোমাকে ওটা নাই দিয়ে থাকবে, তা হলে কীভাবে পেলে ওই নোট?'

উদ্বেগ ফুটে উঠল কারভারের চোখে। 'ধাপ্পা মারছ!'

'মোটেই না! তোমার চালে কাজ হয়নি, ক্রেইগ। তোমার পোষা শেরিফ যদি রায়ানের কোয়ার্টারে টাকাটা খুঁজে পেয়ে তোমাকে ফেরত দিত, তা হলে হয়তো কাজ হত। কিন্তু তা করতে পারেনি সে। আমার কাছে আছে সব টাকা এবং ওই ব্যাংক নোটটাও আছে!' ঘুরে দরজার দিকে এগোল জেমস, দরজার নবে হাত রেখে যোগ করল: 'শেরিফকে ডেকে আনছি।'

নড়তেও ভুলে গেছে ক্রেইগ কারভার। 'জ্যাক, শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তোমাকে এক হাজার ডলার দেব!'

'গোল্লায় যাও!' তৎক্ষণাৎ মতামত জানিয়ে দিল জ্যাক।

'দাঁড়াও!' জেমসের উদ্দেশে বলল সে। 'কী চাও তুমি?'

'জামিন দিয়ে ম্যাট রায়ানকে জেল থেকে বের করে আনো।'

'নিকুচি করি···ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী! কেমন দেখাবে এটা? আমার সেফে ডাকাতি করেছে ও, অথচ আমিই কিনা ওকে বের করে আনব!'

কারভারের চোখে রাগ আর আক্রোশ দেখে মৃদু হাসল জেমস। 'জঘন্য একটা ভুল করেছ। ভেবেছ জ্যাক জেলে যেতে ভয় পাবে, সেক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে তুমি। কিন্তু দেখো, জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে ও, এবং সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে দারুণ খুশি হবে!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বুড়ো।

'ম্যাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে বলছি না আমি। এমনিতেও ওকে ছাড়তে পারবে না শেরিফ, কারণ চালটা ভালই দিয়েছ তুমি। স্টেজ

লুটের পিছনে নিজের ভূমিকার কথা না বলে ম্যাটকে মুক্ত করতে পারবে না বটে, কিন্তু জামিনের ব্যবস্থা করতে পারবে।'

'যথেষ্ট টাকা আছে তোমার কাছে! ওটাই ব্যবহার করো!'

'ওই টাকা এভাবে খরচ করবার জন্য নয়, ক্রেইগ। নতুন ওয়্যাগন আর মিউল কিনবে ওয়েস্টার্ন, যাতে পিউতে থেকে তোমাকে তাড়াতে পারি আমরা,' ক্ষণিকের জন্য থামল ও, হাসছে। 'বুঝেছ এবার?'

তীক্ষ্ণ হলো বুড়োর দৃষ্টি। 'আমরা?'

'ওয়েস্টার্নের সঙ্গে আছি আমি। পার্টনার।'

শীতল ক্রোধ দেখা গেল ক্রেইগ কারভারের মুখে। 'অতীতকে অতীতের জায়গায় রাখতে চাই আমি,' ধীরে ধীরে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সে। 'ভুলে যাও সবকিছু। মনার্কে ফিরে এসো তোমরা–তুমি আর জ্যাক। সবাইকে হারিয়ে দেব আমরা, খরচ করে কূল পাবে না এত টাকা রোজগার করতে পারবে।'

'যেখানে আছি, সেখানেই থাকব আমি,' ঘোষণা করল জেমস। 'তোমার চেয়ে নতুন পার্টনারের সঙ্গই ভাল লাগছে আমার। জ্যাকও ওর নতুন বসকে পছন্দ করেছে। মনে হচ্ছে বেশ মজা পাব আমরা। দেখা যাক, পিউতে থেকে কত দূরে তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি। তো, এবার কি ম্যাট রায়ানের জামিনের ব্যবস্থা করবে?'

হলরুমের দরজার দিকে এগোল কারভার, সুদর্শন মুখে ঘৃণা দেখা গেল পরিষ্কার। একদিনে দু'বার টেক্সাস থেকে আসা সামান্য এক পাঞ্চারের কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হয়নি মনার্ক মালিকের। যত বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসাই থাকুক, জামিনের টাকা নিয়ে শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে এখন।

পাঁচ

লিভারি স্টেবলে রাত কাটিয়েছে জেমস। রাতটা মোটেই উপভোগ্য হয়নি ওর, কিন্তু এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত মনে হলো জ্যাক রাইলিকে। কষ্টকর রাত কাটানোর কারণঃ জ্যাকের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ–তাকে পিউতে থেকে বিতাড়িত বা খুন করবার আগ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারবে না ক্রেইগ কারভার, কারণ একমাত্র জ্যাকই মনার্ক মালিককে স্টেজ লুটের সঙ্গে জড়াতে সক্ষম। নিজের টাকায় ম্যাট রায়ানের জামিনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে,

কারভার যে খেপে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। জ্যাককে সরিয়ে দিতে পারলে সব কূল রক্ষা পাবে তার।

সকালে চিলেকোঠায় জ্যাককে রেখে বেরিয়ে এল জেমস, এক অ্যাটর্নি-এট-ল'র অফিসে ঢুকল। ভদ্রলোকের নাম চেজ বীডল। শহরের একেবারে শেষে তার অফিস, একই রকম সস্তা ভাড়ার আরও কয়েকটা বাড়ি আছে আশপাশে–প্রায় সবগুলোতে হুইস্কি তৈরি হয়। কারখানা হিসাবে এগুলোকে ব্যবহার করে স্থানীয় হুইস্কি প্রস্তুতকারী কোম্পানি।

চেজ বীডলকে ঘুম থেকে জাগাতে হলো। একটা কামরাই অফিস আর কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করে সে। কটে নোংরা কম্বল। আসবাবপত্র বলতে আছে আইনের বই ভরা ছোটখাট আলমারি, বাঙ্ক, টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের উপর সস্তা হুইস্কির দুটো বোতল দেখা গেল।

বীডল স্থূলদেহী হাসি-খুশি মানুষ। বেশ কিছুদিন ক্ষৌরি করেনি মুখ। সাতসকালে খদ্দের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে বলে মোটেই বিরক্ত হয়নি। কাজের ফিরিস্তি শুনে কাগজে টুকে নিল সে। এফিডেভিট করানোর সময় নির্দিষ্ট নামগুলো ফাঁকা রাখল, জেমসই বলেনি। এফিডেভিটের বিষয়বস্তু: ক্রেইগ কারভারের নির্দেশে স্টেজ লুট করেছে জ্যাক রাইলি, লুটের দশ হাজার ডলার দিয়েছে কারভারকে এবং মজুরি হিসাবে এক বোতল হুইস্কি পেয়েছে। সময়, তারিখ বা স্থানের স্পষ্ট উল্লেখ থাকল। একটা নকল তৈরি করল বীডল, একেবারে নিস্পৃহ দেখাচ্ছে তাকে, কৌতূহল নেই বিন্দুমাত্র।

বীডলের পাওনা মিটিয়ে স্টেবলে জ্যাকের কাছে ফিরে এল জেমস।

এক হার্ডঅয়্যার স্টোরে এল ওরা। নোটারি পাবলিক আছে এখানে। এফিডেভিটের শূন্য জায়গায় নির্দিষ্ট নাম বসিয়ে, স্বাক্ষরের ঝামেলা চুকিয়ে নোটারি করা হলো। এক তাড়া কাগজ চেয়ে ক্রেইগ কারভারের উদ্দেশে একটা নোট লিখল জেমস। সেটা এরকম:

জ্যাক রাইলির ব্যাপারে যাতে চরম কোন সিদ্ধান্ত না নাও, সেজন্য এটা পাঠালাম। মূল এফিডেভিটের নকল এটা, আসলটা ব্যাংকে জমা রয়েছে। জ্যাক যতদিন নিরাপদ থাকবে, ওটাও ব্যাংকে থাকবে। ওর কিছু হলে এফিডেভিটটা উপযুক্ত লোকের কাছে হস্তান্তর করব আমি।

–জেমস কারভার

এফিডেভিটের কপি খামের ভিতর ঢুকিয়ে বেরিয়ে এল জেমস। এক ডলারের বিনিময়ে খামটা ক্রেইগ কারভারের স্যুইটে পৌঁছে দিতে নয়-দশ বছরের একটা ছেলেকে রাজি করাল। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার লুকিয়ে রাখা টাকা আনতে জ্যাককে পাঠাল ও, তারপর ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট কোম্পানির অফিসের

দিকে এগোল। হঠাৎ বোধোদয় হয়েছে এটাই ওর অফিস।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। পিউতেয় আসবার পর, এই প্রথম শহরটা খুঁটিয়ে দেখল জেমস। এটাই ওর শহর এখন, এখানে হয় সাফল্য পাবে নয়তো শেষ হয়ে যাবে। একমাসের মধ্যে এখানকার লোকেরা ওর উদ্দেশে সমীহের সঙ্গে নড করবে, নয়তো তাচ্ছিল্য দেখাবে। ধারণাটা পছন্দ হলো ওর, যদিও সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার আদৌ তাতে নেই। দৃঢ় মনোবলে নতুন প্রেরণার ছোঁয়া লাগল যেন, ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটের ফটক দিয়ে যখন ঢুকল ও, দেখা গেল আনমনে হাসছে।

মাত্র একটা ওয়্যাগন আছে ইয়ার্ডে, আর সবগুলোই বেরিয়ে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল জেমস, কোয়ার্টারের দরজায় নক্ করল।

জেনি দরজা খুলল। মেয়েটির মুখে আনন্দ আর স্বস্তি, বাড়তি হিসাবে নির্মল হাসি উপহার পেল জেমস। ভিতরে ঢুকে ম্যাটকে শেভ করতে দেখতে পেল, কোমর পর্যন্ত নগ্ন। জানালার কাছে ছোট্ট একটা আয়না দাঁড় করানো। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল সে, দাঁত বের করে হাসছে। 'হাই, বয়!' তারপর বোনের দিকে তাকাল। 'এবার নিশ্চই নিশ্চিন্ত হয়েছ?'

'হ্যাঁ,' আভা ছড়াল জেনির ফর্সা গালে।

খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাই-বোনকে দেখছে জেমস।

'তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল ও,' ব্যাখ্যা দিল ম্যাট। 'ভয় পাচ্ছিল হয়তো কোন বিপদে পড়েছ।'

'দুশ্চিন্তা হওয়ারই কথা, রাতে ফিরে আসেনি ও,' প্রতিবাদ করল জেনি। এখনও আরক্ত হয়ে আছে গাল, ভাইয়ের উৎসুক দৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করল না।

'ওকে বলেছি, যে-লোক দশ হাজার ডলার নিয়ে এভাবে জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিতে পারে, অনায়াসে শেরিফকে নাকাল করে ছাড়বে সে এবং ক্রেইগ কারভারকে আমার জামিনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করবে! ঠিক বলেছি না?'

'তা হলে তোমাকে বের করে এনেছে কারভার?'

হাসি ম্লান হয়ে গেল ম্যাটের। 'পাঁচ হাজার ডলার জামিন দিয়েছে ব্যাটা। আগামী মাসে ট্রায়াল হবে। এর মধ্যে,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'প্রমাণ খুঁজে বের করতে হবে যে সেফ ভাঙিনি আমি। সেটা করতে হলে একটাই উপায়: তল্লাট থেকে ভাগাতে হবে কারভারকে। যাক্‌গে, কীভাবে জামিনের ব্যবস্থা করেছ?'

গতরাত এবং সকালের ঘটনা খুলে বলল জেমস। ও শেষ করবার আগেই টাকা নিয়ে এল জ্যাক। এদিকে নাস্তার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে জেনি।

ভিতরের কামরা থেকে সুট পরা অবস্থায় বেরিয়ে এল ম্যাট। 'জ্যাক, ওয়্যাগন চেনো তুমি। আর জেমস, তুমি চেনো ঘোড়া। একমি ওদের সব ওয়্যাগন বিক্রি করে দেবে। ভাল দেখে চারটা ওয়্যাগন কিনবে তোমরা।

কসমোপলিটনে মি. হিগিন্সের সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি। গ্লোরি হিল খনির ম্যানেজার ও। খনিটা সিয়েরা নেগ্রার খুব উঁচুতে বলে পর্যাপ্ত আকরিক বিক্রি করতে পারছে না ওরা। মনার্ক ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহী নয়, হয়তো গ্লোরি হিলে যাতায়াতের রাস্তাটা বিপজ্জনক বলেই। ওয়্যাগন নিয়ে অত উপরে উঠতে ভয় পায় ড্রাইভাররা। জ্যাক, বিকেলে গ্লোরি হিল থেকে ইউনিয়ন মিলে আঠারো টন আকরিক পৌঁছে দেবে তুমি। ঘাড় না ভেঙে যদি বিশটা মিউলকে ঠিকমত চালিয়ে নেমে আসতে পারো, তা হলে কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাব আমরা।'

'নিশ্চিন্ত থাকো,' জ্যাকের ফোলা ঠোঁটের ফাঁকে আত্মবিশ্বাসের হাসি দেখা গেল। 'ওই পরিমাণ আকরিক নিয়ে চায়না বয় থেকেও নেমে আসতে পারব।'

বোনের দিকে ফিরল ম্যাট। 'সিস্, তোমার জন্যও একটা কাজ আছে। সিমন্সের সঙ্গে দেখা করে ওর ইয়ার্ডটা কিনে ফেলবে। নতুন ইয়ার্ড হবে ওয়েস্টার্নের। দুপুরের মধ্যে কাগজপত্রে স্বাক্ষর করবার জন্য তৈরি থাকব আমি,' জেমসের দিকে ফিরল সে এবার। 'ঠিক আছে তো, পার্টনার? এসব করতে পুরো দশ হাজার ডলারই খরচ হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল জেমস, বুঝতে পারছে ফ্রেইটিং ব্যবসা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখবার আছে ওর। 'সব বুঝিনি, তবে তোমার উপর আস্থা আছে আমার।'

*

পিউতে থেকে সিয়েরা নেগ্রা যাওয়ার কয়েকটা রাস্তা আছে—সবগুলোই রুক্ষ, বন্ধুর এবং পাথুরে পথ—কিন্তু কেবল একটাই অনেকদূর পর্যন্ত গেছে। সিয়েরা ছাড়িয়েও ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চলে গেছে ওটা, অন্যগুলো পর্বতশ্রেণীর বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খনিগুলোয় শেষ হয়েছে। সমতল জায়গা থেকে প্রতিটি খনির উচ্চতা কমপক্ষে এক হাজার ফুট।

বড়সড় একটা ওয়্যাগন চালাচ্ছে জ্যাক রাইলি, ঠিক সামনে পাশাপাশি রাইড করছে ম্যাট আর জেমস। বামে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমের এই অংশে খুব কমই গাছপালা জন্মেছে, গ্র্যানিটের শরীর কুচকুচে কালো। খাড়া ঢাল ধরে উঠে এসেছে ওরা, এতটা খাড়া যে স্যাডলে পিছনে হেলে পড়ছে শরীর। এঁকেবেঁকে আরও উপরে উঠে গেছে রুক্ষ ট্রেইল, অনেক উঁচুতে কিছু শ্যাক আর বাড়ি চোখে পড়ছে।

ডান দিকে সমতল জায়গায় আকরিক বিশোধনের কয়েকটা মিল গড়ে উঠেছে। স্ট্যাম্পে*র গম্ভীর শব্দ এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে, বাতাসে চাপা কম্পন চলছে। কম আয়াসে খনি থেকে দুই হাজার ফুট নীচের মিলে

---

* স্ট্যাম্প আকরিক বিশোধনের কল

আকরিক পৌঁছে দেওয়া সত্যিই কঠিন কাজ। পশ্চিমে রেলরোডের প্রসার যেহেতু এখনও সীমিত, তাই ওয়্যাগনের সাহায্যে কাজটা করতে হবে। এমন খাড়া ট্রেইল ধরে আকরিক শিপমেন্ট করতে ঘোড়ার পাশাপাশি ড্রাইভারকেও সাহসী হতে হয়।

যে-ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা–তিনটা খনি একইসঙ্গে ব্যবহার করে পথটা–এলফিন, সোয়াম্পস্কট গার্ল এবং গ্লোরি হিল। একটার পর একটার অবস্থান, সবচেয়ে উঁচুতে গ্লোরি হিল। পুরো ট্রেইল একমুখী যাতায়াতের জন্য তৈরি এবং এভাবেই নিয়ম করা হয়েছে–সঙ্কেতের মাধ্যমে ওয়্যাগনের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এলফিন খনির পাশে যখন কোন ওয়্যাগন লোড করা হয়, লাল একটা পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়, নীচের সমতল জায়গা থেকেও ফ্রেইটাররা ওটা দেখতে পায়। লাল পতাকার মানে হচ্ছে কোন ওয়্যাগন নীচে নামছে, ওটা নীচে নামা পর্যন্ত উপরে উঠতে পারবে না কেউ। জ্যাক যখন এলফিন খনির দিকে তাকাল, কোন পতাকা চোখে পড়ল না।

ট্রেইলে ঢুকবার ঠিক মুখে ঘোড়া থামাল ম্যাট রায়ান। 'জ্যাকের সঙ্গে যাও,' জেমসের উদ্দেশে বলল ও। 'ইউনিয়ন মিল-এ যাচ্ছি আমি, দেখি কিছু ঘোড়া কেনা যায় কিনা। গ্লোরি হিলে পৌঁছবার আগেই ধরে ফেলব তোমাদের।' ঘোড়া একপাশে সরিয়ে নিয়ে ফের যোগ করল সে: 'জ্যাকের আগে আগে যেয়ো, তা হলে ধুলোর অত্যাচার সইতে হবে না।'

ওয়্যাগনের আগে আগে থাকল জেমস। পিছনে জ্যাকের অবিরাম খিস্তি কানে আসছে, মিউলগুলোকে সামলে রাখতে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে বিশালদেহী ড্রাইভার। ট্রেইলে উঠবার আগে দীর্ঘক্ষণ ঘোড়া দাবড়ে গতি তুলল, তারপর ঢালু ট্রেইলে উঠে এল ওয়্যাগন। ঢুকবার মুখেই বাঁক পড়ল, পাশে পাহাড়ের নিরেট শরীর। বাঁক দেখে জেমসের ধারণা হলো পাশাপাশি দুটো ওয়্যাগনের পক্ষে হয়তো ওই মোড় পার হওয়া অসম্ভব। ক্রমাগত চড়াইয়ের আকারে এগিয়েছে ট্রেইল, পাশে গভীর ক্যানিয়ন নিরন্তর হুমকি হয়ে অবস্থান করছে।

পাহাড়ের শরীরে ডিনামাইট ফাটিয়ে রাস্তাটা তৈরি করতে হয়েছে, ধারণা করল ও, যথেষ্ট সময় এবং পাউডার লেগেছে। কিন্তু বাঁকটা পেরিয়ে আসবার পর ওর মনে হলো আরও পাউডার ব্যয় করা উচিত। একেবারে তীক্ষ্ণ, সঙ্কীর্ণ–সামান্য বেখেয়াল হলে মুহূর্তের মধ্যে ছয়শো ফুট নীচের গভীর ক্যানিয়নে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।

বাঁক পেরিয়ে স্যাডলের উপর বসেই ঘুরে তাকাল ও, দেখতে ইচ্ছুক জ্যাক কীভাবে জায়গাটা পেরিয়ে আসে।

প্রথম দুটো মিউল চোখে পড়ল, একেবারে ক্লিফের কিনারে সরে গেছে। মুহূর্ত খানেক পরই দৃষ্টিসীমায় এল আরও চারটে, টান টান হয়ে গেছে শিকল। তারপর সুইং-টিমকে দেখা গেল, সরাসরি ক্লিফের কিনারার দিকে ছুটছে। এবার হুইল-টিম চোখে পড়ল, একটায় রাইড করছে জ্যাক। নিজের

ঘোড়াকে ক্লিফের কিনারার দিকে চাপিয়ে রাখল সে, টানটান হয়ে যাওয়া জোয়াল দেখছে। সবশেষে ওয়্যাগন চোখে পড়ল, বাম দিকের চাকা ক্লিফের দেয়াল ছুঁইছুঁই করছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেমস, কিন্তু নির্বিঘ্নে বাঁক পেরিয়ে এল জ্যাক রাইলি।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে ট্রেইলের দিকে ফিরল জেমস, চল্লিশ ফুট দূরে একটা বাকবোর্ড দেখে লাফিয়ে উঠল ওর কলজে। অজান্তে লাগাম টেনে ধরল, পিছনে ওয়্যাগনের ঘড়ঘড় শব্দ ভয় ধরিয়ে দিল মনে। বাকবোর্ডের আসনের লোকটিকে দেখল—কীন বিলিংস, পাশে কর্কশ চেহারার এক লোক।

বিলিংসের হাতে একটা পিস্তল এবং ওটার নল সরাসরি জেমসের বুকের দিকে তাক করা।

ওয়্যাগনের ঘড়ঘড় শব্দ কমে আসতে শুরু করল, মিউলগুলোর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ব্রেক কষেছে জ্যাক। এদিকে, সামনে দাঁত বের করে হাসছে বিলিংস, চোখে বিদ্বেষ। 'হ্যালো, ভাতিজা,' উপহাসের সুরে বলল সে। 'ফের দেখা হওয়ার জন্য দারুণ জায়গা, তাই না?'

'কীন, বাকবোর্ড সরিয়ে নাও ট্রেইল থেকে!' তাড়া প্রকাশ পেল জ্যাকের কণ্ঠে। 'লাল পতাকা দেখাওনি কেন?'

পিস্তলটা সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল বিলিংস। উল্টো দিকে ক্লিফের কিনারা আর বাকবোর্ডের মাঝখানের জায়গাটুকু একেবারে সঙ্কীর্ণ দেখাচ্ছে। জেমসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'তোমরা তা হলে হার্ডকেস ফ্রেইটার সেজেছ, গ্লোরি হিলের আকরিক শিপমেন্ট করবে দশ মিউলের ওয়্যাগন নিয়ে?'

'ঠিক ধরেছ,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জেমস।

'সেক্ষেত্রে অনুশীলন দরকার তোমাদের,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল কীন বিলিংস, চোখে চাপা কৌতুক।

'সেজন্যই এসেছি আমরা।'

'বেশ। আমার মনে হয়, চোস্ত অনুশীলন হবে। আগে পিছিয়ে নীচে নেমে যাওয়া প্র্যাকটিস করো। ঠিক বলেছি, জ্যাক?'

'নিকুচি করি তোমার, কীন! এটা করতে পারো না তুমি। ক্রেইগ কারভার যত কন্ট্রাক্ট পেয়েছে তার প্রতিটায় বলা হয়েছে পতাকার সঙ্কেত না দিলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।'

'ঠিক,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল কীন। 'শহরে গিয়ে আবার পড়ে দেখো। বাকবোর্ডের কথা লেখা নেই, তাই না? তুমি হয়তো খেয়াল করোনি। একটা বাকবোর্ড চালাচ্ছি আমি, ওয়্যাগন নয়।'

'ওটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হলেও সামনে যাব আমরা!'

'যদি পারো,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল বিলিংস, খরখরে কণ্ঠে হেসে উঠল। 'দারুণ ব্যাপার হবে, জ্যাক। যাও, নীচে ফিরে যাও। তোমরা ফেরত

গেলেই ভাল লাগবে আমার।'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হলো না জেমসের। জ্যাকের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, যা করবার ওকে করতে হবে। জ্যাক যদি ওয়্যাগন ছেড়ে নেমে আসে, হাঁটিয়ে ওয়্যাগন পার করতে চায়, বন্দুক হাতে ওই লোকটার একটা শটই আতঙ্কিত করে তুলবে ঘোড়াগুলোকে, হয়তো জ্যাকের উপর দিয়ে ছুটে যাবে ওগুলো, কিংবা পাশের খাদে পড়ে যাবে। এদিকে, বাকবোর্ড আর ক্লিফের মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও একই পরিণতি ঘটবে জ্যাকের ভাগ্যে। কীন বিলিংস জানে এসব, এবং ব্যাপারটা উপভোগও করছে সে।

অসহায় অবস্থায় পড়েছে জ্যাক, অধৈর্য হয়ে খিস্তি করছে। জেমসকে কিছু একটা করতে হবে এবং দ্রুত; কিন্তু সময় নষ্ট করবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই এল না ওর মাথায়।

'বিলিংস,' দ্রুত বলল ও। 'কয়েকশো ডলার পেলে মত পাল্টাবে নাকি?'

'কয়েক হাজারেও কাজ হবে না,' সহাস্যে বলল সে। 'দর কষাকষি না করে কিছু ঘাম ঝরাও এবার। তোমাদের কষ্ট দেখে আনন্দ পাব আমি।'

শার্টের পকেট থেকে তামাকের থলে বের করে সিগারেট রোল করল জেমস, নীরব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখছে কীন বিলিংসকে। নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছে বলে আফসোস হচ্ছে এখন। ভাবছে স্পার দাবালে কী ঘটতে পারে। হয়তো তেমন কিছুই ঘটবে না, বাধ্য হয়ে পিছু হটবে মনার্ক ম্যানেজার। কিন্তু অন্য কোন উপায়ে যদি বিলিংসকে বিস্মিত করে দেওয়া যায়, নাগালের মধ্যে যেতে পারলে···

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা পাফ করল ও, নীরবে সম্ভাবনা বিচার করল। এদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিলিংস, খিস্তি থামিয়ে নীরব হয়ে গেছে জ্যাক। 'হাজার ডলার দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার,' তামাকের থলে এগিয়ে দেওয়ার সময় বলল জেমস। 'তবে ধোঁয়া গেলাতে পারি। চলবে নাকি? সামান্য একটা সিগারেটই তো, বিপজ্জনক কিছু নয়। শান্তির উদ্দেশে ধূমপান।'

'তোমার দেওয়া তামাকে চলবে না!' চাঁছাছোলা স্বরে জানিয়ে দিল কীন বিলিংস। 'ধন্যবাদ।'

তামাকের থলে ধরে রাখল জেমস, মৃদু হাসি ওর মুখে। 'শুনেছি স্রেফ একটা পাইপের জন্য সাদা লোকের চাঁদির চামড়া তুলে ফেলে ইন্ডিয়ানরা। তুমি তো মহা বেরসিক লোক! নিখরচায় একটা পরামর্শ দেব, কীন? ভাগ্যের বিরুদ্ধে যেতে নেই।' সন্তর্পণে নিজের ঘোড়াকে খানিকটা সরিয়ে নিল ও।

হাসছে মনার্ক ম্যানেজার। 'ভাতিজা, আমি ইন্ডিয়ান নই। আর তোমার সঙ্গে ধূমপান করতে বয়ে গেছে আমার!'

'সমঝদার লোক না হলে জমে না ঠিক!' বলে তামাকের থলে পকেটে

ঢোকাল জেমস। আচমকা সিগারেটের জ্বলন্ত মুখ ঘোড়ার পিঠে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। এদিকে এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি জেমস, কীন বিলিংসের উদ্দেশে লাফ দিয়েছে।

প্রায় একই সময়ে তিনটা জিনিস ঘটল। স্যাডল ছেড়ে শূন্যে শরীর ভাসিয়ে দিল জেমস, অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বিলিংস আর একটা গুলি করল বিলিংসের সঙ্গী।

তপ্ত সীসা জেমসের কানে সুর তুলে চলে গেল, তবে একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, ঘোড়াটার মাথায় আঘাত করেছে। এদিকে বিলিংসের হাঁটুতে আঘাত করল জেমসের কাঁধ। পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মনার্ক ম্যানেজার। সন্ত্রস্ত মিউলগুলোর উদ্দেশে অবিরাম খিস্তি করছে জ্যাক রাইলি, প্রাণপণ চেষ্টায় শান্ত করবার চেষ্টা করল ওগুলোকে।

দু'জনেই মাটিতে পড়ল ওরা, বাকবোর্ডের কাছে চলে এসেছে। জেমস জানে ক্ষণিকের জন্য ওর আর পিস্তলঅলার মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করেছে ঘোড়াগুলো, আপাতত গুলি লাগবার ভয় নেই বলে নিশ্চিন্তে কীন বিলিংসের উপর চড়াও হলো। পাথুরে ট্রেইলের উপর আছড়ে পড়ল মনার্ক ম্যানেজার। তাকে সামলে উঠবার সময় দিল না জেমস, কনুই চালাল বিলিংসের মুখ বরাবর। গুঙিয়ে উঠে দু'হাতে রক্তাক্ত মুখ চেপে ধরল সে। মুগুরের মত ঘুসিটা এবার বিলিংসের পেটে বসিয়ে দিল জেমস।

প্রতিদ্বন্দ্বী ধরাশায়ী হয়ে গেছে দেখে লড়াইয়ের আগ্রহ হারিয়ে ফেলল জেমস। গড়ান দিয়ে হাঁটুর উপর উঠে বসল, পিছন থেকে বিলিংসের গলা চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে তাকে পিস্তলধারীর দিকে ফেরাল জেমস। 'এবার গুলি চালাও তো, দেখি কেমন সাহস!' বিদ্রূপের স্বরে বলল ও।

বাকবোর্ডে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, একহাতে ঘোড়ার লাগাম আর অন্য হাতে কোল্ট। গুলি করবার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না তার মধ্যে।

'অস্ত্রটা ফেলে দাও!' নির্দেশ দিল জেমস।

'নিকুচি করি তোমার!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ছেড়ে দাও ওকে!'

ঠেলে কাছের ঘোড়াটার দিকে বিলিংসকে নিয়ে গেল জেমস। রক্তের গন্ধ, লাগাতার খিস্তি আর দু'জনের ধস্তাধস্তিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওটা। পিছু হটল ঘোড়াটা, একইসঙ্গে নড়ে উঠল বাকবোর্ড। ঘোড়াটা কয়েক কদম পিছাতে ক্লিফের কিনারায় গিয়ে ঠেকল বাকবোর্ডের পিছন দিক। একটা চাকা আরেক পাক ঘুরলে খাদে পড়ে যাবে।

'অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলো!' ফের নির্দেশ দিল জেমস।

নির্দেশ পালন করল লোকটা। বিলিংসকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল জেমস, তারপর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। কয়েক পা পিছিয়ে এল ও, দেখল আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে কীন বিলিংস, সারা মুখ চোখের পানি আর রক্তে মাখামাখি; রীতিমত কুৎসিত দেখাচ্ছে।

'হারামখোরটাকে আটকে রাখো, জেমস,' একটু দূরে জ্যাক রাইলির কণ্ঠ শুনতে পেল জেমস। 'আসছি আমি!'

ইতোমধ্যে বাকবোর্ড চালিয়ে আগের জায়গায় নিয়ে এসেছে বিলিংসের সঙ্গী।

'সরীসৃপ কীভাবে উল্টো ঘোরে, দেখতে চাও, বিলিংস?' জানতে চাইল জেমস।

ছুটন্ত পদশব্দে বাকবোর্ডের দিকে তাকাল ও, দেখল বাকবোর্ড থেকে নেমে রাস্তা ধরে সটকে পড়ছে অন্য লোকটা।

'ঘোড়াগুলোকে জোয়াল থেকে খুলে দাও, জ্যাক,' পিছনে জ্যাকের উপস্থিতি টের পেয়ে নির্দেশ দিল জেমস। 'বিলিংস, ওকে সাহায্য করো তো, সামনের চাকাটা সামলে রেখো। কাজ শেষে পালানোর সময় পাবে তুমি, নিশ্চিন্ত থাকো, যথেষ্ট সময় পাবে।'

চাপা স্বরে হেসে উঠল জ্যাক রাইলি, জেমসের উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে। এগিয়ে এসে পিছনের চাকা ধরল সে, আর বিলিংস ধরল সামনেরটা। দু'জনে মিলে বাকবোর্ডটাকে একপাশে সরিয়ে আনল, তারপর ঠেলে ফেলে দিল ক্লিফ থেকে। কেউই কথা বলল না, ক্যানিয়নের তলায় বাকবোর্ড আছড়ে পড়বার শব্দ শুনতে পেল একটু পর।

'মরা ঘোড়াটাকেও সরাতে হবে,' বলল জেমস।

স্যাডল-ব্রিডল খসিয়ে ঘোড়াটাকে ঠেলে রীজ থেকে ফেলে দিল বিলিংস আর জ্যাক। 'মাথামোটা জোকার, সত্যিকার মজা দেখবে এবার!' বিলিংসের উদ্দেশে বলল জেমস। 'একটা ঘোড়ায় আমার জন্য স্যাডল চাপাও। অন্যটাকে তাড়া করে উপরে উঠতে থাকো। একেবারে গ্লোরি হিল পর্যন্ত হেঁটে উঠবে। খনিতে পৌঁছে লোড করব আমরা, ফিরে আসবার সময় ওয়্যাগনের সামনে থাকবে তুমি। ওয়্যাগনের নীচে চাপা পড়তে না চাইলে, যত জোরে পারো ছুট দিয়ো। সাবধান, জ্যাক কিন্তু ধরে ফেলতে চাইবে তোমাকে! লাল পতাকার সঙ্কেত দাওনি বলে মহা খেপে আছে ও। যদি হাল ছেড়ে দাও, তোমাকে ঠিক ধরে ফেলবে। অবশ্য দশটা ঘোড়া আগে মাড়িয়ে যাবে তোমাকে। এবার ছুট লাগাও, মিস্টার!'

*

কসমোপলিটনের ২-বি নম্বর স্যুইটে রাত ঠিক ন'টায় ঢুকল কীন বিলিংস। রীতিমত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে, কোন রকমে শরীর টেনে নিয়ে হাঁটছে। ক্লান্তিতে মেঝেয় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর। পায়ে ফোস্কা পড়েছে, কাপড়ে ধুলোর আস্তর। বুকের কাছে শার্টে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। ক্রেইগ কারভারের অফিসে ঢুকবার সময় দুর্বলতায় পা হড়কে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো ওর, এক চাকর ওকে ধরে চেয়ারে বসাল। মনার্ক মালিক যখন স্টাডিরুমে ঢুকল, তখন পা থেকে বুট খুলে ফেলেছে বিলিংস, শূন্য দৃষ্টিতে

রক্তাক্ত পা দেখছে, দু'কাঁধ নুয়ে পড়েছে–ক্লান্তিতে নাকি অপমানের জ্বালায়, বোঝা গেল না।

দরজা বন্ধ করে দিল কারভার, বিলিংসকে জরিপ করবার পর বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। 'এবার কী?'

কী ঘটেছে জানাল বিলিংস। শুধু দুর্বিষহ শারীরিক নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাকবোর্ড ধ্বংস করেছে জ্যাক আর জেমস; গ্লোরি হিল পর্যন্ত হেঁটে উঠতে বাধ্য করেছে ওকে। তারপর আঠারো টন ওজনের ওয়্যাগনের আগে আগে ইউনিয়ন মিল পর্যন্ত ছুটে নেমেছে, ভয়ে তটস্থ ছিল কখন খুরের নীচে চাপা পড়ে। মিলে পৌঁছেও নিস্তার পায়নি, শহর পর্যন্ত ফিরতি পথে হাঁটতে হয়েছে ওকে।

'কী চাও আমার কাছে?' শুকনো কণ্ঠে জানতে চাইল কারভার।

মুখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বিলিংস, বিহ্বল। 'কারণটা জানতে চাও না?'

'আস্ত এক বেকুবকে এদ্দিন বেতন দিয়ে পুষেছি!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল কারভার। ডেস্কের উপর থেকে "পিউতে এন্টারপ্রাইজ"-এর একটা কপি তুলে ধরিয়ে দিল বিলিংসের হাতে। 'পড়ো!' তীব্র শ্লেষ তার কণ্ঠে। 'ওটা শেষ হলে এটা পড়ো।' আরও একটা কাগজ বিলিংসের দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

প্রথমে খবরের কাগজ পড়ল বিলিংস। রসিকতার সঙ্গে চমকপ্রদ খবরটা ছাপা হয়েছে–প্রতিদ্বন্দ্বীকে জামিনের মাধ্যমে মুক্ত করেছে ক্রেইগ কারভার, যে-লোক কিনা তারই সেফ লুটের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে। অন্য কাগজে জেমসের এফিডেভিট ছাপা হয়েছে, সঙ্গে নোটও রয়েছে।

তাকিয়ে থাকল বিলিংস, বুঝতে পারছে না কী বলবে।

'চাইছ তুমি মার খাওয়ায় দুঃখ করব?' শীতল রাগের সঙ্গে বলল ক্রেইগ কারভার। 'নিকুচি করি তোমার, কীন! নিজের দুঃখে কাতর অবস্থা আমার, এসব ফালতু ব্যাপারে দুঃখ করবার সময় কোথায়!

'তুমি আসলে অকম্মার ধাড়ি, কীন! জ্যাক কীভাবে এই আউটফিট ছেড়ে গেল? রায়ানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগেই ওকে শেষ করে দিলে না কেন? ঘাড় ধাক্কা না দিয়ে ওর কপালে একটা সীসা ঢুকিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল! আজকের কাজেও ফেল্ মেরেছ! কেন তা হলে তোমাকে মোটা টাকা বেতন দেই?'

'আমি···বুঝতে পারছি না! এরকম তো হয়নি কখনও, বস্!' বিড়বিড় করল বিলিংস।

'এবার বুঝতে পারবে!' তপ্ত ক্রোধে কেঁপে উঠল কারভারের কণ্ঠ। 'উঁহুঁ, গুলি করব না, শাস্তিটা তা হলে কম হয়ে যায়! তোমার বেতন অর্ধেক কমিয়ে দেব। কিন্তু এখনকার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করতে হবে তোমার।

'চায়না বয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছি আমি, এমন দরে যা কল্পনাও

করতে পারবে না ওয়েস্টার্ন। ড্রাইভারদের সামলাতে হবে তোমার, আর তুমি নিজে অত উঁচু থেকে আকরিকের ওয়্যাগন নিয়ে যাতায়াত করবে!' রাগে বিবর্ণ হয়ে গেছে মনার্ক মালিকের মুখ। 'ওয়েস্টার্নকে শহর ছাড়া করতে চাই আমি! যদি লোকসানও দিতে হয়, ওদের চেয়ে কম দরে আকরিক শিপমেন্ট করব। সব আকরিক শিপমেন্টের দায়িত্ব থাকবে তোমার উপর! শুনেছ? তুমি দায়িত্ব নেবে! কোন অজুহাত শুনতে চাই না! দরকার হলে সিয়েরা নেগ্রার চূড়া থেকে আকরিক নামাব। চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট যদি না পাই···ওটা যদি বাগাতে না পারো···তোমার মাথায় হামানদিস্তা ভাঙব আমি! পরিষ্কার?'

অনবরত কথা বলায় হাঁপাচ্ছে সে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল মনার্ক মালিক। 'বেরিয়ে যাও, অকম্মার ধাড়ি!' বলেই আর দাঁড়াল না সে, দ্রুত নিজের কামরার দিকে এগোল, ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

স্খলিত পায়ে কসমোপলিটন থেকে বেরিয়ে এল কীন বিলিংস। অপমান অসহ্য বোধ হচ্ছে ওর, কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা দিয়েছে মনার্ক মালিক। *দুই কারভার মিলে দুর্বিষহ করে তুলেছে জীবনটা!* বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল সে।

ছয়

পিউতের মাঝারি মানের এক হোটেলে নিজের কামরায় ঢুকবার সময় সঙ্গে একটা বোতল নিয়ে ঢুকল কীন বিলিংস। জুতো বা কোট খুলবার ঝামেলায় গেল না, সরাসরি বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল। বোতলের ছিপি খুলে প্রায় অর্ধেক হুইস্কি ঢেলে দিল গলায়, তরল আগুন বুক জ্বালিয়ে পেটে নেমে গেল।

নিথর পড়ে থেকে হুইস্কির প্রভাব শুরু হওয়ার অপেক্ষায় থাকল ও। কান পেতে শহরের শব্দ শুনবার প্রয়াস পেল। শীতল রাগ চাপছে মাথায়, সুস্থিরভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না, কেবল ক্রেইগ কারভারের শেষ কথাটা মনে পড়ছে: 'বেরিয়ে যাও, অকম্মার ধাড়ি!'

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বিলিংস, শার্ট খুলে বোতল থেকে আরও এক ঢোক পান করল, তারপর বেসিনের কাছে গিয়ে মাথায় পানি ঢালল। মাথা ধোওয়ার সময় পুরো সময়টা ক্রেইগ কারভারের স্যুইটে কাটানো মুহূর্তগুলো মনে পড়ল কেবল। আসলে কী সে? তিন বছর কারভারের নোংরা কাজগুলো করেছে, নির্দেশ দেওয়া মাত্র তামিল করেছে যে-কোন হুকুম, ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারেনি; ল-অফিসারদের ব্লাফ দিয়েছে, আইনকে মনার্কের সুবিধামত

ব্যবহার করেছে, অধীন বুলিবয়দের ব্যবহার করেছে, এমনকি যখন ওরা স্বেচ্ছায় নোংরা কাজগুলো করতে চায়নি, ব্ল্যাকমেল করে করতে বাধ্য করেছে বিলিংস। এতকিছুর বিনিময়ে অর্ধেক বেতন পাবে এবং আত্মহত্যার শামিল এমন একটা কাজ জুটেছে কপালে!

নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে বিলিংস। নামটা যেমন স্পষ্ট জানে, তেমনি জানে আদপে ওয়্যাগন ড্রাইভার নয় ও। দশ ঘোড়ার ওয়্যাগন নিয়ে চায়না বয়ে যাতায়াত করা ওর সামর্থ্যের বাইরে। চায়না বয় দূরে থাক, জ্যাকের মত গ্লোরি হিল থেকে ওয়্যাগন নিয়ে নেমে আসাও সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

যেভাবে হোক, কাজটা এড়াতে হবে।

বিছানার কিনারে এসে বসল বিলিংস, কিছুটা সুস্থির বোধ করছে। তবে রাগ বা বিদ্বেষ দূর হয়নি এখনও। ওয়েস্টার্নের যে-কোন লোক বা ক্রুকে ঘৃণা করে ও, কিন্তু সেটা পেশাগত বিদ্বেষ। অথচ ক্রেইগ কারভারের প্রতি ঘৃণাটা আরও তীব্র, সর্বগ্রাসী। যদি সাহস থাকত, বুড়োকে খুন করত বিলিংস। কিন্তু সাহস নেই। যদিও অবস্থাটা হয় তাকে মারো অথবা নিজে খুন হয়ে যাও—এরকম। উন্মত্ত দানবের মত খিস্তি করল ও, তারপর রাগ কমে আসতে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করল।

নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরে, চুল আঁচড়ে শেষ চুমুক দিল বোতলে, আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চোখজোড়া দেখল—চাতুর্যভরা চাহনি সেখানে, শঠ মনে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না বিলিংস, চোখ দুটো শঠতায় ভরা তো কি হয়েছে, মাথায় এখন একটা দারুণ পরিকল্পনা আছে ওর!

মাথায় স্টেটসন চাপিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল বিলিংস। বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ওকে। কসমোপলিটনের বারে এসে ড্রিঙ্ক নিয়ে খালি একটা টেবিলে বসে অপেক্ষায় থাকল। আপেলের মত ফুলে আছে নাক, জেমস কারভারের ঘুসির ফল। দরজার উপর চোখ রাখল বিলিংস, খদ্দেরদের আসা-যাওয়া দেখছে। মিনিট দশের মধ্যে ভিতরে ঢুকল শেরিফ স্যাম লোয়েল, যেমন আশা করেছিল ও, সম্ভাব্য সঙ্গীর আশায় চারপাশে তাকাল। কীনকে দেখে নড করল, কিন্তু ভান করল যেন কীনের হাতছানি দেখতে পায়নি।

টেবিল ছেড়ে শেরিফের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বিলিংস। 'ড্রিঙ্ক নিয়ে আমার টেবিলে এসো, স্যাম। জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

ক্ষীণ হাসল শেরিফ, যদিও সাধারণত গম্ভীরই থাকে সে। তা ছাড়া, সঙ্গী হিসাবে কীন বিলিংস সুবিধের নয়—অমার্জিত চরিত্রের লোক, জানা আছে তার।

টেবিলে এসে আয়েশ করে বসল বিলিংস। 'কিছু তথ্য বিনিময় করবার সুযোগ আমাদের দু'জনেরই আছে, তাই না, স্যাম?'

'মনে হয় না,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল শেরিফ। বিলিংসের সঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছে মোটেই নেই ওর, মুখে না বললেও চাহনিতে সেটা স্পষ্ট প্রকাশ পেল।

বিলিংসও তা বুঝতে পারছে, কিন্তু এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয় সে। 'মেরিসভীলের কথা এখনও মনে আছে আমার, স্যাম, স্রেফ মজা পাওয়ার জন্য প্রায়ই তোমাকে সেলুন থেকে ছুঁড়ে ফেলত বুলিবয়রা।'

'এজনেই ডেকেছ আমাকে?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল লোয়েল।

'না, বরং টাকা নিয়ে আলাপ করতে ডেকেছি। প্রচুর টাকা।'

'কত?'

'ধরো, কয়েক লক্ষ ডলার।'

কৌতূহল দেখা গেল শেরিফের চোখে, আগ্রহে ঝুঁকে এল কিছুটা। 'অত টাকা বোধকরি জীবনে একসঙ্গে দেখোনি তুমি।'

'মনার্কের চুক্তিগুলো সম্পর্কে কী ধারণা তোমার?' সোজাসাপ্টা জানতে চাইল বিলিংস।

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লোয়েল, হাজার চিন্তা বয়ে চলেছে মনে। 'বড় বড় কথা কেবল!' শেষে মন্তব্য করল সে।

'ঠিক আছে, তা হলে চলে যাও।'

নড়ল না লোয়েল, তাকিয়ে আছে বিলিংসের দিকে। 'বলে যাও, শুনছি আমি।'

'যাতে ক্রেইগ কারভারকে পরে বলে দিতে পারো?'

'আমি জানি কখন মুখ বন্ধ রাখতে হয়।'

'দেখে কঠিন মনে হয় বটে, কিন্তু ততটা কঠিন লোক নয় কারভার,' চাপা স্বরে বলে গেল বিলিংস। 'অনায়াসে ওকে হটিয়ে দেওয়া যাবে। কি জানো, আসলে দেশছাড়া হতে যাচ্ছে ও,' শুধরে নিল সে। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, ও দেশছাড়া হওয়ার পর ওর জায়গা কে নেবে!'

'ওয়েস্টার্ন?'

'যদি না আমরা নেই।'

চেয়ার টেনে নিয়ে মনার্ক ম্যানেজারের পাশে বসল শেরিফ। 'স্বীকার করছি, আমাকে আগ্রহী করে তুলেছ। বলে যাও।'

'কীভাবে চাও, চামড়া ছিলে দিতে হবে না চামড়া ছিলানো ছাড়াই?'

'আসল কথা বলো, ম্যান!' অধৈর্য স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল লোয়েল।

টেবিলের উপর ঝুঁকে এল বিলিংস, নিচু স্বরে বলে গেল: 'যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ক্রেইগ কারভার। যেভাবে হোক ওয়েস্টার্নকে শেষ করে দিতে চাইছে। একটু আগে বলল চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য আরেকবার চেষ্টা করবে। এ থেকে বোঝা যায় ব্যবসার ব্যাপারে ঠিক কতটা গুরুত্ব দেয় ও।'

'কন্ট্রাক্ট বাগাতে পারবে তুমি?'

দাঁত বের করে হাসল বিলিংস। 'আগাম চিন্তা কোরো না। বলেছি যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাইছে ক্রেইগ। ছল-চাতুরি ছাড়া ওয়েস্টার্নকে হটাতে না পারলে স্রেফ ধসিয়ে দিতে চায়। এ থেকে কোন ধারণা আসছে তোমার মাথায়?'

'না।'

'কিন্তু আমার মাথায় এসেছে। ধরো, আমি যদি চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট না পাই? কিংবা পেলেই বা কি? যদি অন্যান্য কন্ট্রাক্টও না পাই? আকরিক বের করে আনতে পারব না আমরা, বাধ্য হয়ে খেসারত দেবে কারভার। আমি যদি মিউল, ওয়্যাগন এবং লোকবল হারাই–এসব থেকে যদি কোন ব্যবসা না পায় মনার্ক? ঘটনাগুলো যদি দুর্ঘটনার মত দেখায়, কী করবে সে?'

'কী করবে?'

'ওয়েস্টার্নের বারোটা বাজাবে! আমাকে নির্দেশ দেবে ওয়েস্টার্নকে শেষ করে দিতে–রায়ান আর জেমস কারভারকে শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ দেবে। এভাবেই কাজ করে সে, স্যাম–হয় হারাও ওদের, নয়তো মেরে ফেলো।'

'বুঝেছি। তারপর?'

'ম্যাট রায়ান আর জেমস কারভার মারা যাওয়ার পর,' ধীরে ধীরে বলল বিলিংস। 'বুড়োকে চেপে ধরব আমরা। জানাব ওয়েস্টার্নের দুই পার্টনারকে খুন করতে আমাদের ভাড়া করেছে সে। প্রমাণ থাকবে আমার কাছে, কারণ আমি বা আমার লোকই কাজটা করবে। জেনিফার রায়ানের কাছ থেকে দশ হাজার ডলার লুট করেছে ক্রেইগ, সেই প্রমাণও আছে। অযথা ম্যাট রায়ানকে জেলে ঢুকিয়েছে সে, কারণ আমি নিজে ওর নির্দেশে সেফ উড়িয়ে দিয়েছি।'

বিস্ফারিত হয়ে গেছে শেরিফের চোখ, কিন্তু কিছুই বলল না সে।

'আমরা–আমি আর তুমি–ওর উপর চড়াও হব,' সন্তুষ্ট স্বরে বলে গেল বিলিংস। 'ওকে নিজের পথ বেছে নিতে বলব। হয় আমাদেরকে মনার্কের মালিকানা দিয়ে পিউতে ছেড়ে চলে যাবে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলবে।' চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল মনার্ক ম্যানেজার। 'এরচেয়ে সহজ আর কী হতে পারে? আমার কাছে আছে প্রমাণ, তোমার মুঠোয় আছে আইন। মনার্ক আমাদেরই, স্রেফ সময়ের অপেক্ষা কেবল–দখল নিলেই হলো!'

দেখবার মত হয়েছে শেরিফ লোয়েলের মুখ। সাধারণত আবেগ সামলে রাখতে জানে সে, কিন্তু এখন নগ্ন লোভ প্রকাশ পাচ্ছে চাহনিতে। প্রথমে সতর্কতা, তারপর আগ্রহ, শঙ্কা, বিচক্ষণতা, সূক্ষ্ম দ্বিধামিশ্রিত সম্মতি···একে একে সবই দেখা গেল মুখে। 'সবকিছু তোমার প্রত্যাশামত ঘটলে প্ল্যানটাকে মন্দ বলা যাবে না। শুধু একটা ব্যাপার: মনার্ককে শেষ করতে গিয়ে একই

সময়ে ওয়েস্টার্নকে সমৃদ্ধ করবে তুমি। আমরা যখন মনার্কের দখল পাব–যদি তোমার সঙ্গে থাকি আমি–মরা ঘোড়ার মালিক হব–ফুটো পয়সার দামও থাকবে না মনার্কের।'

'ভুল!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল বিলিংস। 'বলেছি না, ওয়েস্টার্নের উপর চড়াও হতে নির্দেশ দেবে ক্রেইগ? চিন্তা কোরো না। ওদেরকে শেষ করে দেব আমি, ক্রেইগ কিছু বুঝবার আগেই ওয়েস্টার্নকে শেষ করে দেব। তারপর, ম্যাট বা জেমস না থাকায়, কোম্পানি চালাতে পারবে না ওয়েস্টার্ন, পানির দরে ওটা কিনে নিতে পারব আমরা।'

'দারুণ, যদি ঠিকমত সব করতে পারো,' ধীরে ধীরে বলল শেরিফ। 'কিন্তু ওরা দু'জনেই কঠিন লোক।'

'ওদের অফিসে আমার এক লোক আছে,' দ্রুত বলল বিলিংস। 'ওরা কিছু করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাব।'

'ওই কাজটা,' শুকনো স্বরে বলল লোয়েল, মাথা নাড়ছে। 'বোকামি হবে, কীন।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল বিলিংস, দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। 'পিট হিউস্টনকে তো চিনতে, ছোটখাট একটা আউটফিটের মালিক। ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবার পর মনার্কে ড্রাইভার হিসেবে কাজে যোগ দেয়। শিক্ষিত, অহঙ্কারী ছিল ব্যাটা, বেতনের টাকা বাঁচিয়ে জমা করছিল যাতে পুবে ফিরে গিয়ে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হতে পারে। সঙ্গীরা ওর নাক উঁচু স্বভাব পছন্দ করত না। একদিন ওর ওয়্যাগনের বোল্ট ঢিলে করে রাখল এক ড্রাইভার। লর্ড পিটার খনি থেকে আকরিক নিয়ে নামবার সময় দু'ভাগ হয়ে গেল ওয়্যাগন। পা দুটো ভাঙল ওর, গ্যাংগ্রিন হয়ে শেষে মারা গিয়েছিল পিট। ক্রুদের অপরাধ আড়াল করবার জন্য ওর বোনকে আমি বলেছি এটা ম্যাট রায়ানের কাজ, সরাসরি সে না হলেও তার কোন ক্রু জড়িত। পৃথিবীতে অন্য যে-কোন কিছুর চেয়ে ম্যাট রায়ানকে বেশি ঘৃণা করে মেয়েটা।' টেবিলে আঙুল চালিয়ে তাল ঠুকল বিলিংস। 'মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। বুদ্ধিও আছে বেশ।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'শোনোনি, বুড়ো সিমন্সের লাম্বার-ইয়ার্ডটা আজ কিনেছে ম্যাট রায়ান?'

'না। তাতে কী?'

চাপা হাসি দেখা গেল বিলিংসের মুখে। 'বুক-কীপারের দরকার হবে ওর। সেলিয়া হিউস্টন হবে ওই লোক। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য ওকে টাকা দেবে ক্রেইগ, কারণ ক্রেইগের ধারণা এভাবে উপকৃত হবে সে।'

'একজন মহিলা?'

'ওকে দেখোনি তুমি, কিংবা কণ্ঠটাও শোনোনি! নির্ঘাত কাজ পেয়ে যাবে ও।' চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল বিলিংস, নিরীখ করছে শেরিফকে। 'প্ল্যানটা

পরিষ্কার তো, এড? ক্রেইগ কারভারকে সামাল দেব আমরা। একমাত্র সমস্যা হচ্ছে: আমরা যখন মনার্কের মালিক হব, ততদিনে এখানকার সব কন্ট্রাক্টই পেয়ে যেতে পারে ওয়েস্টার্ন, তাই তো? পাবে মনে হলেও, আসলে পাবে না। কারণ ওদের কাজকর্ম বা পরিকল্পনা সম্পর্কে আগে থেকে আমাদের জানাবে সেলিয়া হিউস্টন, সেক্ষেত্রে ওরা যাতে কন্ট্রাক্ট না পায় সেই ব্যবস্থা করতে পারব।' চাপা হাসি দেখা গেল বিলিংসের মুখে, চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফের দিকে। 'পারলে কোন খুঁত বের করো। পারবে না। মনার্ক একদিন আমাদের হবে, শিগ্‌গিরই।'

দুই কনুই টেবিলের উপর, দশ আঙুল পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে একটা সৌধ তৈরি করল শেরিফ লোয়েল, গভীর মনোযোগে তাকিয়ে থাকল সেদিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে বিলিংস, লোয়েলের চোখে লোভের ছায়া ফুটে উঠতে দেখতে পেল। ঠিক লোকই পছন্দ করেছে, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল বিলিংস, কারণ লোয়েল বরাবরই অর্থলিপ্সু—ঠিক ওর প্রতিহিংসা যতটা তীব্র, ঠিক ততটাই লোভী শেরিফ।

দীর্ঘক্ষণ মৃদু হাসি লেগে থাকল শেরিফের মুখে, তারপর সতর্কতা দেখা গেল চোখে। 'পরিকল্পনাটা মন্দ নয়, কীন। তবে একটা সমস্যা আছে।'

'সমস্যার কী দেখলে?'

'বলেছ কারভারকে দেশছাড়া করবার আগে, জেমস কারভার এবং ম্যাট রায়ানকে খুন করবে ক্রেইগ।'

'করবে সে।'

'কীভাবে জানলে সত্যিই তাই করবে? ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর খুনোখুনির মধ্যে অনেক ফারাক। আমার তো মনে হয় না খুনোখুনির মধ্যে যাবে কারভার, ওকে সেরকম লোক মনে হয়নি।'

নোংরা হাসি দেখা গেল কীন বিলিংসের মুখে। 'স্যাম, একমি ফ্রেইটের মালিক বুড়ো জয়েস কীভাবে মারা গেল, ধারণা আছে তোমার?'

'পাহাড় থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল। অনেক উঁচুতে ওঠায় ঘোড়াটা ভূতুড়ে আচরণ শুরু করে দিয়েছিল।'

মাথা নাড়ল বিলিংস। 'আমি গুলি করেছিলাম তাকে,' নিচু স্পষ্ট সুরে বলল সে। 'সেজন্য আমাকে বোনাস দিয়েছিল কারভার।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল স্যাম লোয়েলের চোখ, চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল সে। দীর্ঘক্ষণ বিলিংসকে দেখল, নিরীখ করল আর মনে মনে সম্ভাবনা বিচার করল। বিলিংসের কথাগুলোর ওজন মেপে দেখছে, তারপর হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকল সে।

'আগে ওয়াইনের তালিকাটা দিয়ে যাও,' ওয়েটার আসবার পর বলল সে। ওয়েটার তালিকা আনতে চলে যেতে বিলিংসের দিকে ফিরল শেরিফ, সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। 'আর কিছু জানবার নেই আমার, কীন। চুক্তি হলো

আমাদের। সাফল্যের উদ্দেশে এবার শ্যাম্পেন পান করব আমরা!'

দৃঢ়, আন্তরিক শেকহ্যান্ড করল ওরা।

সাত

সন্ধ্যায় গ্লোরি হিল থেকে ফিরবার পথে ইউনিয়ন মিলের ট্রেইলে দুটো ওয়্যাগন চোখে পড়ল জেমসের, একই পথে উপরে উঠছে ওগুলো। ওয়্যাগন থামিয়ে পিছু পিছু আসা ম্যাটের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। আসন ছেড়ে নামবার পর অনুভব করল ক্লান্তি লাগছে, স্নায়ুগুলো তটস্থ হয়ে আছে; কারণটাও পরিষ্কার—এ ধরনের কাজের সঙ্গে পরিচয় নেই ওর, ছিলও না। লর্ড পিটার থেকে প্রায় সারাদিনই আকরিক শিপমেন্ট করেছে, গ্লোরি হিলের ট্রেইলের তুলনায় হয়তো একেবারে সহজ পথ, চওড়া এবং প্রায় সমতল রাস্তা থাকবার পরও পথটা দুর্গম মনে হয়েছে ওর কাছে। প্রথম প্রথম আকরিকের ওয়্যাগন চালাতে গেলে যা হয়, পিছনের পাটাতনে টনকে টন আকরিক নিরন্তর হুমকি হয়ে কাজ করে ড্রাইভারের মনে। একটু বেচাল হলে যে-কোন সময়ে ড্রাইভারের উপর এসে পড়তে পারে আকরিকের স্তূপ বা ঢালু পথে পুরো ওয়্যাগনই উল্টে যেতে পারে। চড়াই-উৎরাই আছে এমন ট্রেইলে দুর্ঘটনা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যাপারটা ভুলে থাকা সহজ নয়, অন্তত নতুনদের জন্য। তবে একসময় সব ড্রাইভারই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

এদিক থেকে জ্যাক রাইলির তুলনা নেই। নিশ্চিন্তে ওয়্যাগন রাইড করছে সে, ক্ষণিকের জন্যও তাকে চিন্তিত হতে দেখেনি জেমস। লর্ড পিটারের ট্রেইল যেখানে জ্যাকের জন্য একেবারে সহজ পথ, কিন্তু সেটাই প্রথম দিন হিসেবে জেমসের জন্য চরম বিপদসঙ্কুল হয়ে দেখা দিয়েছে। শঙ্কা আর উদ্বেগ অগ্রাহ্য করবার আগে অনেক কিছু শিখবার আছে ওর, তিক্ত মনে ভাবল জেমস।

ম্যাট এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। 'ওগুলো মনার্কের ওয়্যাগন না? কবে থেকে স্প্রিং ওয়্যাগন দিয়ে ফ্রেইটিং শুরু করল ওরা? চলো, দেখা যাক।'

আবছা অন্ধকার ভেদ করে তাকাল জেমস। ছোট ছোট ওয়্যাগনগুলোর প্রায় অর্ধেক খালি। ইউনিয়ন মিলিং দালানের লাগোয়া, ঢালের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দীর্ঘ হপারে আকরিক ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মাধ্যাকর্ষণের কারণে মিলের স্ট্যাম্পে পৌঁছে যাবে।

ওয়্যাগন থেকে আকরিক নামাচ্ছে শ্রমিকরা, এই অবসরে টালি-ম্যান সহ

গল্প জুড়েছে অন্যরা। ওয়্যাগনের সামনের চাকার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মনার্কের ড্রাইভার। সামনে এগিয়ে যেতে বিল গার্নিকে দেখতে পেল জেমস, ওর জায়গায় কাজ করতে আসবার কথা তার। মনার্ক ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে তর্ক করছে। ম্যাট এগোতে উদ্যত হতে নিরস্ত করল জেমস। হপারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, মনোযোগ দিয়ে গার্নি আর ড্রাইভারের কথা শুনবার চেষ্টা করল।

বিল গার্নিকে ছোটখাট দানব বলা যাবে, ঠোঁটকাটা বলে সুনাম আছে ওর। 'কথাটা আবার বলো, লুশ,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল সে। 'প্রথমবার শুনেই খটকা লেগেছে আমার।'

'মুখটা সামলে রাখো, নইলে হয়তো কয়েকটা দাঁত হারিয়ে ফেলবে!'

'তুমি খসাতে পারবে না–একটাও না!' নির্লিপ্ত স্বরে চ্যালেঞ্জ করল গার্নি। 'আমার দাঁত খসাবে, এমন বুকের পাটাঅলা লোক মনার্কে একটাও নেই। আজকের পর আর থাকবার কথা নয়। শেষ হয়ে গেছ তোমরা!'

রাগে তড়পে উঠল মনার্কের ক্রু। 'বেশ! তোমাদের দৌড় দেখব এবার। দেখব আমাদের চেয়ে ভাল করতে পারো কিনা!'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমাদের চেয়েও ভাল করব। প্রয়োজনীয় মিউল বা হার্নেস এখন আছে আমাদের। আর আছে সাহস এবং সামর্থ্য। লাগাতার কাজ করছি, বোনাসও পাব। ঠিকই কাজটা শেষ করব আমরা।'

'হয়তো,' নিস্পৃহ সুরে মন্তব্য করল মিলের টালি-ম্যান।

নড করল মনার্ক ড্রাইভার। 'হয়তোই সঠিক শব্দ। আমার তো মনে হয় না পারবে তোমরা।'

'তা হলে কি মনার্কের মেয়েছেলেরা পারবে?'

হঠাৎ আগে বাড়ল লুশ। এক পা পিছিয়ে গেল বিল গার্নি, জুত হয়ে দাঁড়াল শক্ত মাটির উপর, ওয়্যাগনের একটা স্পোক দেখা যাচ্ছে তার হাতে। জিনিসটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল লুশ। 'দেখেছ এটা?' দাঁত বের করে হাসল গার্নি। 'তোমার মাথার চারপাশে এটা বেড় দিতে পারব আমি, লুশ, যদি চাই। এবার আমার কথা শোনো,' স্পোকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলল: 'তোমাকে পেটাতে কিছুই দরকার হবে না আমার, মনার্কের যে-কোন লোকের জন্য খালি হাতই যথেষ্ট। এসো!'

'থামো, বিল! কী ব্যাপার?' এগিয়ে যাওয়ার সময় জানতে চাইল জেমস, দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। হপারে আকরিক ঢেলে দেওয়ার কাজ থামিয়ে ফিরে তাকিয়েছে শ্রমিকরা, দু'জনের লড়াই দেখতে আগ্রহী।

'হাউডি, জেমস,' দাঁত বের করে হাসল গার্নি, তারপর ড্রাইভারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'তুমি কি শোনোনি?'

'কী শুনব?'

'সকালে চায়না বয়ের ট্রেইলে মনার্কের একটা ওয়্যাগন আটকে

গিয়েছিল। ওটাকে নামিয়ে আনবার সাহস হয়নি কারও, এমনকি কীন বিলিংসও এগিয়ে যায়নি। তো, শেষে ছোট বাগিতে আকরিক স্থানান্তর করে কাজটা শেষ করেছে ওরা। সব মিলিয়ে সাত ঘণ্টা লেগেছে।' আড়চোখে লুশের দিকে তাকাল বিল, বিদ্রূপের হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। 'ঠিক বলেছি তো, লুশ?'

'এজন্য পস্তাবে তুমি!' তড়পে উঠল লুশ। "দেখব কীভাবে কাজটা করো তোমরা!' ঘুরে চলে গেল সে।

সহাস্যে ওয়্যাগনের দিকে এগোল বিল গার্নি।

'শুনেছ ওর কথা?' ম্যাটের উদ্দেশে জানতে চাইল জেমস।

'হ্যাঁ।'

'সম্ভবত একই ব্যাপারে ভাবছি আমরা?'

নড করল ম্যাট। মনার্কের ব্যর্থতা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওর, বরং নিজেদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দিহান এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে, সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বন্ধ ছিল চায়না বয়, এর একমাত্র কারণ উত্তোলিত আকরিকের অপর্যাপ্ত শিপমেন্ট। উচ্চতা, তুলনামূলক বিচ্ছিন্নতা আর বিপদসঙ্কুল ট্রেইলের কারণে কোন ড্রাইভারই শিপমেন্ট করতে রাজি হয় না। ছোট ছোট ওয়্যাগনের মাধ্যমে হয়তো শিপমেন্ট করা সম্ভব, কিন্তু সেটা সময়, পরিশ্রম এবং লোক সাপেক্ষ ব্যাপার। যে-কোন ফ্রেইটিং কোম্পানিকে তা হলে খেসারত দিতে হবে। চায়না বয় সুপারের প্রস্তাব–যে-আউটফিট একদিনে চারশো টন আকরিক শিপমেন্ট করতে পারবে, সে-কোম্পানিই কন্ট্রাক্ট পাবে। নিঃসন্দেহে লোভনীয় অফার, তবে আগ্রহ বোধ করেনি কোন কোম্পানি। চায়না বয়ের আকরিক শিপমেন্টের উপায় একটাই–বিশাল কোন ওয়্যাগন, ট্যানড্যাম* ব্যবহার করতে হবে।

সাফল্যের সম্ভাবনা বিচার করছে ম্যাট রায়ান। সদ্য কেনা চারটা ওয়্যাগন মিলে দশে দাঁড়িয়েছে ওদের বাহনের সংখ্যা। সব ওয়্যাগন নিয়ে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলে হয়তো শিপমেন্ট করা সম্ভব। প্রতিটি ওয়্যাগনে বিশ টন করে শিপমেন্ট করলে, দু'বারে মোট চারশো টন…সম্ভব। মনার্ক চেষ্টা করেও সফল হয়নি। আজকের আগে প্রয়োজনীয় ওয়্যাগন ছিল না ম্যাটের। কিন্তু এখন আছে। ভাগ্য পরখ করবার এখনই সময়।

'রাতে চায়না বয় সুপারের সঙ্গে কিছু ব্যবসায়িক আলোচনা করতে হবে,' নীরবতা ভাঙল ম্যাট। 'চলো, যাওয়া যাক।'

---

* ট্যানড্যাম একটির পিছনে একটি করে জুড়ে দেওয়া অনেক ঘোড়ার ওয়্যাগন

দিনটা সত্যিই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে, ভাবল জেমস। আবছা ট্রেইল ধরে এগোনোর সময় দূরে পিউতের ঝলমল আলো চোখে পড়ল ওর। সিয়েরা নেগ্রার আড়ালে পড়ে গেছে অস্তমান সূর্য, তাই আগেভাগেই অন্ধকার নেমে এসেছে পিউতের আশপাশে।

জেমসের ধারণা ওয়্যাগন, মিউল, হার্নেস এবং নতুন ওয়্যাগন ইয়ার্ড কিনতে ব্যয় হয়ে গেছে জেনির আনা টাকা। সকাল থেকে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে ওয়েস্টার্নের। ঝুঁকি নিচ্ছে ওরা, ক্রেইগ কারভারের চেয়েও বেশি প্রত্যয় নিয়ে কঠিন একটা কাজ শুরু করেছে, ভাগ্য আর নিজেদের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস রাখছে।

'পেটের ভিতর অস্বস্তি হচ্ছে না তোমার?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ম্যাট।

'অস্বস্তি হবে কেন?'

'চায়না বয়ের শিপমেন্ট,' বিকৃত হয়ে গেল ম্যাটের মুখ, তিক্ত শোনাল কণ্ঠ। 'হয়তো বোকার মত চেষ্টা করছি আমরা। যদি কাজটা করতে পারি, তা হলে যে-টাকা পাব তা দিয়ে দশটা নতুন ওয়্যাগন আর দু'শো মিউল কিনতে পারব। মনার্কের চেয়ে ভাল হয়ে যাবে আমাদের অবস্থা। পিউতের প্রায় সব খনির কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাব।' আনমনে মাথা নাড়ল ও, তারপর বিড়বিড় করে বলল: 'জঘন্য ঝুঁকি, এরচেয়ে বিপজ্জনক কিছু আর হতে পারে না!'

'যথেষ্ট ড্রাইভার আছে তো তোমার?'

'হ্যাঁ; আমি সহ।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে নিয়েই কাজটা শেষ করব আমরা। দু'জনের কথা বলেছ তুমি, আমি তো কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না, বরং তুমি একাই নিচ্ছ সব।' থামল জেমস, একটু পর বলল: 'ব্যবসায় টাকা খাটাইনি আমি, আর ড্রাইভার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা কোন কাজে আসবে না।'

স্মিত হাসল ম্যাট, কিন্তু অনিশ্চয়তা থাকল না তার মধ্যে। 'গতকালের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ, পার্টনার? তুমি প্রমাণ করেছ বিলিংসের চেয়ে অনেক দ্রুত ভাবনা চলে তোমার মাথায়, সময়মত তৎপর না হলে আজ একটা ওয়্যাগন কম থাকত আমাদের। নয়টা ওয়্যাগন নিয়ে চায়না বয়ের আকরিক নামানো সম্ভব হত না, তাই কন্ট্রাক্টও পেতাম না।'

ঘটনাটা জেমসের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক হলেও খুব বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ভাগ্য ওর পক্ষে ছিল, তা ছাড়া ফের একই ঘটনা ঘটবে না। মুহূর্তের জন্যও একটা ব্যাপার ভুলতে পারছে না, ওয়েস্টার্নের সঙ্গে ওর জড়িত হওয়ার কারণ জেনির কৃতজ্ঞতা আর ম্যাটের উদারতা। আসলে নিজস্ব কিছুই বিনিয়োগ করেনি ও। কাজ শিখবার কিংবা সাহায্য করবার ইচ্ছে স্রেফ সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। দিনে ছয় ডলার খরচ করলে ওর

কাজ করতে পারবে এমন ভূরি ভূরি ড্রাইভার পাওয়া যাবে, এমনকি কেউ কেউ কাজটা ওর চেয়ে ভালভাবেই করতে পারবে।

পিউতেয় যখন পৌঁছল, পুরোপুরি রাত হয়ে গেছে তখন। মূল রাস্তা এড়িয়ে গলি ধরে ওয়্যাগন ইয়ার্ডের দিকে এগোল ওরা। করাল আর অফিসের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে গলিটা, নতুন ইয়ার্ডের কাজ কতটুকু এগিয়েছে জানবার জন্য কৌতূহল বোধ করছে জেমস।

পোল করালে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। স্টলে বিশ্রাম নিচ্ছে মিউলগুলো। একপাশে বোর্ডের বেড়া ছিল গতকাল, সকালে বেড়াটাকে আরও ঠেলে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণে। অন্ধকারের জন্য দেখা যাচ্ছে না এখন।

ঘোড়ার যত্ন শেষে নতুন ইয়ার্ডের দিকে এগোল ওরা। পুরানো বেড়ার কাছে এসে থামল মুহূর্তের জন্য, অন্ধকারে বেশিদূর চোখে পড়ছে না। চেরাই করা কাঠ পড়ে আছে, একপাশে গুছিয়ে রাখা হয়েছে কিছু। সারি করে রাখা সব ওয়্যাগন, কিন্তু তারপরও প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে–অনায়াসে ওয়্যাগনের সংখ্যা বাড়াতে পারবে ওরা। হয়তো কোন একদিন তাই হবে।

হাত তুলে কিছু দেখাল ম্যাট, মুখ খুলতে গিয়েছিল, তখনই স্টেবলের পাশে আবছা অন্ধকারে একটা ছায়া দেখতে পেল। কোমরের কাছে দীর্ঘ দেখাচ্ছে ডান হাত, সম্ভবত পিস্তল ধরে রেখেছে লোকটা। ক্রমশ উপরে উঠছে হাতটা। লোকটার মুখ মুখোশে ঢাকা।

'পিস্তল ফেলে দাও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল লোকটা।

বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে হয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু নির্দেশ তামিল করল।

দুই পা এগিয়ে এল লোকটা। 'কাল তো পে-ডে, বয়েজ। তোমাদের সেফে কিছু আছে নাকি?'

'একদিন আগেই চলে এসেছ তুমি, দোস্ত,' হালকা চালে বলল জেমস।

হেসে উঠল ম্যাট। 'ওকে ব্লাফ দিতে যেয়ো না, জেমস,' তারপর লোকটির উদ্দেশে বলল, 'চেকের মাধ্যমে পাওনা শোধ করি আমরা, মিস্টার। সেফের মধ্যে একটা ডলারও পাবে না।'

'কিন্তু আমি শুনেছি মনার্কের সেফ থেকে বেশ কিছু টাকা চুরি করেছ তোমরা।'

'ভুল শুনেছ।'

'মিথ্যে আর সত্যি হোক, তোমরা বরং টাকাটা নিয়ে এসো।'

'না থাকলে দেব কোত্থেকে?' অধৈর্য স্বরে বলল ম্যাট।

পিস্তল কক্ করল লোকটা, শব্দটা বেশ জোরাল শোনাল। 'সেফের কাছে নিয়ে চলো আমাকে!' শীতল স্বরে নির্দেশ দিল সে।

'ঠিক আছে, এসো,' দ্রুত বলল জেমস, বুঝতে পারছে লোকটা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে।

ঠিক ওই মুহূর্তে গলির উল্টোদিকে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। লোকটার

পাশে খাড়া করে রাখা কাঠে বিঁধল গুলিটা। পিছন থেকে টেনে ধরেছে যেন কেউ, আচমকা পিছু হটল সে। ঘাড় ফিরিয়ে ফটকের দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকারে একটা নারীমূর্তি চোখে পড়ছে, ফের নিশানা করছে মেয়েটা। জেনি!

'সরে যাও, জেনি!' চিৎকার করল জেমস।

উত্তরে গুলি করল মেয়েটা।

চরকির মত ঘুরল লোকটা, কোন মহিলাকে গুলি করবে কিনা ভেবে মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল, তারপর মত বদলে ছুটে পালাল। নিজের পিস্তলের জন্য অন্ধকারে মাটি হাতড়াতে শুরু করল জেমস, খুঁজে পেয়ে লোকটার গমনপথের দিকে দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল, তবে জানে মিস্ করেছে। বিড়বিড় করে গাল বকল ও, জেনির দিকে এগোল। এদিকে আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে ম্যাট।

'এ তো অন্য মেয়ে, জেনি নয়!' বিস্ময় প্রকাশ করল ম্যাট রায়ান।

মেয়েটার উচ্ছল হাসিতে ভেঙে গেল রাতের নিস্তব্ধতা। 'লণ্ঠনের দিকে সরে দাঁড়াব, যাতে আমাকে দেখতে পারো?' অন্ধকার গলি ছেড়ে ইয়ার্ডে পা রাখল মেয়েটা, আলো পড়ল ওর উপর। জেনির চেয়ে খাটো হবে কিছুটা, ঘন কালো চুল খোপা বেঁধে রেখেছে। পরনের ড্রেসটা পরিচ্ছন্ন। গভীর নীল চোখে কৌতুক নিয়ে পালাক্রমে দেখছে ওদের। 'আমি সেলিয়া হিউস্টন,' স্মিত হেসে পরিচয় দিল মেয়েটা।

'একেবারে সময়মত এসেছ তুমি, ম্যা'ম!' নড করবার পর দ্বিধান্বিত স্বরে বলল ম্যাট, বিস্ময় কাটেনি এখনও।

তালু মেলে ছোট একটা পিস্তল দেখাল মেয়েটি। 'পিউতেয় আসবার পর এই প্রথম ব্যবহার করলাম এটা,' মৃদু হেসে বলল সেলিয়া, পকেট-বুকের ভিতর পিস্তল ঢুকিয়ে রাখল।

'মিস্ হিউস্টন, একেবারে সময়মত এখানে কীভাবে এলে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মি. রায়ান। কিছু কথা ছিল।'

'তা হলে জায়গামত যাওয়া যাক, স্টেবলের ইয়ার্ড কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলবার জন্য উপযুক্ত জায়গা হতে পারে না।'

ওরা অফিসে ঢুকতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল জেনি, লালচে দেখাচ্ছে মুখটা, কিন্তু চোখে স্বস্তি। সেলিয়া হিউস্টনকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ভাইয়ের দিকে। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল ম্যাট, তারপর একটু আগের ঘটনা বয়ান করল।

'আমাকে কী বলতে চাও, মিস্ হিউস্টন?' টেবিলে বসে জানতে চাইল ম্যাট।

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা জেমসের দিকে তাকাল

সেলিয়া হিউস্টন। 'যদি কিছু মনে না করো···তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

জেনিকে অনুসরণ করে রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল জেমস, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল ম্যাট। 'এখানেই থাকো, জেমস,' তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'আমরা পার্টনার, মিস্ হিউস্টন। আমার সঙ্গে যদি কোন ব্যবসার কথাই বলবে, তা হলে ওর সামনেই বলতে হবে।'

দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল মেয়েটার। 'একটা কাজ খুঁজছি আমি। শুনেছি নতুন ইয়ার্ড কিনেছ তুমি, নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেছ। ইয়ার্ড তৈরি হয়ে গেলে অফিসে কাউকে দরকার হবে তোমাদের—এমন কাউকে যে টালিম্যানের কাজ ছাড়াও হিসাবপত্র রাখতে পারবে।' থেমে জেমসের দিকে তাকাল মেয়েটি, কিন্তু নির্বিকার মুখে শুনে যাচ্ছে সে। 'প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে আমার। হিসাব রাখতে জানি, চিঠি লেখা, বিল দেওয়া, নথিভুক্ত করা···যে-কোন ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব তোমাদের। সানফ্রান্সিসকোয় আমাদের একটা স্টোর ছিল, বাবা বেঁচে থাকতে স্টোরের সব কাজ করতাম আমি।'

ম্যাটের দিকে তাকাল জেমস, চোখাচোখি হলো।

'ওয়্যাগনের ড্রাইভারদের পুরোপুরি ভদ্রলোক বলা যাবে না, এরকম পরিবেশে কোন ভদ্রমহিলার পক্ষে কাজ করা কঠিন, মিস্ হিউস্টন,' বলল ম্যাট।

'জানি আমি। দয়া করে একটা সুযোগ দাও আমাকে, মি. রায়ান। খুব অল্প বেতনে কাজ করব আমি, এবং যা দেওয়া হবে তারচেয়ে বেশি পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করব!'

'কাজটা খুব দরকার তোমার, মিস্ হিউস্টন?' জানতে চাইল জেমস।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। জেমস এমনভাবে প্রশ্নটা করেছে, কিংবা যেভাবে দেখছে সেলিয়া হিউস্টনকে—স্পষ্ট সংশয় প্রকাশ পাচ্ছে ওর অভিব্যক্তিতে। ওকে বুঝবার চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে উত্তরের অপেক্ষায় আছে জেমস, মুখ নির্বিকার। 'সত্যিই দরকার,' শেষে মৃদু স্বরে স্বীকার করল সেলিয়া।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল কামরায়। জেমসের দিকে তাকাল ম্যাট, চোখে জিজ্ঞাসা। একটু আগের ঘটনা ভাবছে, মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বা দায়কে ছোট করে দেখবার উপায় নেই।

'মনে হয় পারবে ও,' প্রায় নিরপেক্ষ সুরে বলল জেমস, কিন্তু পরোক্ষভাবে ম্যাটের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার চাপিয়ে দিল।

জেমসকে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটা, তারপর ম্যাটের দিকে ফিরল।

'বেশ, কাজ পেয়ে গেছ তুমি, মিস্ হিউস্টন। নীচের অফিসে অনেক কাগজপত্র আছে, যত দ্রুত সম্ভব ওগুলো বুঝে নাও। আশা করছি, নতুন

অফিসে শিফট করবার আগেই সবকিছু গুছিয়ে নেবে।' সম্মতির জন্য জেমসের দিকে তাকাল ম্যাট, কিন্তু উঠে দাঁড়ানোয় ওর দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেলিয়া হিউস্টন। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ।

'যোগ্যতা প্রমাণ করব আমি, মি. রায়ান!'

মেয়েটির উচ্ছ্বাস বা হাসির কারণেই বোধহয়, জেমসের সম্মতি পাওয়ার অপেক্ষা করল না ম্যাট রায়ান।

সাপারের জন্য সবাইকে আহ্বান করল জেনি, সেলিয়া হিউস্টন সহ টেবিলে খেতে বসল ওরা। ভাইয়ের সিদ্ধান্ত জানতে পেরে কোন প্রশ্ন করল না জেনি, বরং বন্ধুর মত আচরণ করল সেলিয়ার সঙ্গে। সত্যিই খুশি হয়েছে ও। পিউতেয় আসবার পর এই প্রথম কোন মহিলার সঙ্গ পেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটির সঙ্গ উপভোগ্য মনে হলো ওর; কাপড়, ফ্যাশন, রান্না নিয়ে আলাপ শুরু করে দিল। কয়েকটা নির্মল রসিকতা করল সেলিয়া, ম্যাটের মুখ দেখে মনে হলো অন্য সবার চেয়ে সে-ই বেশি উপভোগ করছে।

প্রায় নীরবে খাওয়া সারল জেমস, তারপর ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে গেল। লিভিংরুমে ঢুকতেই টেবিলের উপর পড়ে থাকা পকেট-বইটা চোখে পড়ল, দীর্ঘক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল যদিও কারণটা ঠিক জানা নেই। এখনও রান্নাঘরে গল্প করছে অন্যরা, শিগ্‌গিরই এদিকে আসবে না বোধহয়, ভাবল জেমস। পকেট-বই খুলে পিস্তলটা পরখ করল ও—সিলিন্ডার খুলে বুলেটগুলো বের করল, দেখে ঢুকিয়ে রাখল আগের জায়গায়।

'কসমোপলিটনে যাবে না, জেমস?' ম্যাটের কণ্ঠ ভেসে এল পাশের কামরা থেকে।

'হ্যাঁ, চলো,' অন্যমনস্ক সুরে সাড়া দিল জেমস। শার্টের পকেট থেকে তামাকের থলে বের করে সিগারেট রোল করল। সেলিয়া হিউস্টনের পিস্তলের বুলেটগুলো সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে। একটু আগে ইয়ার্ডে মেয়েটা যখন গুলি করেছিল, শব্দ শুনে ওর মনে হয়েছিল ফাঁকা গুলি করেছে।

*

পিউতের অন্য যে-কোন চড়া বেতনভোগী কর্মকর্তার মতই কসমোপলিটনে থাকে হার্ভে জিরার্ড। অবশ্য সারা শহরে আরামদায়ক জায়গা আর কমই রয়েছে। সোনা পাওয়ার পর থেকে পিউতের উত্থান, কিন্তু পাঁচ বছরে তেমন কোন সংস্কার হয়নি শহরের। বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা দালান, শ্যাক বা কেবিনও রয়েছে। সোনার নেশায় অন্ধ হয়ে আছে সবাই, কীভাবে বাড়তি টাকা কামানো যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত—মিলের মালিক থেকে সামান্য শ্রমিক পর্যন্ত, সবারই এক চিন্তা। শহরের উন্নয়নের দিকে কারও মনোযোগ নেই।

হার্ভে জিরার্ড পরিশ্রমী মানুষ, সানফ্রান্সিসকো থেকে আসা টাকার কুমীর নয়। স্যুইটে থাকবার সামর্থ্য নেই তার, তৃতীয়তলায় মোটামুটি আরামদায়ক

একটা কামরাকে অফিস বানিয়ে নিয়েছে। কসমোপলিটনের সমস্ত আভিজাত্য বা জৌলুস আসলে দোতলা পর্যন্ত, এরপর সস্তা হোটেলের মতই রুমগুলো–সাধারণ, জৌলুসহীন। লবি থেকে দোতলা পর্যন্ত সিঁড়িটা প্রশস্ত, কার্পেটে মোড়া, কিন্তু দ্বিতীয়তলার পর ওটা সঙ্কীর্ণ, খাড়া, কার্পেটহীন এবং প্রায় সময়ই অন্ধকার থাকে।

দোতলা থেকে উঠবার সময় একজনের পিছনে আরেকজন থাকল জেমস আর ম্যাট। সিঁড়ি শেষ হতে অন্ধকার এবং সঙ্কীর্ণ করিডরে নিজেদের আবিষ্কার করল ওরা। মাত্র একটা লণ্ঠন জ্বলছে করিডরের মাথায়।

জিরার্ডের কামরা খুঁজে নক্ করল ওরা। সাড়া আসতে ভিতরে ঢুকল। শুরুর কামরাটা সিটিংরুম হিসাবে ব্যবহার করে হার্ভে জিরার্ড। বিভিন্ন ধরনের কাগজ, ম্যাপ, বই আর আকরিকের নমুনায় ভরে আছে ঘরটা। চায়না বয়ের জন্ম থেকে সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে জিরার্ড, এবং অফিস হিসাবে এই কামরা ব্যবহার করছে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বিশালদেহী মানুষ সে, ঠিক সুদর্শন বলা যাবে না, তবে ক্ষীণ হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখা গেল মুখে।

'নিশ্চই এমনিতে এতদূর আসোনি তোমরা,' হাত মেলানোর সময় বলল সে।

'মনার্কের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছি,' হেসে বলল ম্যাট।

'হেসো না,' সকৌতুকে বলল জিরার্ড। 'চায়না বয়ের চুক্তিটা কারও জন্যই সুখকর নয়, হয়তো মনার্কের কাতারে সামিল হবে তোমরা।'

'পরশু চারশো টন আকরিক শিপমেন্ট করব আমরা। দশটা ওয়্যাগন, বিশ টন করে দুই ট্রিপ–ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

'আমিও চাই তোমরা সফল হও। সত্যিই চাই। আকরিক শিপমেন্ট হচ্ছে না বলে ডিরেক্টরদের অভিযোগ শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমার।'

'লোড করবার জন্য আকরিক তৈরি আছে তো?' জানতে চাইল জেমস।

নড করল জিরার্ড। 'মনার্কের জন্য তৈরি ছিল,' শুকনো স্বরে বলল সে। 'আঠারো টন কম আছে অবশ্য।'

'পরশু ভোরে শিপমেন্ট করব আমরা। খবরটা মিলে পাঠিয়ে দিয়ো।'

মিনিট কয়েক আরও কিছু আলোচনা করবার পর বিদায় নিল ওরা, দরজা পর্যন্ত ওদেরকে এগিয়ে দিল হার্ভে জিরার্ড, করমর্দনের সময় ফের আন্তরিক কণ্ঠে ওদের সাফল্য কামনা করল।

হল ধরে এগোনোর সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিল জেমস, দু'দিনের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে মনে মনে। পরশু দিন ভোর তিনটের দিকে রওনা করতে হবে, যাতে সূর্য উঠবার সময়ই চায়না বয়ে পৌঁছে যেতে পারে। লর্ড পিটারে রাতের শিফটের কাজ শেষ করবার পর শেষ ওয়্যাগনটা মিলের কাছে রেখে গেলে সুবিধে হবে, কোন সমস্যা থাকলে মিলের কামার মেরামত করে দিতে পারবে, খাওয়া বা বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে মিউলগুলো।

আগামীকালের মধ্যে ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সিঁড়ির কাছে চলে এসেছে ওরা, ম্যাটকে আগে নামবার সুযোগ দিতে একপাশে সরে দাঁড়াল জেমস। ম্যাট কয়েক ধাপ নেমে যাওয়ার পর পা বাড়াল ও। আচমকা পিছন থেকে ওকে ঠেলা দিল কেউ, ছিটকে সামনের দিকে ছুটল শরীর। ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে ম্যাটের উপর পড়ল ও। মরিয়া হয়ে রেইলের উদ্দেশে হাত বাড়াল জেমস, কিন্তু নাগাল পেল না। ওর শরীরের ধাক্কায় বাঁকা হয়ে গেছে ম্যাটের দেহ, অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল সে, মুখ থুবড়ে পড়ল সিঁড়ির উপর। ধাপ বেয়ে গড়িয়ে নীচে নামতে শুরু করল দেহটা, একেবারে শেষ ধাপে এসে থামল। অসহায়ভাবে তাকে অনুসরণ করল জেমস, এক মুহূর্ত পরেই পাশে এসে থামল ওর গড়ানো শরীর।

জেমসই আগে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল। মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ম্যাট, নিথর। করিডরের ওপাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, পলকের জন্য দেখল ওদের, তারপর ছুটে এল।

ম্যাটের শরীর উল্টে দিল জেমস। চেতনা হারিয়েছে সে, অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেছে ডান পা-টা।

'সাবধানে তোলো ওকে,' পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল আগন্তুক। 'বোধহয় পা ভেঙে গেছে ওর।'

আট

ম্যাটের অচেতন দেহ যখন কোয়ার্টারে নিয়ে এল জেমস, ততক্ষণে ওখানে পৌঁছে গেছে শেরিফ স্যাম লোয়েল আর এক ডাক্তার। কৌতূহলী লোকজনদের কামরা থেকে বের করে দিয়ে বেডরুমে চলে এল জেমস। ম্যাটকে পরীক্ষা করে দেখছে ডাক্তার, পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেনি। রান্নাঘরে শেরিফকে দেখতে পেল ও, সেলিয়া হিউস্টনের সঙ্গে নিচু স্বরে আলাপ করছে। দৃশ্যটা বেখাপ্পা লাগলেও এ নিয়ে ভাববার অবকাশ পেল না ও, বরং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ডাক্তারের দিকে।

ছোটখাট শীর্ণদেহী মানুষ সে, মুখে দাড়ির জঙ্গল। ক্রমাগত হেঁচকি তুলছে। 'সম্ভবত কংকাশন হয়েছে ওর,' সিধে হয়ে জেনির উদ্দেশে বলল ডাক্তার। 'মাথার হাড়ে ফাটল ধরেনি, অবশ্য পা ভেঙেছে।' ঘুরে জেমসের দিকে ফিরল। 'স্প্লিন্ট দরকার,' কী ধরনের জিনিস দরকার, বর্ণনা দেওয়ার

সময় কয়েকবার হেঁচকি তুলল সে।

জেনির সঙ্গে চোখাচোখি হলো জেমসের, বড় বড় হয়ে গেছে মেয়েটার চোখ, চাহনিতে আশঙ্কা। বলবার মত কিছুই খুঁজে পেল না জেমস, ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। গলি ধরে ওয়্যাগন ইয়ার্ডে এসে জমিয়ে রাখা কাঠের দিকে এগোল।

চেরা করা কাঠ তুলে নেওয়ার জন্য ঝুঁকে নিচু হলো ও, আচমকা কাঁধে ব্যথা আর টান অনুভব করল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল পুরো হাতে। বিড়বিড় করে নিজের উদ্দেশে খিস্তি করল জেমস। দুর্ঘটনার পর থেকে বাম হাত অনুভূতিশূন্য হয়ে আছে, এই প্রথম টের পাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য হাতটা ব্যবহার না করাই শ্রেয়। হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল ও, টের পেল নাড়তে পারছে। তা হলে ঠিকই আছে, কিছুটা সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল জেমস। কাঠ নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এল ও একটু পর। এতক্ষণ টের না পেলেও এখন আর ভুলতে পারছে না ব্যথাটা, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করবার চেষ্টা করছে।

স্প্লিন্ট লাগানোর সময় ডাক্তারকে সাহায্য করল ওরা। তীব্র ব্যথায় চেতনা ফিরে পেল ম্যাট, মৃদু নড়ে উঠল।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল জেনি, ওকে অনুসরণ করল জেমস। টেবিলে বসে আছে শেরিফ স্যাম লোয়েল, উল্টো দিকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেলিয়া হিউস্টন। ওদেরকে দেখে স্বস্তি বোধ করল যেন মেয়েটা, এগিয়ে এল জেনির দিকে। 'কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল সেলিয়া।

স্মিত হেসে ধন্যবাদ জানাল জেনি।

বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগোল সেলিয়া, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করব, মি. কারভার?'

'হ্যাঁ,' হাত নেড়ে বিদায় জানাল জেমস, শেরিফের দিকে ফিরল। নীরব অসন্তোষ আর বিদ্বেষ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, গতরাতের ঘটনা স্মরণ করছে দু'জনেই–টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জেমস।

'বেশি সময় নেব না,' হঠাৎ মুখ খুলল শেরিফ। 'রায়ানের এ অবস্থা হলো কীভাবে?'

'ওর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম আমি। পিছন থেকে আচমকা আমাকে ধাক্কা দিয়েছে কেউ। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, লোকটাকে দেখিনি আমরা কিংবা কোন শব্দও শুনতে পাইনি। সম্ভবত সিঁড়ির আশপাশে লুকিয়ে ছিল সে। ম্যাটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমি, তারপর দু'জনেই সিঁড়ির উপর পড়লাম। ম্যাটের মত আমারও একটা পা ভাঙতে পারত।'

'তাই?' চিন্তিত দেখাল লোয়েলকে, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। 'এমন জঘন্য কাজ করবার পিছনে কার বা কী ধরনের মোটিভ থাকতে পারে?'

'বুম টাউন মানেই অপরাধ আর ঝামেলা। মোটিভ ছাড়া অপরাধ করে কেউ?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল জেমস, দৃষ্টি লেগে আছে শেরিফের মুখে।

লাল হয়ে গেল লোয়েলের মুখ। 'মানছি এখনও পুরোপুরি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখানে। তবে চেষ্টার ত্রুটি করছি না আমরা।'

'হ্যাঁ, চেষ্টার ত্রুটি করো না, যখন তোমার নিজের ইচ্ছে আর স্বার্থ থাকে,' যোগ করল ও।

তীব্র অসন্তোষ দেখা গেল স্যাম লোয়েলের কটা রঙের চোখে, তারপর খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠল। শীতল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল জেমস, বেপরোয়া ইচ্ছে ধুকপুক করছে মনে—পারলে চড়াও হয় লোকটার উপর।

'বেশ, সাহায্য করবার ইচ্ছে যখন নেই তোমার, কি আর করা!' শেষে মৃদু স্বরে বলল শেরিফ। 'সহযোগিতা না করলে কীভাবে এগোব?'

'আলবৎ করব!' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল জেমস। 'ম্যাটের দুর্ভাগ্যের খবর এতক্ষণে সারা শহরে চাউর হয়ে গেছে। একমাত্র তুমিই দেখছি ওই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারছ না! চায়না বয়ের কাজটা পেতে চেয়েছিল মনার্ক, কিন্তু পায়নি। চুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে একদিনে চারশো টন আকরিক শিপমেন্ট করবার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়্যাগন আর লোকবল আছে আমাদের এখন। অথচ একেবারে সময়মত ম্যাটের পা ভেঙে গেল,' নির্বিকার মুখে বলে গেল জেমস। 'অদ্ভুত, তাই না? এমন কাকতালীয় ঘটনা কয়টা ঘটে এই শহরে? শেরিফ, ম্যাট আমাদের সেরা ড্রাইভারদের একজন।'

'বলতে চাইছ ওয়েস্টার্ন যাতে কন্ট্রাক্ট না পায়, সেটাই চাইছে মনার্ক?'

'সম্ভাবনাটা বাতলে দিলাম শুধু।'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে জেমসকে দেখছে জেনিফার রায়ান। ওর আশঙ্কা শেরিফের সঙ্গে হয়তো বেপরোয়া হয়ে উঠবে জেমস, দৃঢ় দেখাচ্ছে ওর চোয়াল, কথা বলবার সময় পেশীগুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। চোখে শীতল রাগ, কিন্তু সেটাকে এখনও আয়ত্তে রেখেছে।

'আজগুবি কল্পনা,' নিরপেক্ষ সুরে মন্তব্য করল শেরিফ। মাত্র একটা শব্দে পুরো পরিস্থিতির মূল্যায়ন করল সে।

'ওয়েস্টার্নের সাফল্যের সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি, শেরিফ। যেভাবেই হোক হাতের কাজটা শেষ করব আমরা। এটা শেষ না করে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেব না আমি, তবে কাজ শেষে ধৈর্যও ধরব না। মাথায় একটা টালি খাতা রেখেছি, ওখানে মনার্কের দেনার পরিমাণ বাড়ছে কেবল। ক্রেইগ কারভারকে জানিয়ো কথাটা।'

স্মিত হাসল শেরিফ, আমোদের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের কোণ। 'সেক্ষেত্রে কোন ঝামেলা শুরু হলে প্রথমে তুমি জবাবদিহি করবে, কারভার।'

'শুরু? মোটেই না, আমি বরং শেষ করব!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল লোয়েল। সসম্ভ্রমে বো করল জেনির উদ্দেশে, তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, সিঁড়িতে শেরিফের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

'ওকে খেপিয়ে দিয়েছ তুমি, জেমস।'

জেমসের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি স্থির হলো জেনির উপর, ধীরে ধীরে চাহনি থেকে রাগ হারিয়ে গেল। 'হয়তো।'

ম্যাটের কামরার দিকে এগোল জেনি।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, আনমনা হয়ে গেছে। এই শহর, এখানকার আইন, জীবনযাত্রা সবই দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে। শেরিফ স্যাম লোয়েলের চরিত্র ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। আচরণে নিজেকে পুরোপুরি সৎ না হলেও অন্তত দৃঢ়চেতা হিসাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে লোয়েল, কিন্তু ক্রেইগ কারভারের বিরুদ্ধে আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা রীতিমত দৃষ্টিকটু। স্টেজ ডাকাতির অভিযোগ পাত্তা দেয়নি, অথচ মনার্কের সেফ লুট করবার অভিযোগে ঠিকই গ্রেফতার করেছে ম্যাটকে।

পিউতেয় ক্রেইগ কারভার শুধু প্রভাবশালীই নয়, রীতিমত কেউকেটা লোক। সেক্ষেত্রে, শেরিফের দুর্বলতা বা অনীহা ব্যাখ্যা করা যায়, হয়তো অন্য কোন অফিসারও তাই করত।

কসমোপলিটনের ঘটনা বিশ্বাস করেনি শেরিফ, বাজি ধরে বলতে পারবে জেমস। দৃশ্যত, মনার্কের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোন কিছুই বিশ্বাস করানো যাবে না তাকে। এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার–পিউতেয় আইনের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না, বরং বাধাই আসবে। চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় হয়তো তপ্ত সীসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে সবকিছুর, তখন ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে শেরিফ।

ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট কোম্পানির দায়িত্ব এখন কেবলই ওর, তিক্ত মনে উপলব্ধি করল জেমস। ব্যবসা বাড়াতে যাচ্ছে কোম্পানি, সাফল্যের আশায় ঝুঁকি নিচ্ছে; ঠিক এসময়ে দীর্ঘদিনের জন্য বিছানায় পড়েছে ম্যাট। কোম্পানির এই দুঃসময়ে কেবল সে-ই দৃঢ় হাতে পরিচালনা করতে পারত। কিন্তু আপাতত জেমসের উপর নির্ভর করছে সবকিছু, অভিজ্ঞতা বলতে ওর আছে দুটো জিনিস–মানুষ চিনবার ক্ষমতা আর সে-অনুযায়ী কাজ করবার দক্ষতা। এমনকী এড়িয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই, যেহেতু জেনির কথাও ভাবতে হবে। তাই করা উচিত নয় কি? অন্তত মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়া বা চূড়ান্ত ভরাডুবির চেয়ে তাই ভাল নয় কি?

ধীর পায়ে ম্যাটের বেডরুমের দিকে এগোল জেমস। ঘুমাচ্ছে সে। পাশে একটা টুলে বসে আছে জেনি, ওর পদশব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকাল। 'কী করব আমরা, জেমস?' জানতে চাইল মেয়েটা।

যা বলতে এসেছিল, মনে পড়তে লজ্জিত হলো জেমস। কখনও এ কথা

বলতে পারবে না, সেই দৃঢ়তা নেই ওর। জেনিফার রায়ানের মুখে এমন কিছু ছিল, যা থমকে দিল ওকে। মেয়েটির চোখে অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা, মুখে না বললেও জেমস আঁচ করতে পারল নিজের সর্বস্ব ওর হাতে তুলে দিয়েছে জেনি, নিশ্চিন্তে নির্ভর করছে।

'কী করব?' প্রতিধ্বনি করল ও, নিচু কিন্তু আত্মবিশ্বাসী শোনাল কণ্ঠ। 'এতদিন যা করতে চেয়েছি, তাই করব, জেনি। কাল হয়তো কথা বলতে পারবে ম্যাট। বিছানায় শুয়ে থেকে ব্যবসা চালাতে পারবে ও, এবং ওর নির্দেশগুলো তামিল করব আমি। চায়না বয়ের ট্রেইলের ব্যাপারে···ম্যাট কখনও দাবি করেনি পিউতের সেরা ড্রাইভার ও, করেছে?'

'না,' ম্লান কণ্ঠে উত্তর দিল জেনি।

'তা হলে সেরা লোকটিকে ভাড়া করব আমরা। দরকার হলে লোকটার কানের পাশে পিস্তল চেপে ধরে ওয়্যাগন চালাতে বাধ্য করব!'

হেসে উঠল জেনি, কিন্তু হাসিটা প্রায় অপ্রকৃতিস্থ শোনাল। জেমস বুঝতে পারল শিগ্‌গিরই ভেঙে পড়বে মেয়েটা। 'ম্যাটকে সুস্থ করে তোলো, জেনি,' নিজে যতটা আত্মবিশ্বাসী তারচেয়েও বেশি দৃঢ় শোনাল ওর কণ্ঠ। 'এদিকে ওয়েস্টার্নকে ঠিকই চালিয়ে নেব আমি।'

কিন্তু বিছানায় শোওয়ার পর দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ছটফট করে কাটল ওর। স্থির দৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল, একটা সমাধানে পৌঁছতে চাইছে। ফ্রেইটিং ব্যবসা সম্পর্কে ওর জ্ঞান নিতান্ত অল্প, জানে না নিজস্ব ক্রু ছাড়া আদৌ দক্ষ কোন ড্রাইভার আছে কিনা। কতটা বিশ্বস্ত এরা? ম্যাটের অসুস্থতার কথা জানতে পারলে জিরার্ড মত বদলে ফেলবে না তো?

এরকম অসংখ্য উত্তরহীন প্রশ্ন একসময় ঘুম এনে দিল ওর চোখে।

*

ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট ত্যাগ করবার পরও জেমস কারভারের প্রচ্ছন্ন হুমকি বা বিতৃষ্ণ দৃষ্টি ভুলতে পারেনি শেরিফ স্যাম লোয়েল। কীন বিলিংসের উপর চরম বিতৃষ্ণা অনুভব করছে সে। এমন বোকামি করল কেন গাধাটা? জেমস আর ম্যাট দু'জনেই মারা পড়তে পারত, অথচ ওদের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য এ দু'জনের বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি।

কসমোপলিটনের বারে ঢুকল শেরিফ। কীন বিলিংস নেই এখানে। ধৈর্যের সঙ্গে একের পর এক সেলুনে ঢুঁ মারতে শুরু করল ও। আধঘণ্টা পর অখ্যাত এক সেলুনের পিছনের কামরায় পাওয়া গেল মনার্ক ম্যানেজারকে, গভীর মনোযোগে পোকার খেলছে। শেরিফকে ঢুকতে দেখে অন্য খেলোয়াড়দের উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করল বিলিংস, কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সরে এল টেবিল থেকে। সেলুনের গ্যালারির নীচে করিডরে শেরিফের সঙ্গে মিলিত হলো সে।

'পিছনে যাও!' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল লোয়েল।

একসঙ্গে পিছনের গলিতে বেরিয়ে এল ওরা। চারপাশে আবছা অন্ধকার, আশপাশে কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হলো শেরিফ, ঘুরে বিলিংসের দিকে ফিরল। 'কী ধরনের জুয়া খেলছ তুমি, কীন?' তপ্ত স্বরে জানতে চাইল লোয়েল।

'আমি!?' তড়পে উঠল বিলিংস। 'একই প্রশ্ন তো আমারও। আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ তুমি?' শেরিফের বিস্ময় দেখে নীরব হয়ে গেল মনার্ক ম্যানেজার। 'ম্যাট রায়ানকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে চাইছি,' শেষে ব্যাখ্যা করল সে।

'আমিও তাই জানতে চাইছি! কেন কাজটা করেছ?'

'গাধা, আমি করিনি!'

সেলুনের পিছনের কামরা থেকে ছিটকে আসা এক ফালি আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। দু'জনের মুখেই চাপা বিস্ময় আর অসন্তোষ।

'বলতে চাইছ জেমস কারভারকে ঠেলা দাওনি তুমি?'

'ঠিক। সন্ধ্যার পর থেকে এই সেলুনে ছিলাম আমি, একবারের জন্যও চেয়ার ছেড়ে উঠিনি, স্যাম। বিশ্বাস না হলে সেলুনে গিয়ে অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'ঘটনার সময় কসমোপলিটনের ফারো টেবিলের কাছে ছিলাম আমি,' জানাল শেরিফ। 'প্রমাণ করতে পারব।'

কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল দু'জনেই, এ অবসরে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নটা দাঁড় করাল কীন বিলিংস: 'তা হলে কারভারকে ঠেলা দিল কে?'

শ্রাগ করল লোয়েল, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে অন্যজনকে। এখনও সন্দেহ লেগে আছে চোখে-মুখে। 'ওরা দু'জনেই মারা পড়তে পারত। ভেবে দেখেছ তা হলে আমাদের কী অবস্থা হত?'

'ভজকট হয়ে যেত সব,' স্বীকার করল বিলিংস। দ্বিধা কাটেনি এখনও, কণ্ঠে সংশয় প্রকাশ পেল পরের কথায়। 'বাজি ধরতে পারো, স্যাম, মাশুল গুনতে হত আমাদের।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। কেউই মুখ খুলছে না, পরস্পরের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ এখনও, কিন্তু একই ভাবনা দু'জনের মাথায়: আজকের দুর্ঘটনাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?

ধৈর্য জিনিসটা বরাবরই কম কীন বিলিংসের। সে-ই প্রথম মুখ খুলল। 'বেশ, তুমি কাজটা করোনি, আমিও করিনি। কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঠিকই ঘটেছে,' থেমে চিন্তাটা নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখল সে। 'আমার মনে হচ্ছে, স্যাম, শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা আমাদের পক্ষেই যাবে।'

'কীভাবে?'

'জিরার্ডের সঙ্গে দেখা করেছে ম্যাট, তাই না? চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট

পাচ্ছে ওরা, কাল বা পরশু শিপমেন্ট করবে নিশ্চই, অন্তত চিন্তা করেছে?'

'হ্যাঁ। জিরার্ড তাই বলেছে আমাকে।'

'একটা ওয়্যাগন নিজেই ড্রাইভ করত ম্যাট। দশটা ওয়্যাগন আর মোটামুটি দক্ষ নয়জন ড্রাইভার আছে এখন ওয়েস্টার্নের–একজনও বেশি নয়।'

'তাতে কী?'

'দুর্ঘটনার কারণে রাইড করতে পারবে না ম্যাট। আরেকজন ড্রাইভার দরকার হবে ওদের।'

'এই শহরে ড্রাইভারের অভাব আছে নাকি!'

'কিন্তু যদি না পায়?'

মুহূর্ত খানেক নীরব থেকে হেসে উঠল স্যাম লোয়েল, আনমনে মাথা নাড়ছে। 'পিউতেয় ড্রাইভারের অভাব নেই, কীন।'

'ধরো, তারপরও পেল না ওরা?'

'তা হলে কন্ট্রাক্ট পাওয়ার আশা নেই ওয়েস্টার্নের। একজন ড্রাইভার কম হলে অন্তত চল্লিশ টন আকরিক শিপমেন্ট বাকি রয়ে যাবে। ভাবছ মনার্ক হয়তো ড্রাইভারদের কিনে নেবে, কিন্তু সবাইকে কিনে নিতে পারবে না, তাই না?'

'টাকা হলে সবকিছু সম্ভব, এবং ক্রেইগ কারভারের কাছে ওই জিনিসটার অভাব নেই। ওয়েস্টার্ন যাতে কন্ট্রাক্ট না পায় সেজন্য দরকার হলে লাখ ডলার খরচ করবে সে।' অন্যমনস্ক দেখাল কীন বিলিংসকে, হাত নেড়ে এগোতে উদ্যত হলো। 'সো লঙ, স্যাম।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, দেখা যাক কাজে লাগানো যায় কিনা। সফল হলে রাতে দেখা করব তোমার সঙ্গে।' খানিকটা কঠোর হয়ে গেল মনার্ক ম্যানেজারের মুখ। 'নিজের কাজ করে যাও, স্যাম। এদিকটা আমাকে সামলাতে দাও।'

আলাদা হয়ে গেল ওরা। গলি ধরে হারিয়ে গেল বিলিংস, আর সেলুনে ফিরে গেল শেরিফ স্যাম লোয়েল। ক্ষীণ সন্দেহের বীজ রয়ে গেছে মনে। পার্টনারকে কি বিশ্বাস করা উচিত?–ভাবছে দু'জনেই। ম্যাট রায়ানের দুর্ঘটনার জন্য আসলে কে দায়ী? স্বাভাবিকভাবেই আরেকটা প্রশ্ন এসে যায়: অন্য কেউ আছে এর পিছনে। কে সেই লোক, কিংবা তার উদ্দেশ্যই বা কী?

নয়

ম্যাট বা জেনি জাগবার আগেই ভোরে নাস্তা সেরে বেরিয়ে এল জেমস। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে দেখল সিঁড়ির নীচের ধাপে বসে আছে জ্যাক রাইলি। পরিচ্ছন্ন কাপড় তার পরনে, লাল ক্যালিকো শার্ট আঁটসাঁট হওয়ায় বুকের কাছে টানটান হয়ে আছে।

'ঘটনাটা শুনেছি,' বিষণ্ন সুরে বলল সে। 'পা ভাঙা ছাড়া আর কোন অসুবিধা হয়নি ওর, তাই না?'

অন্যমনস্কভাবে নড করল জেমস। 'জ্যাক, সবকিছু আপাতত আমাদের উপর নির্ভর করছে। শিপমেন্টের জন্য কাল আকরিক তৈরি রাখবে জিরার্ড। ক'জন ড্রাইভার আছে আমাদের?'

'ম্যাট ছাড়া নয় জন।'

'আরেকজনকে খুঁজে বের করতে পারবে না? ডে-শিফটের ক্রুরা কি ব্যস্ত থাকবে?'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'খুব বেশি আশা কোরো না। তোমার মতই ছোটখাট ওয়্যাগনের দক্ষ ড্রাইভার ওরা, কিন্তু এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয় কেউ।'

'ভাড়া করা যাবে এমন কেউ কি নেই? বোনাস বা একমাসের বাড়তি পাওনার বিনিময়ে ব্যবস্থা করতে পারবে না?'

'নিশ্চিত বলতে পারছি না,' হিসাবী সুরে বলল জ্যাক। 'দেখি চেষ্টা করে। দরকার হলে সারাদিন খুঁজব।'

ভোর বলেই রাস্তায় অন্য সময়ের চেয়ে লোকজন কম। পাতলা কম্বলের মত সারা শহরটাকে ঘিরে রেখেছে ঘোলাটে ধোঁয়া, মেঘহীন আকাশকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রায় সব বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে এবং মিলগুলোতে ডে-শিফট শুরু হয় এ সময়। স্টোরগুলো খোলেনি এখনও, কিন্তু সব সেলুনই খোলা, ভিতরে হৈহল্লাও চলছে, তবে রাতের তুলনায় অনেক কম।

ডেজার্ট ডাস্টের দিকে এগোল জ্যাক। 'ডে-শিফটের ড্রাইভাররা চারটার মধ্যে চলে আসে এখানে, চোখ খুলবার আগে এক রাউন্ড পান করে ওরা, তারপর কাজে যায়!'

সেলুনের বাইরে জ্বালানো লণ্ঠনগুলো জ্বলছে এখনও। ভিতরে ঢুকে অবাকই হলো জেমস, জনা ত্রিশেক খদ্দের বারের কাছাকাছি সার বেঁধে রাখা

টুলে বসে আছে কিংবা মেহগনির সঙ্গে কোমর বা নিতম্ব ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল জ্যাক, তারপর বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁধে টোকা মেরে পাশের লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। 'সবাই গেছে কোথায়?'

উত্তরে বারের পিছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা বোর্ড দেখাল লোকটি। চক দিয়ে লেখা একটা নোটিশ রয়েছে বোর্ডে:

দিনে আট ডলার মজুরিতে কাজ করতে আগ্রহী ড্রাইভারদের ভোর তিনটার মধ্যে মনার্কের অফিসে যোগাযোগ করবার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে, সশব্দে নোটিশটা পড়ল জ্যাক, শেষে জেমসের দিকে ফিরল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন সপাটে চড় কষেছে কেউ। আবারও ওদেরকে টেক্কা দিয়েছে ক্রেইগ কারভার। 'হ্যারি,' চিৎকার করে বারকীপের দৃষ্টি আকর্ষণ করল জ্যাক। 'মনার্কে গেছে ক'জন?'

'ঘোড়ার মিউলের আগ-পাছ আলাদা করে চিনতে পারে এমন সব লোকই গেছে,' জানাল হ্যারি, কণ্ঠে তামাশার সুর।

'জো হামফ্রে?'

'নিশ্চই।'

'আর্চ মুস্টার?'

'গেছে।'

একের পর এক, প্রায় ডজন খানেক নাম বলে গেল জ্যাক, একই উত্তর পাওয়া গেল। 'একটা বোতল আর দুটো গ্লাস দাও আমাকে,' প্রায় গোঙানির মত শোনাল জ্যাকের কণ্ঠ। 'আচ্ছা ল্যাঠায় পড়েছি তো! ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে।'

বোতল আর গ্লাস নিয়ে টেবিলে এসে বসল সে, পাশে বসল জেমস। পরপর দুই গ্লাস পান করল জ্যাক, হ্যাট দিয়ে নিজের মাথায় বাড়ি মারছে অধৈর্য ভঙ্গিতে, মাঝে মধ্যে উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। অসহায় বোধ করছে জেমস, জানে এখানে কিছুই করবার নেই ওর। জ্যাকই ভরসা, পারলে সে-ই কোন ড্রাইভার জোগাড় করতে পারবে।

একটা নাম বলল জ্যাক, কাগজে নামটা টুকে রাখল জেমস। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকটা নাম জানাল সে। 'অন্য কারও কথা মনে আসছে না,' বিষণ্ন, হতাশ স্বরে জানাল বিশালদেহী ড্রাইভার। 'মনে হয় না কেউ বাকি আছে।'

তালিকাটা দেখল জেমস, মোট দশটা নাম।

'মন খারাপ কোরো না, জেমস,' খানিকটা নরম সুরে যোগ করল সে।

'মিউল রাইড করতে পারে এমন হাজার লোকের নাম বলতে পারব, কিন্তু চায়না বয় থেকে একবার নীচের দিকে তাকালে বমি করতে শুরু করবে এসব লোক। দক্ষ, সাহসী ড্রাইভার দরকার। কারণ লিভারি রিগের জন্য কাউকে দরকার নেই আমাদের।'

তালিকাটা ভাগ করল ওরা, তারপর আলাদা আলাদা পথে রওনা দিল। সিক্স এইস খনির উদ্দেশে যাত্রা করল জেমস। দুটো বোর্ডিং হাউস, নাপিতের দোকান, দুটো সেলুন, শহরের শেষদিকে একটা শ্যাক, তিনটে জুয়ার আড্ডা হয়ে শেষে সিয়েরা নেগ্রার স্ট্যাম্প মিলে চক্কর দিল ও। দুপুর পর্যন্ত তালিকার প্রতিটি নামই বাদ পড়ে গেল। দু'জন মনার্কের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, একজন অসুস্থ, একজন পাহাড়ে প্রসপেক্টিং করতে গেছে, আরেকজন ঠিক আগের রাতে কাজ পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেছে। কিন্তু তারপরও আশায় থাকল জেমস, কারণ তালিকার বাকি অংশ জ্যাকের কাছে আছে।

দুপুর একটার দিকে ওয়্যাগন ইয়ার্ডে ফিরে এল জেমস। খিদে পেয়েছে, তা ছাড়া ম্যাটের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছে। কিন্তু কোয়ার্টারের দিকে এগোতে গিয়েও মত বদলে ফেলল, জেনির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা হলে। ব্যর্থতার কথা জানাতে হবে ভেবে প্রায় ঘৃণা করছে অনুভূতিটা। দেখা যাক জ্যাক কাউকে খুঁজে পেয়েছে কিনা, তার আগে ম্যাট বা জেনির মুখোমুখি না হওয়াই ভাল।

আধঘণ্টা পর এল জ্যাক। মুখ দেখেই যা বুঝবার বুঝে নিল জেমস। হসল্যার ফিল গ্রাইমেসের সঙ্গে কথা বলছিল ও, সামনে এসে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিশালদেহী ড্রাইভার। 'পেলে কাউকে?' জানতে চাইল সে।

'না।'

খিস্তি করে দরজার কাছে বসে পড়ল জ্যাক।

'ম্যাটের তালিকা অনুযায়ী খুঁজে দেখেছ?' পিছন থেকে ওদের উদ্দেশে বলল ফিল গ্রাইমেস। 'বাড়তি ড্রাইভারদের একটা তালিকা আছে ওর, কাজে লাগবে ভেবে রেখে দিয়েছে।'

'কোথায় আছে ওটা?'

'অফিসে কোথাও আছে।'

দ্রুত অফিসের দিকে এগোল জেমস, অনুসরণ করছে জ্যাক। ভিতরে ঢুকল ওরা।

কামরায় একমাত্র আসবাবপত্র, টেবিলের ওপাশে বসে আছে সেলিয়া হিউস্টন। মেয়েটিকে দেখে প্রায় চমকে উঠল জেমস, তারপরই মনে পড়ল আজ থেকে কাজ করবার কথা সেলিয়ার।

'তোমার নির্দেশ মত কাজ করতে এসেছি, মি. কারভার,' লেজার থেকে চোখ তুলে বলল সেলিয়া।

'ভাল করেছ,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল জেমস। 'সব কাগজপত্র দেখেছ?'

'না, স্যার। কিছু বইপত্র খুঁজে পেয়েছি অবশ্য।'

'নামের তালিকা আছে এমন কোন কাগজ পেয়েছ? ড্রাইভারদের একটা তালিকা খুঁজছি আমি।'

ভুরু কোঁচকাল সেলিয়া হিউস্টন, তারপর মাথা নাড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরকে খুঁজে দেখবার আমন্ত্রণ জানাল। কাজটা স্রেফ বোকামি ছাড়াও নিষ্ফলা বলে মনে হলো। ম্যাট নিশ্চই জানে কোথায় আছে ওটা, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে জেনির মুখোমুখি হতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল জেমস। মাথা নেড়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল, দ্বিধান্বিত।

'মি. রায়ানের বদলে একজন ড্রাইভার খুঁজছ তোমরা?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সেলিয়া।

নড করল জেমস।

'বুড়ো জিম রাফের সঙ্গে কথা বলেছ?'

সপাটে হাতের তালুতে ঘুসি চালাল জ্যাক রাইলি। 'ওই একজনই বাদ পড়েছে, জেমস!'

'পারবে ও?'

'নিশ্চই! দো-আঁশলা সে, আধা-পিউতে। বুড়ো হলেও কাজটা করতে পারবে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, চায়না বয় থেকে আকরিক নামিয়ে আনতে পারবে ও।' দ্রুত দরজার দিকে এগোল জ্যাক। 'চিন্তা কোরো না, জেমস। ওকে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলব।' তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

স্বস্তি অনুভব করছে জেমস, ক্রমশ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে অনুভূতিটা। ক্লান্ত দেহ একটা চেয়ারে চাপিয়ে দিল।

'লাঞ্চের জন্য এবার যেতে পারি আমি, মি. কারভার?' জানতে চাইল সেলিয়া হিউস্টন।

'নিশ্চই,' সহাস্যে বলল ও। অলস দৃষ্টিতে মেয়েটিকে টেবিল গুছিয়ে পকেটবই তুলে নিতে দেখল। গতরাতে এটাই ছিল সেলিয়ার সঙ্গে। চকিতে একটা ভাবনা খেলে গেল মাথায়। 'এবার বলো তো,' মৃদু স্বরে বলল জেমস। 'কীভাবে জিম রাফের কথা জানলে তুমি?'

মুখোমুখি হলো মেয়েটা, সুশ্রী মুখে কোন ভাবান্তর নেই। 'গতরাতে বলিনি বুঝি, পিউতেয় কিছুদিন ফ্রেইটিং করেছে আমার ভাই? সেরা ড্রাইভারদের নিয়ে গল্প করত ও, চিঠিতে লিখে জানাত আমাকে। ওর কাছ থেকে জিম রাফের নাম জেনেছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।'

নড করল জেমস। 'লোকটাকে পেলে ঘাড় বাঁচবে আমাদের।'

'আশা করছি প্রমাণ করতে পারব শুধু শুধু আমাকে বেতন দেবে না তোমরা!' হেসে বলল সেলিয়া।

মেয়েটিকে বেরিয়ে যেতে দেখল জেমস, ক্ষীণ সন্দেহ হলো হয়তো ভুল

করতে যাচ্ছে ওরা। তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, সময়ে ঠিকই বোঝা যাবে সন্দেহটা অমূলক কিনা।

*

সাইডওঅক ধরে এগোচ্ছে সেলিয়া হিউস্টন। দুই ব্লক দূরে মিলার'স এম্পোরিয়ামের কাছে এসে বামে মোড় নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল, দোকানে ভিড় থাকায় কিছুক্ষণের জন্য কোন কেরানি বা সেলসম্যান ওকে বিরক্ত করবে না বুঝতে পেরে স্বস্তি অনুভব করল। গ্রোসারি কাউন্টার হয়ে হার্ডঅয়্যার সেকশনের দিকে এগোল ও, একেবারে দরজার কাছাকাছি ওটা।

চীনামাটির বিশাল একটা মন্থনদণ্ড রয়েছে দরজার পাশে, সেলিয়া ভান করল যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছে ওটা। সবার অগোচরে দরজা দিয়ে সটকে পড়ে লোডিং প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল। অলস চালে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল ও, তারপর গলি ধরে এগোল। ত্রিশ গজ দূরে বাঁক নিতে সামনে একটা শেড চোখে পড়ল। শেডের নীচে দাঁড়িয়ে আছে কীন বিলিংস। সিগার টানছে সে, ভাব দেখে মনে হলো অপেক্ষায় থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে, কিন্তু চোখে কৌতূহল।

'কাজ হয়েছে,' সংক্ষেপে জানাল সেলিয়া। 'জিম রাফের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেছে জ্যাক। বোধহয় কাউকে খুঁজে পাচ্ছিল না ওরা, কারণ ম্যাটের বাড়তি ড্রাইভারদের তালিকা খুঁজতে একটু আগে অফিসে এসেছিল জেমস কারভার।'

'ভাল কাজ দেখিয়েছ, সেলিয়া,' হাসি দেখা গেল বিলিংসের মুখে।

'খারাপ কিছু হবে না তো?'

'কী হতে পারে?' হাত ছড়িয়ে শ্রাগ করল মনার্ক ম্যানেজার। 'দশজন ড্রাইভার না হলে কাজটা শেষ করতে পারবে না ওরা।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখল সেলিয়া, তারপর গলির দিকে দৃষ্টি সরে গেল ওর। 'একেবারে মোক্ষম সময়ে পা ভাঙল ম্যাট রায়ানের, মনার্ক যেন এই চেয়েছিল?' ধীরে ধীরে বলল ও, তাকিয়ে আছে বিলিংসের দিকে। 'ওকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল, তাই না?'

'ভাবছিলাম কখন প্রশ্নটা করবে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল কীন। 'কাজটা আমি করিনি, সেলিয়া, কসম খেয়ে বলতে পারব। কাজটা কার তাও জানি না।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেলিয়া।

'পিট পা ভাঙবার পর কী ঘটেছিল মনে পড়ছে আমার,' গম্ভীর, তীক্ষ্ণ স্বরে বলে গেল বিলিংস্। 'আমি চাই না, আমার পরম কোন শত্রুও ওভাবে মারা যাক।'

অজান্তে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সেলিয়া।

'ম্যাট রায়ানকে ধাক্কা দেইনি বটে, কিন্তু ওর অসুস্থতার সুবিধা না নেওয়ার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছি না,' সোজাসাপ্টা বলল সে। 'তাই

করব আমি। তাতে কোন অপরাধ হবে?'

'না।'

'পিটকে নিশ্চই ভুলে যাওনি, সেলিয়া? ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে বেচারা! ম্যাট রায়ান মরবে না বটে, কিন্তু ওর ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে, এই যা।' খানিক থেমে দার্শনিক সুরে সে যোগ করল: 'তোমার ভাইকে ও খুন করেছে জানবার পরও আমার কাজ বা উদ্দেশ্য নিয়ে আপত্তি করছ?'

'না, আপত্তি করছি না আমি!' প্রায় কর্কশ স্বরে বলল সেলিয়া। 'বরং তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'ভাল। পরশু এখানে দেখা কোরো আবার,' গম্ভীর দৃষ্টিতে সেলিয়াকে দেখল বিলিংস, জানে ইচ্ছে করলেই মেয়েটিকে আজীবনের জন্য এভাবে আটকে রাখতে পারে। শেড ছেড়ে ধীর পায়ে গলির দিকে এগোল সে, তার আগে আঙুল তুলে আলতো ভাবে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো।

মেয়েমানুষ মাত্রই অদ্ভুত চীজ, আনমনে ভাবল সে, সে সম্ভ্রান্ত ঘরের বা বাজারে মেয়ে হোক; এবং সবাইকেই কেনা সম্ভব। পার্থক্য হচ্ছে দরে।

দশ

কাঁধে কারও হাতের স্পর্শে ঘুম ভাঙল জেমস কারভারের। চোখ মেলে তাকাতে জেনিফার রায়ানের অপূর্ব সুন্দর মুখ চোখে পড়ল, ধূসর ফ্ল্যানেলের গাউন মেয়েটার পরনে, কাঁধের উপর ছড়িয়ে আছে সোনালি চুলের রাশি। কটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। গালের আভা দেখে বোঝা যাচ্ছে ঘুমের রেশ কাটেনি এখনও।

'কী হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে, প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল ও।

'ফিসফিস করবার দরকার নেই,' পাশের কট থেকে ম্যাটের কণ্ঠ ভেসে এল। 'ঘুমিয়েছি বললে ভুল হবে। যা ব্যথা! জেনিও বোধহয় ঠিকমত ঘুমায়নি।'

'গতকাল নিজে নাস্তা তৈরি করে খেয়েছ তুমি, জেমস, ভাবতেই খারাপ লাগছে আমার। আড়াইটা বাজে। ওঠো। নাস্তা তৈরি হওয়ার ফাঁকে জলদি কাপড় পরে নাও।'

জেনি বেরিয়ে যেতে বিছানা ছেড়ে কাপড় পরল জেমস।

শুয়ে থেকে ওকে দেখছিল ম্যাট, উত্তেজনায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ জোড়া। 'আজকে যদি বেরোতে পারতাম!' অন্যমনস্ক সুরে বলল সে।

'একটা ওয়্যাগন ড্রাইভ করবার বিনিময়ে দুই হাজার ডলার খরচ করতেও রাজি আছি আমি!'

পায়ে বুট গলাচ্ছিল জেমস, ম্যাটের কথায় ক্ষীণ হাসল। 'নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে পারো, ম্যাট। কাজ শেষ হলে হয়তো দেখবে আমার সব চুল পেকে গেছে। তারচেয়ে বরং দেখে যাও কী ঘটে!'

'জ্যাককে বোলো নিজের দিকে যেন খেয়াল রাখে। অযথা ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই, বেচাল দেখলেই যেন ওয়্যাগনের আশা বাদ দিয়ে লাফিয়ে জীবন বাঁচায়।'

'কথাটা এরই মধ্যে দু'বার বলেছি ওকে।'

'বেশ, বুড়ো খোকা, তোমার উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবার চেষ্টা করব,' স্মিত হেসে বলল ম্যাট। 'আশা করি এখানে থেকেই সব খবর পেয়ে যাব, পিউতে এমন এক শহর যেখানে খবর বাতাসের আগে ছড়ায়।'

ম্যাটের কটের পাশে এসে দাঁড়াল জেমস। হাত বাড়িয়ে পার্টনারের চুল এলোমেলো করে দিল। 'নিশ্চিন্তে ঘুমাও, ম্যাট। জেগে দেখবে চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছ তুমি। আশা করি খবরটা দ্রুত সুস্থ করে তুলবে তোমাকে।'

'তাই যেন হয়।'

রান্নাঘরে এসে খাবার টেবিলে বসল জেমস। ওর উল্টো দিকে বসেছে জেনি, সামনে কফির পেয়ালা। এর আগে মেয়েটিকে এতটা সুন্দর মনে হয়নি, ভাবল জেমস, হয়তো আজকের উত্তেজনার কারণে। ভীত বা সন্ত্রস্ত নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে জেনিকে; তার কিছুটা যেন ওর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

'সত্যিই কি জিম বাফকে পাবে তোমরা?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জেনি।

সব ঘটনা খুলে বলল জেমস। 'যা শুনেছি, মোটামুটি আস্থা রাখা যায় লোকটার উপর,' শেষে বলল ও। 'দেখতে একেবারে সাধারণ বা বুড়ো মনে হলেও যথেষ্ট সমর্থ এবং শক্তিশালী সে। নিজের ওয়্যাগনের ব্যাপারে দুর্বলতা আছে ওর। জানিয়েছে আগে ওয়্যাগনটা একনজর দেখতে চায়, সেজন্য রাতে ওর শ্যাকের কাছে ওয়্যাগনটা রেখে এসেছি আমরা। এতে কিছু সময়ও বাঁচবে বোধহয়।'

'তা হলে নিশ্চই সফল হব আমরা, জেমস! অন্য ড্রাইভারদের চিনি আমি। কঠিন মানুষ ওরা, প্রচুর ড্রিঙ্ক করে, সামান্য কারণে ঝগড়া বা মারপিট করে, কিন্তু বিশ্বস্ত সবাই। ম্যাটকে পছন্দ করে ওরা—তোমাকেও করে। জ্যাক তো তোমার কথায় মরতেও রাজি।'

অজান্তে লাল হয়ে গেল জেমসের মুখ, দৃষ্টি নামিয়ে থালার দিকে তাকাল। 'হয়তো তাই করতে হবে ওর,' শুকনো কণ্ঠে বলল ও।

হেসে উঠল জেনি। 'প্রশংসা শুনতে ঘৃণা করো তুমি, তাই না?'

'আসলে···জিনিসটা খুব বেশি পাইনি।'

'তা হলে এখনই একটা পেয়ে যাবে। গতরাতে ম্যাট যখন আহত হলো, তোমার চোখে দ্বিধা দেখেছি আমি। ওয়েস্টার্নের বিপদের সময় হাল ধরতে হবে–এই বাস্তবতার নিরীখে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলে না, আত্মবিশ্বাসীও ছিলে না; বরং নিজেকে অবাঞ্ছিত ভেবেছ। সৎ সাহস দেখিয়েছ তুমি, অজ্ঞতা প্রকাশ না করে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করবার চেষ্টা করেছ। সেজন্য ধন্যবাদ।' লাজুক হাসি দেখা গেল জেনির মুখে, সবুজ চোখে গভীর অর্থপূর্ণ চাহনি। 'আর···আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, ঠিকই আছি আমি এখন। শেষ পর্যন্ত সফল হব আমরা, তবে কালকের দিনটা আমাদের সবার জন্যই খারাপ গেছে।'

চোখ তুলে জেনির দিকে তাকাল জেমস, বুঝতে পারল টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। দৃষ্টি নামিয়ে ফের থালার দিকে তাকাল, কিন্তু তাতেও অস্বস্তি যাচ্ছে না বুঝতে পেরে পা-র দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি।

'ভড়কে দিয়েছি নাকি তোমাকে?' হালকা চালে জানতে চাইল জেনিফার রায়ান।

স্মিত হেসে মাথা নাড়ল জেমস। 'কিছুটা হলেও ভয় পাচ্ছি, আমার কাছে তোমার প্রত্যাশার কারণে···' কথাটা শেষ করল না ও, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ম্যাটের কামরায় চলে এল। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল মিনিট খানেক পর। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় ঘুরে তাকাল পিছনে, দেখল লণ্ঠন হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জেনি। ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল মেয়েটা, পাল্টা হাত নাড়ল জেমস যদিও অধীর, অস্থির এবং বিরক্ত হয়ে আছে।

ওয়্যাগন ইয়ার্ডে চোখ রাখতে মন ভাল হয়ে গেল ওর। বেশ কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলছে। পাঁচটা ওয়্যাগন আর নয়জন ড্রাইভারকে দেখতে পেল। বাকি চারটা ইউনিয়ন মিলিংয়ের কাছে, এবং সর্বশেষটা জিম রাফের বাড়ির আঙিনায়, চায়না রয়ের রাস্তায় শহর ছাড়িয়ে কয়েকশো গজ এগোলে জীর্ণ শ্যাকটা চোখে পড়ে। মিউলগুলোকে নিয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে হসল্যার আর ফিল গ্রাইমেস, সঙ্গে কয়েকজন ক্রু, বাকি পাঁচ ওয়্যাগনে জুড়বে।

ভিড় করে জ্যাক রাইলির কথা শুনছিল সব ড্রাইভার। জেমস এগিয়ে যেতে ওকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল সবাই। দীর্ঘদেহী নতুন বস্-কে পছন্দ করে এরা। কারণ বেহুদা কোন প্রশ্ন করে না সে; সমীহ করে সবাইকে, এমন আচরণ করে যেন তারা একেকটা "মিউল" নয়; অথচ বেশিরভাগ টীমস্টারই মালিকের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। জেমস কারভার স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু তার বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনির পিছনে এমন একটা জিনিস আছে, যে-কেউ মৃদু স্বরে কথা বলে তার সঙ্গে।

'রওনা দেওয়া যাক,' বলল জেমস। 'এক লাইনে দাঁড় করাবে সব ওয়্যাগন। জ্যাক, আমার সঙ্গে জিম রাফের শ্যাকে যাবে তুমি।'

নিজের ঘোড়ায় চেপে রওনা করল ও, পিছনে ওয়্যাগন নিয়ে অনুসরণ করছে জ্যাক। ধীরগতির প্যারেডটা মূল রাস্তা ধরে শহরের দক্ষিণে এগোল। পুরো একদিনের বিশ্রাম পেয়েছে মিউলগুলো, ছুটতে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রতিটি লীড মিউলের কলারের সঙ্গে একটা করে লণ্ঠন ঝুলছে, আবছা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে খানা-খন্দে ভরা রাস্তায়, যাত্রাটাকে মনে হচ্ছে ভূতুড়ে। পিছন ফিরে তাকাল জেমস, এক লাইনে চলতে থাকা ওয়্যাগনগুলোকে দেখে ওর মনে হলো দৈত্যাকার পাঁচটা প্রাণী ফিউনেরাল যাত্রায় অগ্রসর হচ্ছে।

শহর ছাড়িয়ে কিছু দূর আসবার পর, মিলের রাস্তা থেকে পাশের ট্রেইলে সরে পড়ল জেমস, ওয়্যাগন নিয়ে ওর পিছু নিল জ্যাক। জিম রাফকে চায়না বয়ের ট্রেইল সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে হবে, সেজন্যই জ্যাক রাইলিকে সঙ্গে আসতে বলেছে জেমস, কারণ এর আগে কখনও চায়না বয়ে যায়নি হাফ-ব্রীড। ট্রেইলের বিপজ্জনক জায়গাগুলো সম্পর্কে বিশদ জানানোর জন্য সম্ভবত জ্যাকই উপযুক্ত লোক।

খানিক এগোনোর পর, দূর থেকে জিম রাফের আঙিনায় লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ল। জেমস ধারণা করল ফিল গ্রাইমেস আছে ওখানে, হার্নেসে মিউল জুড়ছে বোধহয়। কাছে যাওয়ার পর দেখা গেল সত্যিই মিউলগুলোকে জুড়া হয়েছে ওয়্যাগনে, যাত্রার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে আছে। ত্রস্ত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল গ্রাইমেস।

'এদিকে এসো, দেখো অবস্থা!' ত্যক্ত স্বরে বলল সে।

স্যাডল ছেড়ে নামল জেমস, কেন জানে না কিন্তু অস্বস্তি অনুভব করছে। হসল্যারকে অনুসরণ করে শ্যাকের ভিতরে ঢুকল, ফিলের নির্দেশ করা কামরায় চোখ রাখতে বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন। একমাত্র বাঙ্কে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে জিম রাফ, বাঙ্কের পাশের টুলের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে একটা জগ। সারা ঘরে সস্তা হুইস্কির কটু গন্ধ।

'পুরো এক বালতি পানি ঢেলেছি ব্যাটার মাথায়!' অধৈর্য স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল ফিল গ্রাইমেস। 'কিন্তু একেবারে টাল হয়ে আছে ও!'

বাইরে ওয়্যাগন থামবার ক্ষীণ শব্দ কানে এল। বাঙ্কের দিকে এগোল জেমস, কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল জিম রাফের উপর, তারপর প্রচণ্ড চড় কষল হাফ-ব্রীডের গালে। নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল, তবু একচুল নড়ল না লোকটা। শরীরের গঠন দেখে বোঝা যায় একসময় বিশালদেহী মানুষ ছিল সে, কিন্তু ক্রমশ শুকিয়ে আসছে সবল মাংসপেশী। সম্ভবত স্বভাবও বদলে গেছে শেষ বয়সে এসে, কারণ লোকটির মুখে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন লাম্পট্য চোখে পড়ছে ওর।

ভিতরে ভিতরে শীতল রাগ অনুভব করছে জেমস। গায়ের জোরে জিম রাফকে উঠে বসতে বাধ্য করল ও, ধরে রাখল যাতে পড়ে না যায়। দু'হাতে চেপে ধরল রাফের কাঁধ। ঝুলে আছে লোকটার মুখ, চোখ তুলে তাকানোর

স্পৃহা দেখা গেল না তার মধ্যে।

পিছনে খিস্তি করে উঠল জ্যাক রাইলি, শুনতে পেল জেমস। জীবনে এরচেয়ে নোংরা খিস্তি শোনেনি ও।

হাফ-ব্রীডের উপর চড়াও হলো জ্যাক। নোংরা শার্টের কলার চেপে ধরে অনায়াসে মেঝে থেকে তুলে ফেলল তাকে, ঝুলিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। রীতিমত ঝাঁকাচ্ছে ক্ষীণদেহটা। কিন্তু যে-জন্য এত অত্যাচার, বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে রাফকে ছেড়ে দিল জ্যাক, বস্তার মত হুড়মুড় করে মেঝের উপর পড়ল শরীরটা।

'ঈশ্বর! এখন কী করব আমরা?' জেমসের দিকে তাকাল জ্যাক, চোখে শঙ্কা আর হতাশা। 'হারামজাদা আমাদের ডুবিয়ে ছেড়েছে!'

'নয় ওয়্যাগন নিয়ে কাজটা করা সম্ভব, জ্যাক?'

মাথা নাড়ল সে। 'চারশো টন আকরিক শিপমেন্ট করতে হলে ন্যূনতম দশটা ওয়্যাগন চাই, তুমিই হিসাব করে বের করেছ।'

'দক্ষ না হোক, চাইলেই পাওয়া যাবে এমন কোন ড্রাইভারও নেই, তাই না?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল বিশালদেহী টিমস্টার।

মুহূর্তের জন্য জিম রাফের দিকে তাকাল জেমস। নির্জীব মস্তিষ্ক আর ক্ষয়ে আসা মাংসের কোথাও লুকিয়ে আছে লোকটির সামর্থ্য, কিন্তু আপাতত ওদের কোন কাজে আসবে না; বরং বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে, রীতিমত করুণা হচ্ছে—নাক ডাকবার পাশাপাশি মুখের কোণ দিয়ে লালা ঝরতে শুরু করেছে। অলৌকিকভাবে উঠে দাঁড়াতে পারলেও চায়না বয়ে যেতে পারবে না সে।

অদম্য একটা জেদ চেপে বসল জেমসের মনে, নীরব ক্ষরণ শুরু হলো। মুহূর্তের মধ্যে মানসপটে ভেসে উঠল ম্যাট আর জেনির মুখ। সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ, একসময় হয়তো শক্তিশালী ছিল কিন্তু সব সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে এখন। নিজের অজান্তে ওয়েস্টার্নকে ডুবিয়ে ছেড়েছে সে। আর ও, এই দুঃসময়ে স্রেফ দর্শক—কঠিন হৃদয়ের অদম্য এক টেক্সান, অথচ কিছুই ফুরিয়ে যায়নি ওর।

আচমকা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল জেমস। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে ঘোষণা করল: 'ওর ওয়্যাগন আমিই চালাব।'

কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল জ্যাক। নীরবে সামনে দাঁড়ানো জেদী লোকটির সম্ভাবনা বিচার করল। বুদ্ধি, সাহস বা প্রেরণা কোনটার অভাব নেই, কিন্তু আসল জিনিসটা নেই তার—অভিজ্ঞতা। তারপরও, আনমনে ভাবছে জ্যাক রাইলি, এ মুহূর্তে ভাগ্যের খানিকটা সহায়তা দরকার ওদের, এবং এই লোকটি বোধহয় ভাগ্যবান।

'বেশ,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জ্যাক রাইলি, গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল

শেষে। 'নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের। চলো, জেমস। গুড লাক!' বলে দরজার দিকে এগোল সে।

*

সূর্য ওঠবার আগেই দীর্ঘ, দুর্গম ঢালু ট্রেইল পাড়ি দিয়ে চায়না বয়ে পৌঁছে গেল ওরা। সবার সামনে আছে জ্যাক, ঠিক পিছনে জেমস। নীরব হয়ে আছে ও, জ্যাকের পরামর্শগুলো মনে রাখবার চেষ্টা করছে। অন্যদের আস্থা আর প্রত্যাশা ভারী একটা পাথরের মত চাপ সৃষ্টি করেছে মনে।

চায়না বয়ের ট্রেইলের মুখে সব ওয়্যাগন নিয়ে একত্রিত হয়েছিল ওরা। জিম রাফের বদলে জেমসকে ওয়্যাগন চালাতে দেখে সমীহের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল অন্যদের চোখে। নীরব বিস্ময় নিয়ে জেমসকে দেখছিল ওরা, মিনিট খানেক পর সবাই হাত তালি দিয়ে, সহাস্যে উৎসাহ জুগিয়েছে ওকে। ওর সাফল্য কামনা করেছে, ততক্ষণে অবশ্য সবারই জানা হয়ে গেছে জিম রাফের ব্যর্থতার কথা। ওকে পছন্দ করে লোকগুলো, চায় কাজটা সম্ভব করুক জেমস, যদিও কেবল জ্যাকই বিশ্বাস করে কাজটা ওর পক্ষে হয়তো সম্ভব। ড্রাইভারদের প্রেরণা উৎসাহিত করেছে ওকে, যদিও সেটার পরিমাণ সামান্যই; বাস্তবে এদের দশভাগের এক ভাগ অভিজ্ঞতাও নেই ওর।

ভাবনা বাদ দিয়ে ট্রেইলের দিকে নজর দিল জেমস, সামনে জ্যাকের ওয়্যাগনের মিউলের খুরের আঘাতে ওড়া ধুলোর ভিতর দিয়ে আবছাভাবে রুক্ষ ট্রেইল চোখে পড়ছে। ঠিক ওর পিছনেই ছোটখাট, কঠিন প্রকৃতির মানুষ বিল গার্নির ওয়্যাগন, সমানে মিউলের উদ্দেশে অশ্রাব্য খিস্তি করছে সে।

শুরুতে ট্রেইলটা অবশ্য এত দুর্গম ছিল না, কয়েকশো ফুট উপরে উঠবার পর বাঁক আর খাড়া ঢালের শুরু হয়েছে। দু'পাশে পাহাড়ের শরীর গ্র্যানিটের তৈরি, কোনরকম গাছই জন্মেনি, শুধু কয়েকটা খর্বাকৃতির সিডার রয়েছে মাঝে মধ্যে।

গতকালের মত গরম পড়ছে, তেতে উঠেছে মাটির উপর সবকিছু। স্যাডলে বসে থেকে ট্রেইলের প্রতিটি বাঁক, ঢাল আর দীর্ঘ মেসার মত সমতল পথগুলো জরিপ করল জেমস। মাঝে মধ্যে সরু হয়ে এসেছে ট্রেইল, পাশে গভীর খাদ ক্যানিয়নের তলায় নেমে গেছে; কখনও কখনও দু'পাশে কিছুটা নিচু জায়গা রয়েছে।

সামনে পাহাড়ের কোণে বাঁকের পর আবার চড়াইয়ের শুরু। উচ্চতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সরু হয়ে গেছে ট্রেইল, এবং সবশেষে, রীজের চূড়া থেকে খাড়াভাবে নেমে গেছে দুই ক্যানিয়নের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ পথ ধরে। চওড়া বাঁকটা পেরিয়ে এল জেমস, মোটামুটি সোজা রাস্তা দেখতে পেল, সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে ওর অস্থির দৃষ্টি।

জায়গাটার কথা বলে দিতে হলো না ওকে, একনজর দেখেই বুঝতে পারল শ্লেটের তৈরি এ জায়গাটাকেই ভয় পায় সব ড্রাইভার।

পাহাড়ের পুরো শরীরই শ্লেটের তৈরি, খনন করে রাস্তা তৈরি করা গেছে বটে, কিন্তু সমান করা যায়নি। ট্রেইলটা বিপজ্জনক বিভিন্ন কারণে, একে তীক্ষ্ণ বাঁক আর চড়াই-উৎরাই, তার উপর শ্লেটের তৈরি হওয়ায় কুয়াশা পড়লে পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। গরমের সময় গলে যায় শ্লেট, আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এ কারণেই জায়গাটাকে ঘৃণা করে ওয়্যাগন ড্রাইভাররা।

মাইল খানেক পর ক্যানিয়নের পাশে চায়না বয়ের অবস্থান। জায়গাটা অবশ্য মোটামুটি সমতল। বেশ কিছু দালান ছাড়াও কয়েকটা ব্যারাক রয়েছে। পিউতে থেকে আসা-যাওয়া করে কাজ করা কঠিন বলে এখানেই থাকে শ্রমিকরা। বিশাল গ্রেডিং শেডটা ক্যানিয়নের কিনারে, ওয়্যাগনগুলোকে কেবল ওখানে নিয়ে গেলেই হয়, মিনিট কয়েকের মধ্যে লোড হয়ে যায়।

ওদের আগেই পৌঁছে গেছে জিরার্ড। গল্প করে সময় নষ্ট করবার সময় কারও হাতে নেই। খনির ভিতরে কাজ চলছে, এঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ হচ্ছে নিরন্তর। মৃদু কাঁপছে পায়ের তলার মাটি। নিজের ওয়্যাগন লোডিং প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গেল জ্যাক, ওয়্যাগন লোড হওয়ার ফাঁকে খটখটে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্য ড্রাইভারদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করল সে। বেশিরভাগ শ্রমিকই কঠিন মানুষ, শেভ করে কম এবং নোংরা কাপড় পরনে।

'কথাগুলো মনে রেখো, বয়েজ। সামনের ওয়্যাগন থেকে যথেষ্ট দূরে থেকো যাতে ধুলোর কারণে দেখতে অসুবিধা না হয়। মনে রেখো, ক্ষমতার চেয়েও বেশি ওজন বইতে হচ্ছে তোমাকে এবং ঢালু পথে নেমে যেতে হবে। যদি মনে হয় ওয়্যাগন সামলাতে পারছ না, স্রেফ লাফ দেবে। ওয়্যাগন বা ঘোড়ার কী হলো, ভাববার দরকার নেই। যাক্‌গে, এই বলবার আছে আমার।'

নিজের ওয়্যাগনের দিকে এগোল জেমস, সঙ্গে আসছে জ্যাক। ওকে কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু মুখ খুলবার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না। ওয়্যাগনের পাদানিতে পা রেখে সিগারেট ধরাল সে, শেষে বলল: 'মনে আছে তো, জেমস, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে কী করতে হবে? বিশ টন আকরিক তোমার উপর হুড়মুড় করে পড়বার বিনিময়ে কন্ট্রাক্ট পেলেও কাজে আসবে না আমাদের।'

'মনে আছে।'

'আরেকটা কথা,' গম্ভীর স্বরে খেই ধরল জ্যাক। 'শ্লেটের পথ পেরোনোর সময় স্টিরাপ থেকে পা সরিয়ে রেখো আর হার্নেসের উপর চোখ রেখো। বাঁক ঘুরবার সময় চোখের নিমেষে ঘূর্ণনের কারণে পা ভেঙে যেতে পারে।'

জ্যাককে চলে যেতে দেখে মৃদু হাসল জেমস। জ্যাকের ধারণায় ওর সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

ওয়্যাগন লোড করবার পর যাত্রা শুরু করল ওরা। স্যাডল হর্নের সঙ্গে লাগানো ব্রেকের স্ট্র্যাপে স্থির হয়ে আছে জেমসের ডান হাত, অন্য হাতে

মিউলগুলোর লাগাম। ব্রেক চেপে পরখ করে নিল ও, ওয়্যাগন তেমন গতি পায়নি, কিন্তু তারপরও ওটাকে থামাতে গিয়ে টের পেল সত্যিই অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছে ওয়্যাগনে। ব্রেক লেভারের দিকে তাকাল ও, ভাবছে আসলেই ওটা তেমন জুৎসই কিনা। নিরাপদে নীচে নেমে যেতে হলে মজবুত লেভারের বিকল্প নেই।

পরমুহূর্তে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। সামনে কেবল দশটা ঘোড়ার পিঠ এবং আরও সামনে জ্যাকের ওয়্যাগনের অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। ধুলো ঢেকে রেখেছে দৃষ্টিপথ। তিনটে জিনিস মনে রাখতে হবে, নিজের উদ্দেশে বলল ও, বাঁকের আগে পতাকার সংকেত খেয়াল করতে হবে সময়মত, যেখানে বাম দিক থেকে ডানে মোড় নিতে হবে ওকে; লীড-টিমের পাশাপাশি সুইং দলের উপরও চোখ রাখতে হবে; এবং ব্রেকের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ব্যাপারটা কোনভাবেই ভুলে যাওয়া চলবে না।

ঢালু পথে জ্যাককে নিরাপদে নেমে যেতে দেখে লম্বা দম নিল ও। টের পাচ্ছে মৃদু কম্পনের পরও ভারী ওয়্যাগনের নিয়ন্ত্রণ এখনও ওর হাতে রয়েছে। কিন্তু নীচে নেমে আসবার সময় অসুবিধের সম্মুখীন হলো। ওয়্যাগনের মৃদু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ওয়্যাগন গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হলো না দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করল। আপাতত এ নিয়ে না ভাবলেও চলবে।

মোড়ের কাছে চলে এসেছে ও। ধনুকের মত বাঁকা ঢালু পথ নীচে নেমে গেছে। বামে মোড় নিয়ে পাহাড়ের কিনারায় শেষ হয়েছে, এত আচমকা যে পথের বাকি অংশ চোখে পড়ছে না এখান থেকে। ব্রেক টেনে ধরল ও, পরখ করবার ইচ্ছে। ব্রেকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ মিউলের খুরের ছন্দময় শব্দ ছাপিয়ে উঠল। ব্রেকের স্ট্র্যাপের উপর চাপ বাড়াল জেমস, তীক্ষ্ণ শব্দটা একসময় আর্তনাদে রূপ পেল। কাঠ চড়চড় করে উঠল—স্ট্যাপগুলো ছিঁড়ে গেছে!

ব্রেকের লিভার ভেঙে গেছে, না তাকিয়েও বুঝতে পারল জেমস। দীর্ঘ একটা মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো ওয়্যাগনটা হয়তো নড়ছে না, তারপর চাকার ঘড়ঘড় শব্দ বেড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ টের পেল যে-কোন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে—ঢালু পথে নেমে গিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক পেরিয়ে যেতে হলে বিধাতার সাহায্য লাগবে ওর, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা নিজেই দেখতে পাচ্ছে না—হয় ওকে লাফ দিয়ে ওয়্যাগন ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে হবে, নয়তো অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা করতে হবে।

বুক ধড়ফড় করছে ওর, বুকের খাঁচার ভিতর দমাদম লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আচমকা মিউলগুলোর উদ্দেশে বুনো চিৎকার করল ও, রাগে খিস্তি করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জেমস—চেষ্টা করবে, এবং নিশ্চিত ব্যর্থতা জেনেও ঝুঁকিটা নেবে!

ঘুম থেকে জাগল যেন মিউলগুলো, ওর চিৎকারে সজাগ হয়েছে। ঢালু পথে নামতে শুরু করল ওয়্যাগন। লীডার ঘোড়াগুলোকে সিগন্যাল দেওয়ার দরকার হলো না, একটা পথই আছে যাওয়ার জন্য। সুইং টিমের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে দেওয়া যাবে না, নিজেকে বলল জেমস, নইলে চিৎপটান হয়ে যাবে পুরো ওয়্যাগন, আছড়ে পড়বে ঘোড়া আর ওর উপর। হয়তো ক্লিফ থেকে খসে পড়বে।

তীর বেগে ছুটছে মিউলগুলো, বাঁকের শুরু হয়েছে। শক্ত কঠিন শিলার উপর আছাড় খাচ্ছে ওয়্যাগনটা, যেন কোন দানব আক্রোশ প্রকাশ করছে। সামনের মিউলগুলো বাঁক নিচ্ছে, টান টান হয়ে গেছে সব শিকল। একে একে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ জোড়াও পেরিয়ে গেল—বাঁকের ওপাশে চলে গেল, পেরোনোর সময় শিকলের সঙ্গে পাহাড়ের শরীরের ঘর্ষণের ফলে কর্কশ শব্দ তুলল। পাহাড়ী দেয়াল থেকে কিছুটা সরে বাঁক পেরোনোর চেষ্টা করল সপ্তম আর অষ্টম জোড়া, ঝাঁকুনি খেল ওয়্যাগন। নবম জোড়া, সুইং টিম এইমাত্র ঘুরতে শুরু করেছে। লাগাম টেনে ধরে ওগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়াস পেল জেমস, বাঁকের মুখে তুলে ফেলল মন্থর গতিতে। সবচেয়ে কাছের মিউলটা মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়েও লাফিয়ে আগে বাড়ল, যতটা না সামলে নেওয়ার প্রচেষ্টায় তারচেয়ে আতঙ্কই তাড়া করল ওটাকে।

পুরো পাঁচ সেকেন্ড লাগল বাঁক ঘুরতে, পাশ ফিরতে পাশের অতল গহ্বর চোখে পড়ল জেমসের। কিছুক্ষণের মধ্যে, হয় জিতবে নয়তো মরবে। পিছন ফিরে তাকাল না। চিৎকার করে উৎসাহ জোগাল মিউলগুলোকে, একই গতিতে এগোচ্ছে। টানটান হয়ে আছে শিকল, বাঁক ঘুরবার সময় কেঁপে উঠল পুরো ওয়্যাগন, পাথরের সঙ্গে চাকার সংঘর্ষের তীক্ষ্ণ শব্দ, টায়ারের আর্তনাদ কানে এল। পিছন ফিরে তাকানোর উপায় নেই, কেবল অপেক্ষাই করতে পারে!

এতক্ষণে যখন কিছুই হয়নি, বহাল তবিয়তে আছে, জানে জেমস; ছুটছেও তীব্র গতিতে। বাঁকটা প্রায় পেরিয়ে এসেছে। সামনে খোলা জায়গা, রাস্তা মোটামুটি সমতল। কয়েকশো গজ পর বামে মোড় নিয়ে হঠাৎ নেমে গেছে ঢালু পথের আকারে। পাহাড়ের দুই কিনারার মাঝখানে সংকীর্ণ রীজটা পেরিয়ে যেতে হবে। রীজের পর চড়াইয়ের শুরু, এমন চড়াই যে ওয়্যাগনটা এমনিতে থেমে যেতে পারে।

রীজের কাছাকাছি গেলে কী হবে, একটার উপর আরেকটা ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়বে, নাকি নিরাপদে জায়গাটা পেরিয়ে যাবে? জানবার উপায় নেই, এই মুহূর্তে কয়েকটা মিউল সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, আতঙ্ক তাড়া করছে ওগুলোকে। জেমস এটা জানে যে একবার রীজে পৌঁছতে পারলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে ঘোড়াগুলো, এমনও হতে পারে ওয়্যাগন টানবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। ব্রেক ছাড়া পিছিয়ে আসবে ওয়্যাগন, ঢালু পথে খসে পড়বার

সম্ভাবনাই বেশি, হয়তো জোয়াল ভেঙে ওয়্যাগন আলাদা হয়ে যাবে, নীচের অতল খাদে খসে পড়বে সবকিছু–ওয়্যাগন, মিউল এবং ও নিজে। যেভাবে হোক সেটা ঠেকাতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

কোনরকম বিরতি ছাড়া বা গতি না কমিয়ে রীজ পেরিয়ে যেতে হবে।

ওয়্যাগনের কিনারা মিউলের পাছা ছুঁয়েছে প্রায়, চিৎকার করে ঘোড়াগুলোর গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল জেমস। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, কেবল অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া কিছুই করবার নেই ওর। এই অবসরে ঝুঁকে ব্রেকের স্ট্র্যাপ তুলে নিল জেমস। প্রথমে স্ট্র্যাপ, তারপর ভেঙে যাওয়া লেভার–যেটা এতক্ষণ ঝুলে পড়েছিল–তুলে নিল। নয় ফুটের মত অবশিষ্ট আছে। স্যাডলের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে লেভারটা রেখে ব্রেক থেকে স্ট্র্যাপ খুলে ফেলল ও।

লীড মিউলগুলো রীজে পৌঁছে গেছে, পিছনেরগুলো একই গতিতে অনুসরণ করছে। ধীরে ধীরে বাঁক নিচ্ছে এখন। সুইং টিমকে কিনারার দিকে চালনা করল জেমস, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল টানটান হয়ে পড়া শিকলের দিকে। ধীর গতিতে বাঁক পেরিয়ে গেল ওয়্যাগন। পাহাড়ের শরীর প্রায় ছুঁইছুঁই করছে চাকাগুলো, যে-কোন সময়ে সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারে। মোড়টা তেমন তীক্ষ্ণ নয় বলেই বোধহয় শেষ রক্ষা হলো, নইলে হয়তো ওয়্যাগন সহ পাশের খাদে পড়তে হত ওকে।

আচমকা চড়াইয়ে উঠে এল ওরা। লীড মিউলগুলো উঠে গেল কয়েক ফুট, শিথিল হয়ে গেল শরীর; তারপর একে একে অন্যগুলোও অনুগামী হলো। ক্রমাগত তাড়ার কারণে নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করেছে। ওয়্যাগনের গতি কমে এসেছে, স্টিরাপ থেকে পা সরিয়ে নিল জেমস, ব্রেক লেভারটা এখনও হাতে ধরা। মরিয়া চেষ্টার পরও ওয়্যাগনকে টানতে পারছে না মিউলগুলো, বলা যায় থেমে গেছে।

লাফিয়ে স্যাডল থেকে নামল জেমস, নীচে নেমে পিছিয়ে এল। দূরের বিশাল দুই চাকার স্পোকের আড়াআড়ি আটকে রাখল লেভারটা, যাতে আচমকা বা ওজনের কারণে ওয়্যাগন পিছিয়ে না যায়। এক প্রান্ত ঠেস দিয়ে রেখেছে ওয়্যাগনের পাটাতনের সঙ্গে। এবার পিছিয়ে এল ও, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে ঘোড়াগুলোকে, মনে মনে প্রার্থনা করছে। থরথর করে কাঁপছে প্রতিটা ঘোড়া, ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আপাতত কিছুক্ষণ বিশ্রাম না দিলেই নয়।

ওয়্যাগন থেকে একপাশে সরে এল ও। দূরে জ্যাকের কণ্ঠ কানে এল, সমানে খিস্তি করছে। চাকার ঘড়ঘড় শব্দ ক্ষীণ হয়ে এল, থেমে গেল ওয়্যাগন।

রাস্তার কিনারে বসে পড়ল জেমস, আচমকা হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না যেন। ক্লান্তি লাগছে ওর, শারীরিক শ্রম নয় বরং মানসিক উদ্বেগের কারণে।

কাঁধে ভারী একটা হাতের স্পর্শে সংবিৎ ফিরল ওর। 'দারুণ দেখিয়েছ, বয়!' নিচু কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'সাবাশ! কাজটা শেষ করেছ তুমি!'

উঠে দাঁড়াল জেমস। হাত কাঁপছে ওর, চোখ তুলে জ্যাক রাইলির মুখে ঘাম দেখতে পেল।

'আরেকটু হলেই গেছিলে! ঈশ্বরের দয়া! ওয়্যাগন চালাব কি, সারাক্ষণ তোমার দিকে ছিল আমার নজর। ইশ্‌শ্‌, অন্তত তিনবার মরতে মরতেও বেঁচে গেছ–তিনবার!'

সহাস্যে মাথা নাড়ল জেমস। 'এখনও মরতে পারি আমি, জ্যাক। এক জীবনের সব সৌভাগ্যের সুবিধা নেওয়া হয়ে গেছে আমার।'

'কী হয়েছে? ব্রেক লেভার ভেঙে গিয়েছিল?'

আঙুল তুলে দেখাল জেমস। মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাক, এগিয়ে গিয়ে লেভারটা দেখল, বাঁটের প্রান্ত স্পোকের মাঝখানে আটকা পড়ে আছে এখন। করাতের কাটা দাগ এতটা তাজা যে কারও চোখ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। প্রায় অর্ধেক কাটা হয়েছিল, যাতে ওজন নিয়ে ওয়্যাগন চালাতে গেলে বাকিটা ভেঙে পড়ে।

কাছে গিয়ে দাগটা দেখল ওরা। মোম আর বালি লেগে আছে বাইরের দিকে। যে-ই এই কাজ করে থাকুক, মজবুত ওক কাঠের গায়ে কাটা দাগ মুছে দিতে পেরেছে সাফল্যের সঙ্গে।

'কীন বিলিংসের কলজে ছিঁড়ে ফেলব আমি!' নিচু স্বরে শপথ করল জ্যাক রাইলি। 'ও-ই জঘন্য কাজটা···'

'ও আমার, জ্যাক,' শান্ত স্বরে বাধা দিল জেমস। পিছন ফিরে পেরিয়ে আসা রাস্তার উপর চোখ বুলাল। তৃতীয় ওয়্যাগনটা চালিয়ে নিয়ে আসছে বিল গার্নি। 'তুমি যদি ওকে খুন করো, তা হলে আমিই তোমাকে খুন করব!' জ্যাকের দিকে ফিরে খেই ধরল ও, তপ্ত ক্রোধে কেঁপে উঠল কণ্ঠ। 'কীন বিলিংস আমার, জ্যাক! ক্রেইগ কারভারকেও ছুঁয়ো না কেউ!'

গম্ভীর মুখে নড করল জ্যাক রাইলি।

মিনিট দশ পর পিউতের দিকে যাত্রা করল ওরা। জরুরি মুহূর্তের জন্য সবসময় সঙ্গে একটা কাঠ রাখে বিল গার্নি, ওটাকে জেমসের ওয়্যাগনের ব্রেক লেভার হিসেবে কাজে লাগানো হলো।

সন্ধ্যা ছ'টার আগেই ইউনিয়ন মিলে সব আকরিক শিপমেন্ট করল ওরা। ফিরে আসবার সময় জেমসের পকেটে একটা চুক্তির কাগজ থাকল, জিরার্ড আছে ওর সঙ্গে। শেষ ট্রিপের সময় ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল খনি সুপার। কাজ শেষে টিমস্টারদের নিয়ে মিলিত হলো জেমস, যার যেভাবে ইচ্ছে সাফল্য উদ্‌যাপন করবার ঘোষণা দিল।

এ যেন অন্য এক জেমস কারভার, সকালের লোকটি থেকে একেবারে ভিন্ন। সঙ্গীদের উৎফুল্ল চিৎকারে স্রেফ মৃদু হাসল ও, অভিনন্দনের জবাবে

কিছু বলল না। এমন একটা কাজ সে করেছে যা করবার সাহস এদের কেউই করত না–অকপটে জানাল ড্রাইভাররা, আর এভাবেই নিজেকে অন্যদের চেয়ে উপরে আসীন করেছে জেমস।

কিন্তু হৃদয়ের গভীরে কঠিন ঘৃণা অনুভব করছে ও, যে-কেউ ওর ধূসর চোখে ক্ষোভ দেখতে পাবে। ধুলোমলিন মুখে নির্লিপ্ততার মুখোশ, কিন্তু চোখজোড়া জ্বলছে প্রতিহিংসায়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাক রাইলির দৃষ্টি এড়াল না ব্যাপারটা। 'চুক্তির খবরটা ম্যাটকে দেওয়া উচিত,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'তুমি যাও, জ্যাক। একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। একাই করতে হবে।'

'একা?' পায়ের ভর বদল করে জানতে চাইল জ্যাক, সন্দিগ্ধ দেখাচ্ছে।

'একা।' জ্যাকের হাতে চুক্তির কাগজ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল জেমস।

এগারো

শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে যাওয়া গলির মাঝামাঝি একটা রঙহীন ফ্রেম হাউসে থাকে সেলিয়া হিউস্টন। বাড়িটার এক অংশে থাকে ও, পরিবার নিয়ে অন্য অংশে থাকে এক খনি-কর্মচারী। রাতের বেলা খনিতে কাজ করে লোকটা। ছোট একটা বাচ্চা আছে ওদের। রাতে ঠিকমত বিশ্রাম নেওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না সেলিয়ার পক্ষে, সেজন্য বাড়ির অন্য অংশের কেউ দায়ী নয়, বরং শহরের কোলাহলই দায়ী।

দরজায় নক হতে প্রথমে বুঝতেই পারল না সেলিয়া, কারণ বাড়ির অন্য পাশে বাচ্চাটা চিৎকার করছে। প্রায় ঘুম নেমে এসেছে ওর চোখে, এসময় দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল। মৃদু অস্বস্তি আর আশঙ্কার শীতল অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর ভেতরটা। বিছানা ছেড়ে পরনের রোবের উপর একটা চাদর চাপাল ও। 'এক মিনিট, প্লীজ,' সাড়া দিল ও।

টের পেল দেয়াশলাইয়ের কাঠিটা মৃদু মৃদু কাঁপছে ওর হাতে। টেবিলে লণ্ঠন রেখে দরজার দিকে এগোল। লণ্ঠনের পাশে টেবিলের উপর একটা পিস্তল পড়ে আছে, আচমকা মনে পড়তে ফিরে এল ও।

'কে?' দরজার কাছে এসে জানতে চাইল সেলিয়া।

'জেমস কারভার।'

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

ভিতরে ঢুকল জেমস। পায়ে ধুলোমাখা বুট; কর্ডুরয় প্যান্ট এবং সূতী শার্ট পরনে।

চাদরটা গায়ের উপর চাপাল সেলিয়া, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। 'চুক্তির কথা শুনেছি আমি, মি. কারভার,' বলল ও। 'অভিনন্দন!'

'ধন্যবাদ,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জেমস। আচমকা এখানে আসবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল না। টেবিলের উপর হ্যাট রেখে ঘুরে দাঁড়াল, সেলিয়া হিউস্টনকে দরজা বন্ধ করে দিতে দেখল।

'রাতেও কি কাজ করতে হবে, মি. কারভার?'

'না। বোসো।' মৃদু স্বরে বলল জেমস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সেলিয়াকে। দেয়ালের কাছাকাছি একটা বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, লণ্ঠনের আলো বলতে গেলে পৌঁছায়নি সেখানে।

'তা হলে তুমিও দয়া করে বসো। কফি তৈরি করব?'

মাথা নেড়ে রকারে বসল জেমস। হাঁটুর উপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল ও, পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেছে আঙুলগুলো, দৃষ্টি মেঝেয় নিবদ্ধ। ওর ভাবভঙ্গি দেখে অস্বস্তি অনুভব করল সেলিয়া, মুহূর্তের জন্য অজানা একটা বিপদের ভয় গ্রাস করল ওকে।

'চায়না বয় থেকে কতটুকু আকরিক শিপমেন্ট হয়েছে, শুনেছ?' দৃষ্টি তুলে জানতে চাইল জেমস।

'চারশো টন। কথা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের আগে সেটা শিপমেন্ট করতে পারলে চুক্তি করবে জেরার্ড। কেন জানতে চাইছ?'

উত্তর দিল না জেমস। ফের নিজের বুটের দিকে তাকাল, নিচু স্বরে বলল: 'একজন লোককে খুন করব আমি···না, দু'জনকে···হয়তো তিনজন। তার আগে অবশ্য ওদের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না সেলিয়া। 'নিশ্চিত হতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, তাদের অপরাধ সম্পর্কে,' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেমস। 'বিশ টন আকরিক থাকা অবস্থায় আমার ওয়্যাগনের ব্রেক লেভার ভেঙে গিয়েছিল আজ।'

'তোমার ওয়্যাগন?' দ্রুত জানতে চাইল সেলিয়া। 'আমি জানতাম না তুমি একটা ওয়্যাগন রাইড করেছ, মি. কারভার।'

'এছাড়া উপায় ছিল না। সকালে জিম রাফকে নিতে গিয়ে দেখি মাতাল হয়ে পড়ে আছে সে।'

'তাই?' কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে মুখ অর্ধেকটা হাঁ হয়ে গেল সেলিয়ার। আজকে বিল্লিংসের সঙ্গে কথা হয়নি ওর। জানত জিম রাফের কারণে ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটকে থামানো যাবে না, কিন্তু যা ঘটেছে তাও কানে আসেনি ওর। এখন সবকিছু বুঝতে পারছে। জিম রাফের বদলে ওয়্যাগন রাইড করেছে জেমস কারভার, তার ওয়্যাগনের ব্রেক লেভার ভেঙে

গিয়েছিল। অজান্তে শিউরে উঠল সেলিয়া, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'তাই নাকি?' ক্ষীণ স্বরে বলল ও, শেষে শুধরে নিল কথাটা: 'না, পুরোটা জানতাম না। ব্রেকের ব্যাপারে জানতাম না।'

'করাত দিয়ে ওটার অর্ধেক আগেই কেটে রাখা হয়েছিল,' জানাল জেমস, এখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সেলিয়াকে। 'গতরাতে জঘন্য এই কাজটা করেছে কেউ, হয় জিম রাফ নয়তো রাফকে যে-লোক ড্রিঙ্ক দিয়েছে, সে-ই কাজটা করেছে।'

'ওহ্, কী ভয়ানক ব্যাপার!' বিড়বিড় করল সেলিয়া। 'তোমার কিছু হয়নি তো?'

'দেখতেই পাচ্ছ, ওদের চালে কাজ হয়নি।' সিধে হয়ে চেয়ারের ব্যাকরেস্টে শরীর এলিয়ে দিল ও। থুতনির সঙ্গে হাতের তালু রেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেলিয়ার দিকে। কিছুই বলল না ও, কিন্তু সেলিয়া হিউস্টন নিশ্চিত টের পেল এরপর কী আসছে।

অজ্ঞতার ভান করল মেয়েটি, অবধারিত ব্যাপারটা এড়ানোর জন্যই। 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, মি. কারভার। আসলে কী বলতে চাও তুমি?'

'পুরো ব্যাপারটা কেমন বেখাপ্পা, তাই না?' বিড়বিড় করল জেমস। 'সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলল ম্যাট। সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় কোন ওয়্যাগন ড্রাইভারকে ভাড়া করতে পারল না ও, কারণ শহরের বাইরে থাকবার জন্য সব ড্রাইভারকে ইতোমধ্যে কিনে ফেলেছে ক্রেইগ কারভার। হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া কিছুই করবার ছিল না আমাদের।' গলার স্বর বদলে গেল ওর, শান্ত হয়ে এসেছে এখন। 'বুঝতে পারছ নিশ্চই?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা নাম জানতে পারলাম আমরা—জিম রাফ। হাতে কোন কাজ ছিল না ওর, এবং কাজটা করবার ইচ্ছেও ছিল ওর।' ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল জেমসের স্বর, তাকিয়ে আছে সেলিয়ার দিকে।

না জানবার ভান করে আর লাভ হবে না, স্পষ্ট বুঝতে পারছে সেলিয়া। লালচে হয়ে উঠল ওর গাল। 'বুঝতে পারছি,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আমার বিপক্ষেই যায়, তাই না?'

কিছু বলল না জেমস।

এদিকে অনড় বসে আছে সেলিয়া, চোখ তুলে জেমসের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে নিজেকে রক্ষা করবার ষোলোআনা তাগিদ অনুভব করছে। প্রবল আতঙ্কই কথা জোগাল ওর মুখে। 'জিম রাফের নাম প্রস্তাব করিনি আমি, মি. কারভার! আমি জানতে চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করেছ কিনা। জ্যাকই ওর নাম প্রস্তাব করেছিল, আমি নই!'

এবারও কিছু বলল না জেমস। ওর নীরবতাকে দ্বিধা বলে ভুল করল

সেলিয়া হিউস্টন। যথেষ্ট চালাক মেয়ে ও, পাল্টা আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত নিল। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের দিকে এগোল। রাগে লালচে হয়ে গেছে মুখ, ভাব দেখে মনে হলো অপমান বোধ করছে। 'আমাকে অভিযুক্ত করবার অধিকার কি আছে তোমার, মি. কারভার?' রাগে তপ্ত কণ্ঠে জানতে চাইল সেলিয়া। 'কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে···'

'কীসের প্রমাণ?' জানতে চাইল জেমস।

থমকে গেল সেলিয়া, দ্বিধা করছে। 'তুমি হয়তো ভাবছ ব্রেক লেভারটা আমিই ভেঙেছি!'

'উঁহুঁ, তেমন কিছু বলিনি,' অধৈর্য দেখাল জেমসকে। 'বরং অনুমান করছিলাম কাজটা কার হতে পারে।'

'কিন্তু সন্দেহ না করলে আমাকে জিম রাফের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে না! মি. কারভার, অনুমান বা সন্দেহ করবারও অধিকার নেই তোমার!'

উঠে দাঁড়াল জেমস, টেবিল থেকে সেলিয়ার পিস্তলটা তুলে নিয়ে পাশ ফিরল। উল্টো দিকের দেয়ালে একটা আয়না আছে, একনজর দেখে আয়নার উদ্দেশে গুলি করল।

কিছুই হলো না আয়নার। পিস্তলটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলল জেমস, তারপর দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে ফিরল সেলিয়ার দিকে।

দেখবার মত অবস্থা হয়েছে মেয়েটির মুখ। ভয়, আতঙ্ক, ক্ষোভ আর তাচ্ছিল্য দেখা গেল, শেষে মিষ্টি হাসি ফুটল মুখে। এমন এক হাসি যেটাকে স্বতঃস্ফূর্ত বা পুরোপুরি আন্তরিক বলা যাবে না। 'দেখতে পাচ্ছি, আমার বসের দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ, মি. কারভার!'

'আমার শ্রবণশক্তিও খুব ভাল।'

'স্বীকার করছি, ছিনতাইয়ের ঘটনাটা আসলে সাজানো ছিল। কেউ যদি তোমাকে কাজ দিতে না চায় তো কাজটা পাওয়ার জন্য কী করবে তুমি? সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে যদি তাকে নিজের কাছে ঋণী করতে পারো। তাই করেছি আমি। আমার মনে হয়েছিল যদি সম্ভাব্য একটা ছিনতাই থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারি, তা হলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করবে তোমরা। আমি যখন কাজের জন্য অনুরোধ করব, তোমরা হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাই তো হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল জেমস, এখনও দেখছে মেয়েটিকে।

কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে সেলিয়া হিউস্টন। 'কাজটা যে একেবারে সৎ হয়েছে তা বলছি না। লোকটাকে টাকা দিতে হয়েছে। আমার নিশানা ভাল নয় বলে ব্ল্যাংক বুলেট ব্যবহার করি। গুলির শব্দ শুনে পার্থক্যটা ধরা পড়ে যায় তোমার কানে। কিন্তু কাজটা পেয়েছি আমি, এবং সেটা ধরেও রাখব, মি. কারভার। তোমার ক্ষতি হয়েছে, এমন কিছু কি করেছি?'

এবার নীরব থাকল জেমস।

'কখনও অভুক্ত, কখনও আধ-বেলা খেয়ে দিন যাচ্ছিল আমার। একটা কাজ পাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সেটা কেবল এভাবেই সম্ভব ছিল। সেলুনের কোন মেয়ে হিসেবে কাজ করতে চাইনি আমি। আমার কৌশলে কি কারও ক্ষতি হয়েছে? না। জিম রাফের কথা কীভাবে জেনেছি, আগেই বলেছি তোমাকে। ও ছাড়াও আরও কয়েকজন ভাল ড্রাইভারের কথা জানি–আর্চ মাস্টার্স, জো হামফ্রে, জেক বদওয়েল, ল্যুট হ্যামলিন। ওদের চরিত্রের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারব না আমি, জিম রাফের ক্ষেত্রেও তাই, কিন্তু ওরা যে ভাল ড্রাইভার তা নিশ্চিত বলতে পারি।'

'তাই?'

'বিশ্বাস করছ না আমাকে!?'

টেবিলের কাছে এসে হ্যাট তুলে নিল জেমস।

'করেছ?' ফের জানতে চাইল সেলিয়া।

'সত্যি কথাই বলি,' চোখ তুলে তাকাল জেমস। 'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, কোনটাই করিনি। তবে আবার কখনও যদি তোমাকে সন্দেহ করি, তো সেটা হবে শেষবারের জন্য।' ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল মেয়েটিকে, শান্ত স্বরে বলল: 'জুয়াড়ী, জোচ্চোর, আউটল, কাপুরুষ বা চোর···এদেরকে অতটা খারাপ মনে হয় না আমার, ঘৃণাও করি না, কারণ প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা উদ্দেশ্য থাকে এবং ওদের সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার। কিন্তু একজন বেঈমানকে কখনও সহ্য করি না, যেহেতু কারও বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে! শুভরাত্রি।'

'দাঁড়াও, মি. কারভার!' মরিয়া হয়ে ডাকল সেলিয়া। 'তোমার সন্তুষ্টির জন্য···'

বাইরে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল কেউ, কথাটা শেষ করা হলো না সেলিয়ার। কান পাতল ও। আবার শোনা গেল চিৎকারটা। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল।

'আগুন! আগুন! বেরিয়ে এসো সবাই!'

দরজা খুলে ফেলল জেমস। শহরের কেন্দ্রে লালচে আভা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের অলিখিত রীতি অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে বাধ্য, মাঝে মধ্যে নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটলেও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের আবেদন যে-কেউ শোনে।

দরজার উপর ঘুরে দাঁড়াল জেমস। 'এখনও ওয়েস্টার্নের হয়ে কাজ করছ তুমি, সেলিয়া। শুভ রাত্রি।'

জেমস বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল বোধ করল সেলিয়া হিউস্টন, চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বুজল ও।

অল্পের জন্য ধরা পড়েনি! স্বস্তি বোধ করবার কথা, কিন্তু আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল সেলিয়া। ম্যাট রায়ান বা ওয়েস্টার্নের ক্ষতি করবার ইচ্ছে ষোলোআনাই আছে ওর, সেজন্যই সাহায্য করছে কীন বিলিংসকে; কিন্তু চায় না অযথা খুন

হোক কেউ–সে জেমস আর ম্যাটই হোক।

সামান্য কিছু তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে ওয়েস্টার্নের ক্ষতি করতে চাইছে ও, অথচ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি ওর দেওয়া তথ্যের কারণে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে জেমস বা ম্যাটের ভাগ্যে।

লোভনীয় মজুরি দিয়ে পিউতের সমস্ত ড্রাইভারদের ভাড়া করে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে মনার্ক, যাতে আকরিক শিপমেন্টের সময় প্রয়োজনীয় ড্রাইভার না পায় ওয়েস্টার্ন। সুস্থ থাকলে ম্যাট রায়ান নিজেই একটা ওয়্যাগন চালাত, তার মানে কসমোপলিটনের দুর্ঘটনা আসলে সাজানো–কেউ ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়েছে জেমসকে, চেয়েছে অন্তত একজন অক্ষম হয়ে পড়ুক। ঠিক তাই হয়েছে, ভাবছে সেলিয়া, ম্যাট অসুস্থ হয়ে পড়ায় একজন ড্রাইভার দরকার হয়ে পড়ে ওয়েস্টার্নের। কাউকে যখন পেল না, কীন বিলিংসের দেওয়া তথ্য পাচার করেছে সেলিয়া, জিম রাফকে ভাড়া করে জেমস···

চিন্তাটা মাথায় আসতে শিউরে উঠল ও। জিম রাফকে ভরপেট হুইস্কি খাইয়ে অচল করে দিয়েছে কেউ, তারপর বোধহয় ওয়্যাগনের ব্রেক লেভার অর্ধেক কেটে রেখেছে যাতে দুর্ঘটনা ঘটে! লোকটা যে-ই হোক, আঁচ করতে পেরেছিল জেমস কারভারই জিম রাফের ওয়্যাগন চালাবে!

কীন বিলিংস! কারণ জিম রাফের কথা আর কারও জানবার কথা নয়।

সত্যের অনুসন্ধান তিক্ত অপরাধবোধ নিয়ে এল সেলিয়ার মনে। মনার্ক ম্যানেজারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভুল করেনি তো? জেমস আজ খুন হয়ে গেলে তাতে কি ওরও কিছুটা ভূমিকা থাকত না?

*

ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট কোম্পানি চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট পেয়েছে এবং জেমস কারভারের ওয়্যাগন-দুর্ঘটনার ঘটনা শুনে সারা শরীর হিম হয়ে গেল কীন বিলিংসের। সন্ধ্যার অনেক পরে খবর পেয়েছে সে, সবে তখন একটা সেলুনে ঢুকে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিয়েছে। ড্রিঙ্ক স্পর্শ না করেই সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে এল বিলিংস, ব্যস্ত রাস্তা ধরে দ্রুত কসমোপলিটন হোটেলের দিকে এগোল।

ফারো টেবিলে শেরিফ স্যাম লোয়েলকে পেল ও। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিড় ঠেলে এগোনোর সময় হ্যাট খুলে হাতে নিল ও, মুখ নির্বিকার রাখবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে শেরিফের ঘাড়ে আলতোভাবে হাত রাখল। 'এক মিনিট, শেরিফ। কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসতে পারবে?'

নিচু স্বরে অন্যদের উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের চিপস পকেটস্থ করল লোয়েল, বিলিংসের পিছু পিছু সেলুন থেকে বেরিয়ে নির্জন লবির এক কোণে এসে দাঁড়াল।

মুখোমুখি হলো বিলিংস, যুগপৎ রাগ আর শঙ্কা দেখা গেল তার চোখে। 'তোমার বেঈমানিতে কাজ হয়নি!' চাপা স্বরে বিষোদ্গার করল সে। 'জেমস কারভার মরে তো যায়ইনি, বরং চুক্তিটাও বাগিয়েছে!'

'কীসের কথা বলছ?'

'জেমস কারভারের কথা বলছি!' কর্কশ স্বরে বলল বিলিংস। 'আমার চামড়া ছাড়ানোর পণ করেছে সে!'

'কেন?'

'ভান করে লাভ হবে না, স্যাম। কাল রাতে এখান থেকে বেরিয়ে জিম রাফের সঙ্গে দেখা করেছ তুমি, হুইস্কির বোতল দিয়ে খাতির করেছ। তারপর কোন এক ফাঁকে করাত দিয়ে ওর ওয়্যাগনের ব্রেক-লেভার কেটে ফেলেছ। শুনে রাখো, স্যাম, ঘটনাটা ঠিকই জেনে যাবে জেমস।'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'তোমার কথাবার্তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না! তারমানে নয়জন ড্রাইভার নিয়ে আকরিক শিপমেন্ট করেছে ওয়েস্টার্ন?'

'শোনোনি নাকি? ধ্যেৎ! চারশো টন আকরিক শিপমেন্ট করেছে ওরা, দশটা ওয়্যাগন নিয়ে! জেমস কারভার নিজেই রাফের ওয়্যাগন চালিয়েছে। এবং চুক্তিটা বগলদাবা করেছে! চড়াই ধরে ওঠবার সময় ব্রেক করেছিল ও, কিন্তু ফেঁসে যায় ওটা। শেষ পর্যন্ত ঠিকই ওয়্যাগন নিয়ে চায়না বয়ে পৌঁছেছে জেমস। খোদা জানে কীভাবে, একটা টোকাও পড়েনি ওর গায়ে! ওই ব্রেক লেভারটা করাত দিয়ে কাটা হয়েছিল।'

'তাই?' চিন্তিত স্বরে বলল শেরিফ। 'তা হলে তোমার ধারণা কাজটা আমি করেছি, জিম রাফকে বোতল ধরিয়ে দেওয়ার পর করাত দিয়ে ব্রেক-লেভার কেটে ফেলেছি?'

'তাই তো করেছ!'

'অসম্ভব! কাল একটু বেশিই পান করে ফেলেছিলাম। বাসায় পৌঁছে কাপড় পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি!' কর্কশ স্বরে বলল লোয়েল। 'এমন মাতাল ছিলাম যে কোন করাত ধরা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তুমি নিজেও তা জানতে!'

'আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশি গিলেছি!'

ফের অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো।

শেরিফকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি বিলিংস, তবে অবিশ্বাসের পাল্লাও হালকা হয়ে গেছে। তার মানে···কেউ ওদের পরিকল্পনার খবর জেনে গেছে! সম্ভবত সেদিন সেলুনে আলাপ করবার সময় শুনে ফেলেছিল। ধারে-কাছে এখন কেউ নেই তো?

'ব্রেক লেভারটা ভাঙোনি তুমি?' তাগাদার সুরে জানতে চাইল মনার্ক ম্যানেজার।

'মাথা খারাপ!'

'আমিও ভাঙিনি। তা হলে কে করেছে কাজটা?'

বিস্ময় আর সন্দেহ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'স্যাম, জেমস কারভারকে খুন করতে চেয়েছিল কেউ,' শেষে বলল বিলিংস। 'এবং

জেমস ভাবছে ওই লোকটা আমি! আমাকে চেপে ধরবার চেষ্টা করবে সে। আমি যদি খুনই হয়ে যাই, কীভাবে ক্রেইগ কারভারকে কাঁচকলা দেখাব আমরা?'

মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ মনার্ক ম্যানেজারের কথা শুনছিল শেরিফ, বিলিংস থামতে স্বভাবস্বরূপ মৃদু, শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলল। থেমে মনার্ক ম্যানেজারকে দেখল সে। 'প্রথমে ম্যাট রায়ানকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল কেউ। আরেকটু হলে খুন হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর ব্রেক লেভারটা অর্ধেক করে ফেলা হয়েছে, উদ্দেশ্য ছিল জেমস কারভারকে খুন করা। এর একটা কাজও আমার নয়। সত্যি কথাই বলছি, এবং তোমার কাছ থেকে সত্যি কথা আশা করছি। জেমসকে তুমি ধাক্কা দাওনি তো কিংবা করাত দিয়ে ব্রেক লেভার কেটেছ?'

'পরিণতিতে ফাঁসিতে ঝুলবার জন্য?' বিদ্রূপ করল বিলিংস। 'না! আমি করিনি!'

'তা হলে কে?' পরস্পরকে একই প্রশ্ন করল ওরা।

ঠিক এসময় দৌড়ে লবিতে এল এক লোক, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল: 'আগুন! আগুন! বেরিয়ে এসো সবাই! মনার্কে আগুন লেগেছে!'

বারো

কীন বিলিংসই সক্রিয় হলো আগে। দরজার দিকে ছুটল সে, ঘাড়ের উপর দিয়ে শেরিফের উদ্দেশে চিৎকার করল: 'ক্রেইগকে খবর দাও!' তারপর ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল, হাজারো মানুষের ভিড়ে মিশে গেল। সেলুন বা জুয়ার আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন, মনার্কের দিকে ছুটছে সবাই।

মনার্কের ওয়্যাগন ইয়ার্ডে পৌঁছে বার্ন আর কামারের দোকানটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পেল কীন বিলিংস। আগুনের লেলিহান শিখা বিশাল থামের মত কয়েক ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে, আলোকিত করে তুলেছে পুরো আঙিনা এবং আশপাশের রাস্তা। পিউতের স্বেচ্ছাসেবী আগুন নির্বাপক দল ইতোমধ্যে পাম্প ওয়্যাগন নিয়ে পৌঁছে গেছে, কল থেকে দুটো হোস পাইপের মাধ্যমে পানি টানা হচ্ছে। হস্তচালিত পাম্প নিয়ে টানা যুদ্ধ করে যাচ্ছে ফায়ারম্যানরা, লাগোয়া স্টেবলের ছাদ ভিজিয়ে ফেলেছে পানি দিয়ে।

দ্রুত কাজ দেখাল কীন বিলিংস, এক ক্রু সহ আতঙ্কিত মিউলগুলোকে স্টেবল থেকে বের করে ফেলল। কয়েকজনের একটা দল বালতি নিয়ে

ফায়ারম্যানদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। লোকজনকে ইয়ার্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বার্ন আর কামারের দোকানের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ি বাঁচানোর চেষ্টা করছে সবাই।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ক্রেইগ কারভার, পিছনে শেরিফ স্যাম লোয়েল। মিউল আর কয়েকটা ওয়্যাগন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছে বিলিংস, বাকিগুলোকে সরানোর উপায় নেই এখন। ব্যান্ডানা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে একপাশে সরে এল সে, কারভার আর শেরিফকে দেখে সেদিকে এগোল।

কিছু বলছে না মনার্ক মালিক, স্রেফ তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকে দেখছে লোয়েল, এদিকে মালিকের মুখ খুলবার অপেক্ষায় আছে বিলিংস। কিন্তু টুঁ শব্দ করল না ক্রেইগ কারভার। ধূসর কাঁচাপাকা চুল, অভিজাত পোশাক, ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি বা নির্লিপ্ত মুখ দেখে কেউই বুঝতে পারবে না এ লোকটির সম্পত্তি আগুনে পুড়ছে। জীবনে এরচেয়ে বেশি আর কিছু ঘৃণা করেনি কীন বিলিংস–মালিকের দৃঢ় প্রত্যয়, নির্লিপ্ত আচরণ ওর দুই চোখের বিষ।

নিজের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি আবিষ্কার করল বিলিংস, যেন দুর্ঘটনার জন্য শেষে ওকেই দায়ী করবে কারভার। আগুন নেভানোর কাজ তদারক করতে একপাশে সরে গেল সে, মালিকের চোখের আড়ালে যেতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। কয়েকজন লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। হাতে হাতে পানি ভরা বালতি চালান করে দিচ্ছে। দলের একজনকে দেখে আচমকা স্থির হয়ে গেল বিলিংসের দেহ। মাথার হ্যাট ধুলোয় লুটাচ্ছে লোকটার, দ্রুত হাত চালাচ্ছে সে–যতটা দ্রুত পাশের জন বালতি তুলে দিচ্ছে ওর হাতে, তত দ্রুত পাশের জনের হাতে বালতি চালান করে দিচ্ছে। লোকটা জেমস কারভার।

মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ল কীন বিলিংস। আচমকা যেন বাস্তবে ফিরল সে, ঝটিতি ঘুরে শেরিফের মুখোমুখি হলো। 'ওই যে তোমার লোক, শেরিফ, ওই হারামীই আগুন লাগিয়েছে,' জেমসের দিকে আঙুল নির্দেশ করে চিৎকার করল মনার্ক ম্যানেজার। 'গ্রেফতার করো ওকে!'

মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে গেল চারপাশে। নিজের জায়গা আরেকজনকে ছেড়ে দিয়ে ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে জেমস, বুঝতে পেরেছে কীন বিলিংসের বক্তব্য। কনুই চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে জায়গা করে নিল শেরিফ স্যাম লোয়েল, ঠিক পিছন পিছন আসছে মনার্ক মালিক। বিলিংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জেমস কারভার, জামার আস্তিন তুলে কপালের ঘাম মুছল, মুখ নির্বিকার কিন্তু চোখে কঠিন চাহনি।

'ধরো ওকে, শেরিফ!' ফের তাগাদা দিল বিলিংস।

'আগুন নেভাতে এসে দারুণ একটা ব্লাফ দিয়েছ!' মুখ খুলল ক্রেইগ কারভার. দারুণ শান্ত স্বর। 'কাজ হবে না এতে, জেমস!'

জেমসের দৃষ্টি সরে গেল তার দিকে, কিন্তু কিছুই বলল না ও। স্রেফ এক সেকেন্ড, তারপর মনার্ক ম্যানেজারের দিকে ফিরল। 'ভেবেছি তোমাকে হয়তো পাব এখানে, বিলিংস। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'কথাবার্তা পরে হবে। আপাতত ব্যবসা আমাদের একটাই,' দ্রুত বলল শেরিফ।

'কীসের ব্যবসা?' জানতে চাইল জেমস।

'কেন, আগুনের ব্যবসা, যেটা শুরু করেছ তুমি!' রাগে তপ্ত শোনাল ক্রেইগ কারভারের কণ্ঠ।

অস্থির হয়ে উঠল কীন বিলিংস, নিজেকে রক্ষা করবার তাগিদ অনুভব করছে। জেমস কারভারের চোখে খুনে চাহনি নজর এড়ায়নি ওর, এই মুহূর্তে ওকে খুন করতে পারলে খুশি হবে সে। অন্য সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে লোকটার কাছে, ওকে খুন করা ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না সে।

আতঙ্ক তাড়া করল কীনকে, তবে নিজের ইতিকর্তব্যও ঠিকই বুঝতে পারছে–পাল্টা একহাত নেওয়ার সুযোগ আছে ওর সামনে। অনায়াসে জেমস কারভারকে জেলে ভরবার পথ তৈরি করতে পারে, তা হলে ওকে খুন করবার সুযোগ পাবে না জেমস। 'তোমার গল্পটা খুব ভাল হতে হবে,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল মনার্ক ম্যানেজারের। 'গত এক ঘণ্টা ধরে শুনছি আমাকে নাকি খুঁজছ। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়ানোর বুকের পাটা নেই তোমার, আছে কি? যদি থাকতই, তা হলে মনার্ককে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে না।'

দেহের পাশে মুষ্টিবদ্ধ হলো জেমসের হাত, আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। মুহূর্তের জন্য বুনো আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেল ও, জিঘাংসা দেখা গেল চাহনিতে, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিল। নিজের অবস্থান পরিষ্কার বুঝেছে, জানে মওকামত ওকে পেয়ে গেছে কীন বিলিংস।

'কীসের অপেক্ষা করছ, শেরিফ?' তড়পে উঠল বিলিংস। 'তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আসামী!'

'প্রমাণ ছাড়াই গ্রেফতার করবে আমাকে, শেরিফ?' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল জেমস। 'উপযুক্ত অ্যালিবাই আছে আমার।'

'তোমার বন্ধু-বান্ধব মিথ্যে বলবে, এতে অবাক হওয়ার কী আছে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে উঠল বিলিংস। 'এটাই স্বাভাবিক।'

'শোনা যাক, কী অ্যালিবাই আছে তোমার।'

'বিশ্বাস করবার ইচ্ছে যদি তোমাদের না থাকে তো বলবার ইচ্ছে নেই আমার,' বলল জেমস, আশা করছে ভিড় করা লোকজন অন্তত ওর পক্ষ নেবে।

'ঠিকই তো, ওর কথা শোনা উচিত!' ভিড় থেকে বলল কয়েকজন।

কিন্তু শেরিফ স্যাম লোয়েল খুব একটা আগ্রহী নয়, বুঝতে পারছে না

ঠিক কতটা ছাড় দেওয়া উচিত। 'বেশ! শুনি, কী অ্যালিবাই আছে তোমার?'

'এক লেডির সঙ্গে ছিলাম আমি।'

শোরগোল উঠল ভিড়ের মধ্যে, শেরিফ হাত তুলতে চুপ হয়ে গেল সবাই। মাথা নাড়ল লোয়েল। 'সেই লেডি যদি জেনিফার রায়ান হয়, তা হলে চলবে না। উঁহুঁ, জেমস, তোমার বন্ধু নয় এমন কারও কথা বলতে হবে।'

'না, জেনিফার রায়ান নয়।'

'তা হলে কে?' সরোষে জানতে চাইল বিলিংস।

মনার্ক ম্যানেজারের দিকে ফিরল জেমস, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। 'সেলিয়া হিউস্টন,' ধীরে ধীরে নামটা ঘোষণা করল ও।

একমাত্র বিলিংসের সঙ্গে পরিচয় আছে সেলিয়ার, কারভার বা শেরিফ মেয়েটা সম্পর্কে অবগত হলেও চেনে না। সুতরাং দু'জনেই অস্বীকার করবে। বরং···নিজের ব্যাপারে সচেতন হলো মনার্ক ম্যানেজার, উপলব্ধি করল শেরিফের দিকে তাকানো উচিত হবে না, কারণ জেমস তীক্ষ্ণ নজরে রেখেছে ওকে। ব্যাটা সন্দেহ করেছে নাকি? আনমনে ভাবল বিলিংস। বহু কষ্টে মুখ নির্লিপ্ত রাখল সে।

'চিনি না ওকে,' বিদ্রূপের সুরে বলল ক্রেইগ কারভার।

'শিগ্‌গিরই ওর সঙ্গে দেখা হবে তোমার,' আশ্বস্ত করল জেমস। 'যদি সত্যিই ওর কথা শুনবার ইচ্ছে থাকে। ইচ্ছে না থাকলে ওই মহিলাকে চেনা বা না-চেনায় কিছু যায়-আসে?'

'সেলিয়া হিউস্টন কারও জন্য মিথ্যে বলবে না!' ভিড়ের মাঝখান থেকে বলল একজন। 'কখনোই বলবে না!'

ক্ষীণ হাসি ফুটল কীন বিলিংসের মুখে, হাসিটা চওড়া হচ্ছিল, কিন্তু চেপে রাখল সে। আড়চোখে শেরিফের দিকে তাকাল। সেলিয়া হিউস্টন হয়তো কোন লোকের জন্য মিথ্যে বলবে না, কিন্তু মনার্কের জন্য বলবে—ওর জন্য বলবে। একেবারে সহজ ফাঁদে পা দিয়েছে জেমস কারভার। দশ মিনিটের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে জেলে যাবে সে, এবং গরাদের ভিতর যাতে আজীবন থাকতে হয়, সেটা নিশ্চিত করবে স্যাম লোয়েল।

একই ভাবনা খেলে গেল স্যাম লোয়েলের মাথায়, কিন্তু তা প্রকাশ করল না সে। কীন বিলিংস যে সেলিয়া হিউস্টনকে ভাড়া করেছে, এই খবর শেরিফের অজানা নেই—জানে না শুধু ক্রেইগ কারভার। কোনভাবেই মনার্ক মালিককে বলা যাবে না ব্যাপারটা। কিংবা জেমসকেও নয়। অজ্ঞতার ভান করতে হবে, ভাবছে সে—জেমস কারভারকে সাহায্য করতে রাজি হবে না সেলিয়া, যেহেতু মেয়েটা ওদের আয়ত্তে আছে। 'ঠিক আছে, সেলিয়া হিউস্টনের সঙ্গে দেখা করব আমরা,' শেষে ঘোষণা করল লোয়েল। 'দেখা যাক, কী বলবার আছে ওর।'

ঘুরে গেটের দিকে এগোল জেমস। পাশাপাশি এগোচ্ছে শেরিফ। ঠিক

পিছনে ম্যানেজারকে নিয়ে আসছে ক্রেইগ কারভার। দুই ব্লক দূরে সেলিয়া হিউস্টনের বাসায় পৌঁছা পর্যন্ত একটা বাক্যও ব্যয় করল না চারজনের কেউ। হাত বাড়িয়ে মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল বিলিংস, কিন্তু উত্তরে ঠোঁটে আঙুল চেপে ওকে চুপ থাকবার নির্দেশ দিল কারভার। নড করে ফের নির্লিপ্ততার মুখোশ পরল ম্যানেজার। উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও, তিনজনই চাইছে ফেঁসে যাক জেমস।

বাড়ির কাছে এসে নেতৃত্ব নিজের হাতে নিল শেরিফ। নক্ করল সে, জিজ্ঞাসার উত্তর দিল, মেয়েটি দরজা খুলতে প্রথমে সে-ই ঢুকল ভিতরে। সতর্ক, সন্ত্রস্ত দেখাল সেলিয়াকে; চারজন লোক রাতে যুবতী কোন মেয়ের ঘরে ঢুকলে এটাই স্বাভাবিক।

'তুমি মিস্ হিউস্টন?' জানতে চাইল শেরিফ।

'হ্যাঁ।'

শেরিফের সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গতার কথা সেলিয়াকে জানায়নি বিলিংস, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসেও না। বিলিংস আশা করছে, লোয়েলের প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাবে না মেয়েটি।

'একটু আগে মনার্কের ইয়ার্ডে আগুন লেগেছে,' সতর্ক কণ্ঠে শুরু করল লোয়েল। 'অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে জেমস কারভারই আগুন লাগানোর জন্য দায়ী। আমাদেরও তাই ধারণা।' খানিক থেমে যোগ করল: 'কিন্তু সে বলছে আগুন লাগবার সময় বা তারও আগে অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে ছিল সে? সত্যি নাকি?'

প্রশ্নটা পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক, বুঝতে অসুবিধে হলো না সেলিয়ার, এটাও স্পষ্ট কী উত্তর আশা করছে ওরা।

নিজের উপর জেমস কারভারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবিষ্কার করল কীন বিলিংস, সেলিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। স্বভাবতই মেয়েটিকে কোন সংকেত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল ওর জন্য।

তবে সেলিয়ার আচরণে মনে হলো না কারও ইঙ্গিতের প্রয়োজন আছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে ও, অনায়াসে পরিস্থিতি অনুধাবন করে ফেলল।

কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেলিয়ার মুখ। কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল ও, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল: 'নিশ্চই···আমার সঙ্গে ছিল ও।'

সেলিয়া হিউস্টনকে গলা টিপে খুন করতে পারলে এ মুহূর্তে জীবনে আর কোন চাওয়া থাকত না কীন বিলিংসের। বুনো ইচ্ছেটা বহু কষ্টে সামলে নিল সে।

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল জেমসের ঠোঁটে। 'শুভরাত্রি, বন্ধুরা।'

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকল তিনজন, হতচকিত। অন্যদের চেয়ে যথেষ্ট চটপটে শেরিফ, সেলিয়ার উত্তর কী হবে বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিল,

তাই চট করে সক্রিয় হলো স্বভাবসুলভ বিচক্ষণতায়। 'শুভরাত্রি নয়, কারভার। এত সহজে নিস্তার পাচ্ছ না।'

'এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে, শেরিফ?' শান্ত স্বরে বলল জেমস। 'কয়েক ডজন লোকের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। কি জানো, এদের ভোটেই জিতেছ তুমি।'

'আগে তো সবটা শুনবে,' সরু গোঁফের নীচে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল। 'যা বলতে চেয়েছি–শুভরাত্রি বলবার সময় হয়নি এখনও। মনার্কের ক্রুদের হুমকি দিয়েছ তুমি, তোমার নামে অভিযোগ করেছে ওরা।' মনার্ক মালিকের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে, উত্তরে ক্ষীণ নড করল ক্রেইগ কারভার। 'ভাবছি একটা পীস-বন্ডের অধীনে রাখব তোমাকে, কারভার। খুন করবার হুমকি দিয়েছ তুমি। পাঁচ হাজার ডলার নির্ধারণ করবার অনুরোধ করব জজকে।'

জেমস উত্তর দেওয়ার আগেই দরজার কাছে জ্যাক রাইলির গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল: 'রাজি হয়ে যাও, জেমস। ম্যাটের কাছ থেকে ওই টাকা সংগ্রহ করে ল-অফিসে পৌঁছে দেব আমি।'

দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছে সে, মুঠিতে একটা সিক্সশূটার। চওড়া হাসি কঠিন মুখে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে হুইস্কির গন্ধ, সারা শরীর ধুলোয় মাখা; কিন্তু একটা মজবুত লগের মত অসামান্য দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কর্তৃত্ব করছে শেরিফ বা প্রভাবশালী ক্রেইগ কারভারের উপস্থিতিতেও।

'তা হলে এই কাজে এসেছ তুমি?' হালকা সুরে জেমসকে ভর্ৎসনা করল বিশালদেহী ড্রাইভার। 'বুঝেছ তো, একা এলে কী ফ্যাকড়ায় পড়তে হয়?'

তেরো

ঘণ্টা খানেক পর জ্যাক রাইলিকে সঙ্গে নিয়ে ল-অফিসে পৌঁছল জেনিফার রায়ান। সেলের বাঙ্কে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে জেমস কারভার, বিরক্তি অনুভব করছে নিজের উপর। কী কুক্ষণে যে মনার্কের দিকে গিয়েছিল, নইলে এই ঝামেলায় পড়তে হত না।

জেনিফার রায়ানকে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো ও। মেয়েটিকে অধৈর্য দেখালেও মোটেই ভীত মনে হচ্ছে না, জেমস জানে সবকিছু বিস্তারিত বলেছে জ্যাক। কাঁধের উপর একটা শাল জড়িয়েছে জেনি, কয়েক গোছা সোনালি চুল নেমে এসেছে কপালে। বাইরের কামরায় শেরিফের সঙ্গে কিছুটা

উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে ওর। এত জলদি জেমস কারভারকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে যেন কিছুটা দুঃখই পেয়েছে লোয়েল।

সম্ভ্রান্ত মহিলার মত আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চিত পদক্ষেপে ল-অফিসে ঢুকল জেনিফার, সরাসরি শেরিফের ডেস্কের দিকে এগোল। টেবিলের উপর ক্যানভাসের ব্যাগ নামিয়ে রেখে সেলের ভিতরে আটকে রাখা জেমসের দিকে তাকাল। 'দেরি করবার জন্য দুঃখিত, জেমস। ব্যাংকার মি. শ-কে ঘুম থেকে জাগাতে হয়েছে কিনা, নগদ টাকা পেতে ম্যাটের নোটের সঙ্গে সঙ্গে চায়না বয়ের চুক্তিটাও দেখাতে হয়েছে তাকে।' তারপর শেরিফের দিকে ফিরল ও, নিদারুণ বিতৃষ্ণা দেখা গেল সবুজ চোখে। 'আমি নিশ্চিত শুনলে পুরো পাঁচ হাজারই পাবে, শেরিফ।'

নীরবে বো করল লোয়েল, ক্ষীণ ইঙ্গিত করল জজকে। পীস-বন্ড বের করে ওদের দেখাল বুড়ো জজ। শেষে ওটায় স্বাক্ষর করা হলো। 'পাঁচ হাজার ডলার যদি ফিরে পেতে চাও, কারভার,' বিতৃষ্ণ কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'ঝামেলা এড়িয়ে চলতে হবে। ফের কোন ঝামেলা করেছ তো আজীবন গরাদের ভেতর কাটাতে হবে। কাউন্টি তোমার বন্ডের টাকা বাজেয়াপ্ত করে ফেলবে। সুতরাং···দেখে-শুনে পা ফেলো, মিস্টার!'

'দেখে-শুনেই পা ফেলব আমি, শেরিফ,' শান্ত কণ্ঠে বলল জেমস। 'তবে শিগ্‌গিরই কয়েকটা ধাক্কার ব্যবস্থা করব। কথাটা জানিয়ে দিয়ো ওদের।'

'হুমকি দিচ্ছ?' সহাস্যে জানতে চাইল লোয়েল।

'যা ইচ্ছে ভেবে নাও।'

জেনির একটা বাহু চেপে ধরে ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল জেমস।

হাজারো প্রশ্ন ভিড় করেছে জেনির মনে, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। ভোরে চায়না বয়ের উদ্দেশে যাত্রা করবার পর আর জেমসের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। জ্যাকের কাছে সবকিছু শুনে অস্থির হয়ে আছে ও, বুঝতে পারছে না চুক্তি হওয়ায় খুশি হওয়া উচিত, নাকি কিছু টাকা অযথা খরচ হলো বলে হতাশ হওয়া উচিত। ল-অফিস থেকে বেরোনোর সময় পলকের জন্য জেমসের দিকে তাকাল, পুরুষটির মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল প্রশ্ন করা ঠিক হবে না, অন্তত এখুনি।

চারপাশের ভিড় আলগা হতে থামল জেমস। 'জ্যাক, জেনিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও, ওকে পৌঁছে দিয়ে ডেজার্ট ডাস্টে এসো,' জেনিফারের উদ্দেশে হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ও, কাউকে কিছু বলবার সুযোগ দিল না।

নিরবিচ্ছিন্ন কিছু সময় দরকার, ভাবছে জেমস, সেজন্য প্রয়োজনে হাজার ডলারও খরচ করতে রাজি। কিন্তু ওর চারপাশে হাজারো মাইনার আর বিভিন্ন পেশার মানুষ। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে

এগোল ও, কারও কথা শুনছে না, মাথা ঝুঁকে পড়েছে, চিন্তিত দেখাচ্ছে মুখ। অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার বটে, তবে সবার আগে একটার উত্তর জরুরি হয়ে পড়েছে। মনার্কে আগুন লাগায়নি ও, তা হলে কে করেছে কাজটা? অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ও, সেলিয়া হিউস্টনের অ্যালিবাই না পেলে এখনও জেলেই থাকতে হত। তার মানে, আগুনটা লাগানোই হয়েছে ওকে জেলে ভরবার জন্য। আরেকটু হলে প্রায় সফল হয়েছিল শত্রুপক্ষ।

কীন বিলিংস করেছে কাজটা? মনে হয় না, কারণ তার ক্রোধ মেকী মনে হয়নি। আরেকজনকে জেলে ভরবার জন্য কোন লোকই একটা শহর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না। তা ছাড়া কীন বিলিংস নয়, বরং প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও-ই।

নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল ওর কপালে। প্রমাণ পাওয়ার পর হয়তো কীন বিলিংসকে খুনই করত। আগুনটাই বাঁচিয়েছে ওকে। রাগ বা বিদ্বেষ চলে যায়নি, কিন্তু পীস-বন্ডের কারণে কিছুটা হলেও বিচক্ষণতা এসেছে মনে, কিন্তু সেটাও খুব স্বস্তিকর ব্যাপার নয়।

তিক্ত হাসি ফুটল জেমসের ঠোঁটে। মাকড়সার জালে মাছির মত আটকা পড়েছে ও, সরু একটা সূতায় কোন রকমে টিকে আছে। অনায়াসে নিজের ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারছে। সূতার পর সূতা দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হবে ওকে, নাচার করে ছাড়বে। কিছুদিনের মধ্যে ওয়েস্টার্নের কোন কাজেই আর লাগবে না ও। আজ রাতে কোম্পানির পাঁচ হাজার খরচ করে ফেলেছে, যেটা সামলে নেওয়ার ক্ষমতা নেই ওয়েস্টার্নের। হয়তো এজন্য পুরো কোম্পানিরই ভরাডুবি হবে।

ডেজার্ট ডাস্টের সামনে পৌঁছতে সমস্ত চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করল জেমস। পোর্চে উঠে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জ্যাকের জন্য অপেক্ষায় থাকল। চিন্তাগুলো ফের ফিরে আসতে চাইছে। খুঁটিনাটি সবকিছু ভালভাবে চিন্তা করা দরকার। সবার আগে জানা দরকার মনার্কে কে আগুন লাগিয়েছে।

জ্যাক রাইলি পৌঁছতে কোন কথা ছাড়াই তাকে অনুসরণ করল জেমস। লোক ভর্তি সেলুনটায় ঢুকে নিজস্ব ক্রুদের দিকে এগোল ওরা। ওদের দেখে শিস দিল ড্রাইভাররা। ভদ্রতার খাতিরে তাদের সঙ্গে এক রাউন্ড পান করল জেমস, তারপর বারে চাপড় মেরে সবাইকে চুপ করিয়ে দিল জ্যাক। 'মিনিট খানেকের জন্য আমার কথা শোনো, বন্ধুরা!' আহ্বান করল সে।

আটজন ড্রাইভার ঘিরে আছে ওদের, সবার দৃষ্টি স্থির হলো জেমসের উপর। আঙুল চালিয়ে হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিল জেমস, আন্তরিক হাসি উপহার দিল। 'কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না, তোমাদের কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি আমি।' সবাই সম্মতি জানানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল

ও। 'মনার্কে আগুন লাগবার কথা শুনেছ তোমরা, কেউ কেউ দেখেছও।'

'পুরোটা যে জ্বলে যায়নি ভাগ্য ওদের!' মন্তব্য করল বিল গার্নি।

'কিন্তু দোষটা আমার ঘাড়ে চেপেছে,' বলে থেমে গেল জেমস, পুরো কামরা নীরব হয়ে গেছে, অন্য ড্রাইভাররাও ওর কথা শুনছে এখন। 'যেভাবে হোক এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে হবে আমার। শেরিফ লোয়েল একটা পীস-বন্ড আরোপ করেছে আমার উপর। আত্মরক্ষা ছাড়া যদি কখনও পিস্তল ধরি, জেলে যেতে হবে আমাকে।'

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল লোকগুলো, কিন্তু দ্রুতই থিতিয়ে গেল সেটা।

'একটা প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাদের,' খেই ধরল জেমস। 'হয়তো ভুলই করছি, জানি না কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা,' থেমে সবাইকে জরিপ করল ও। 'কেউ যদি মনার্কে আগুন লাগানোর কথা স্বীকার করে, তাকে নিরাপদে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি, শেরিফ ওকে ছুঁতে পারবে না। সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে দেব তাকে। তা ছাড়া একশো ডলারও পাবে সে।'

ফের পুরোপুরি নীরব হয়ে গেল সেলুন। পরস্পরের দিকে তাকাল ড্রাইভাররা। অনেকক্ষণ একটা কথাও বলল না কেউ, শেষে মুখ খুলল বিল গার্নি: 'না জানলেই কি নয়, জেমস?'

'ধরে নিচ্ছি, কেউ হয়তো আজকের ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে কাজটা করেছে,' শান্ত স্বরে বলল জেমস। 'তারপরও ওর পরিচয় জানতে হবে, নইলে ওর কারণেই ফাঁসি হয়ে যাবে আমার।'

'কেন?'

'পীস-বন্ডের কারণে, ভবিষ্যতে মনার্কের যাই হোক না কেন, দায়টা আমার ঘাড়ে চাপাবে শেরিফ। মনার্ক তো এমনিতেই লেগে আছে আমাদের পেছনে, এবার বিভিন্ন ছুতোয় উস্কে দিতে চাইবে, যাতে একটা ভুল করি আমরা। বন্ডের কারণে আমার হাত-পা বাঁধা, চাইলেও মনার্কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারব না আমি। শুধু বন্ডের কারণে, বয়েজ, ইচ্ছে করলেও পাল্টা আঘাত করতে পারব না ওদের। অথচ বন্ড না থাকলে যে-কারও মত ষোলোআনা অধিকার থাকত আমার।

'যে-লোক মনার্কে আগুন লাগিয়েছে, আসলে আমাদের কারও উপকার করছে না সে। না নিজেকে সাহায্য করছে, না আমাকে বা তোমাদের। বরং যতদিন না ও স্বীকার করছে, ততদিন পর্যন্ত মুক্তি নেই আমার।

'ওকে দোষ দিচ্ছি না আমি। এটাও চাই না যে সেজন্য ওর কোন শাস্তি হোক।' একে একে আটজন ড্রাইভারের কঠিন মুখে দৃষ্টি চালাল জেমস। 'ওর প্রতি কোন ক্ষোভও নেই আমার। আজ হয়তো ও-ই জিম রাফের ওয়্যাগনটা চালাতে পারত, আমার জায়গায়। হয়তো এজন্যই খেপে গিয়ে মনার্কে আগুন

লাগিয়েছে সে। মানুষ মাত্রই প্রতিবাদ বা লড়াই করে, নইলে মানুষই নয় সে। তারপরও, ইঞ্চি ইঞ্চি করে আসলে আমাকে ফাঁসির দিকে ঠেলে দিচ্ছে সে। কেউ কথা বলতে চাও?'

নীরবতা।

'ধরে নিচ্ছি, কারও কিছু বলবার নেই,' খানিক অপেক্ষার পর বলল জেমস। 'বেশ। তোমাদের কাছে একটা ফেভার চাইছি আমি, বয়েজ।'

'বলে যাও।'

'মনার্ককে হারিয়ে দেওয়ার কোন ধারণা যদি কারও মাথায় আসে, তা হলে নিজে কিছু না করে আমাকে জানিয়ো। একসঙ্গে মনার্কের মোকাবিলা করব আমরা।'

বারকীপকে সকালে বিল পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বেরিয়ে এল জেমস। হতাশ, বিভ্রান্ত বোধ করছে ও। জানে ক্রুরা পছন্দ করে ওকে, সবাই ওর প্রতি বিশ্বস্ত। সমীহ করে ওকে। এদের কেউ যদি অপরাধী হয়ে থাকে, হয়তো অফার গ্রহণ করবে। কিন্তু কেউই মুখ খোলেনি, তাই প্রশ্নটার উত্তরও পাওয়া যায়নি। মনার্কে আগুন লাগিয়েছে কে? ম্যাট বা জেনিফারের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা করতেও তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর, অনুভূতিটা প্রায় ঘৃণা করছে।

ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল ও। লিভিংরূমে জেনিকে দেখে হ্যাট খুলে উইশ করল। 'ম্যাট কেমন আছে?'

'তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

ম্যাটের কামরায় ঢুকল জেমস। হাসি নেই ওয়েস্টার্ন মালিকের মুখে, গম্ভীর দেখাচ্ছে। 'বোসো। সব খুলে বলো তো!' অধৈর্য সুরে অনুরোধ করল সে।

কটে শরীর ডুবিয়ে দিল জেমস, হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু নিজেও বুঝতে পারছে হাসিটা বিকৃত হয়ে গেছে। জিম রাফকে মাতাল, অর্ধচেতন অবস্থায় পাওয়া থেকে শুরু করে ব্রেক লেভার ভাঙা পর্যন্ত বলল ও, তবে কার ওয়্যাগনের ব্রেক ভেঙেছে, তা বলল না।

'তোমার ওয়্যাগনের ব্রেক লেভার ভেঙে গিয়েছিল,' মাঝখানে ওকে বাধা দিল ম্যাট। 'জ্যাক বলেছে আমাদের।'

মনার্কে আগুন লাগা, কীভাবে ওকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল বিলিংস এবং সেলিয়া হিউস্টনের অ্যালিবাই দেওয়ার কথা জানাল জেমস। পীস বন্ড সম্পর্কে জানে ম্যাট, তাই ড্রাইভারদের উদ্দেশে ওর দেওয়া প্রস্তাবের কথাও জানাল। ওর ধারণা ছিল, সব শুনে চিন্তিত হয়ে পড়বে ম্যাট রায়ান। কিন্তু ম্যাটের প্রতিক্রিয়া দেখে বিস্মিত হলো, একেবারে নিস্পৃহ, দায়সারা শোনাল কণ্ঠ। 'তা হলে সেলিয়া হিউস্টন অ্যালিবাই দিয়েছে তোমার পক্ষে? ওর বাসায় গেছ বলেই রক্ষা!?'

মাথা ঝাঁকাল জেমস, খেয়াল করল জেনিও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

জানে দু'জনেই আশা করছে সেলিয়া হিউস্টনের সঙ্গে দেখা করবার কারণ ব্যাখ্যা করবে ও। কিন্তু কিছুই বলল না জেমস। সেলিয়ার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় নিজের উপর লজ্জিত বোধ করছে, রাগের কারণে সেটা ঘটলেও এখন স্বীকার করবার মানে হচ্ছে ব্যাপারটাকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করা। তা ছাড়া, ও যে একেবারে নিশ্চিত তা-ও নয়। আরেকটা বড় ব্যাপার রয়েছে, ওর ধারণা পরে যদি ভুল প্রমাণিত হয় তা হলে কারও ক্ষমাই পাবে না, নিজেকেও ক্ষমা করতে পারবে না।

তাই, স্রেফ জেদের বশেই চুপ করে থাকল জেমস। ম্যাট রায়ানের কৌতূহলী, প্রায় অসন্তোষ মাখা দৃষ্টি দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ম্যাট।

নিজের হাতের দিকে তাকাল জেমস। 'যতদূর মনে হচ্ছে ওয়েস্টার্নের জন্য শুধু দুর্ভাগ্যই নিয়ে এসেছি আমি, ম্যাট,' শেষে শুকনো স্বরে বলল ও।

'এ কথা বলছ কেন? চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট পেয়েছ তুমি!' বললেও গলার স্বরে মনে হলো না নিজেও খুব একটা প্রভাবিত হয়েছে ম্যাট। যা সে উল্লেখ করেনি তা হচ্ছে পাঁচ হাজার ডলার অপচয় হয়েছে–জেমসের পীস-বন্ডের বিপরীতে প্রায় মরিয়া হয়ে টাকাটা সংগ্রহ করতে হয়েছে।

'পেয়েছি, কিন্তু লাভের অর্ধেক খেসারত দিয়েছ আমার কারণে!' তিক্ত শোনাল জেমসের কণ্ঠ।

'তুমি না থাকলে কন্ট্রাক্টটা পেতামই না আমরা!' আস্থা প্রকাশ পেল জেনির কণ্ঠে।

মাথা নাড়ল জেমস। 'আসল অবস্থার হেরফের হচ্ছে না তাতে। চায়না বয়ের টাকা দিয়ে নতুন ওয়্যাগন কিনতে পারতাম আমরা। হালকা ওয়্যাগন, যাতে ছোটখাট কাজে বিশাল স্প্রিং ওয়্যাগন ব্যবহার করতে না হয়। এখন ঠিক যতটা দরকার, পীস-বন্ডের টাকা দিতে হলো বলে ততটা কিনতে পারব না আমরা। তা ছাড়া, আরেকটা ব্যাপার আছে।' থেমে ম্যাটের দিকে তাকাল ও, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে। 'পীস-বন্ডের অধীনে আছি আমি,' খেই ধরল জেমস, অধৈর্য বোধ করছে। 'কেউ যদি আক্রমণ করে আমাকে, পাল্টা মার দিতে পারব না, নইলে বন্ডের টাকা হারাবে তুমি, আর আমি যাব জেলে। সরু, নড়বড়ে একটা দড়ির উপর দিয়ে হাঁটছি আমরা। কেউ যদি আমাকে ত্যক্ত না করে, তা হলে হয়তো কাজটা শেষ করতে পারব। কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো, চুপ করে থাকবে না মনার্ক। অথচ পাল্টা লড়াই করতে পারব না আমরা।'

কিছুক্ষণের জন্য ভাই-বোন কেউই কথা বলল না। জেমস যা বলেছে, এটাই হচ্ছে আসল পরিস্থিতি, সবাই জানে ওরা। নতুন ইয়ার্ডের কাজ মাত্র অর্ধেক শেষ হয়েছে। খুব দ্রুত লোকবল আর ব্যবসা বাড়িয়েছে ওরা, কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদ বা মালপত্র নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো সবকিছু উতরে যেতে

পারবে ওরা, কিন্তু সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ।

'এখন আর তোমাদের কোন কাজে আসব না আমি!' উঠে দাঁড়াল জেমস। 'ফ্রেইটিং ব্যবসার কিছুই জানি না, যা করছি স্রেফ আন্দাজের উপর। সবকিছু গুলিয়ে ফেলছি ক্রমশ। আমার মত, অচিরেই ওয়েস্টার্নও ফেঁসে যাবে!'

জেনিকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত লিভিংরুমে চলে এল ও। হ্যাট তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। বেরিয়ে এসে পিছনে দরজা বন্ধ করতে যেতে টের পেল ওপাশ থেকে নব টেনে ধরেছে জেনি রায়ান। নব ছেড়ে দিল জেমস, ল্যান্ডিংয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল জেনি।

'জেমস, তুমি কি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ?' নিচু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

'না,' নিস্পৃহ স্বরে উত্তর দিল জেমস। 'ওই সরু দড়ির উপরই নির্ভর করতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু চায়না বয় কন্ট্রাক্টটা আছে আমাদের!' অসহিষ্ণু স্বরে বলল জেনি। 'যথেষ্ট টাকা পাব আমরা, যেভাবেই হোক চালিয়ে নিতে পারব। আজকে আগুন লাগবার পর মনার্ক হয়তো ভয় পেয়ে আর ঘাঁটাতে আসবে না, ভাববে আমাদের ড্রাইভারদের কেউ খেপে গিয়ে কাজটা করেছে।' আলতো হাতে জেমসের বাহু স্পর্শ করল ও। 'এটা কি যথেষ্ট নয়? অন্তত চেষ্টা করবার জন্য?'

'হয়তো।'

'এ পর্যন্ত যেভাবে পেরেছ, আমাদের টেনে নিয়ে এসেছ তুমি–একা,' ক্লিষ্ট হেসে বলল জেনি। 'এখন নিশ্চই সব ছেড়ে দিচ্ছ না?'

'ম্যাট বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থায় কীভাবে এসব সামাল দেব আমি? কেবল ও-ই ব্যবসাটা বোঝে ভালমত, জানে কীভাবে ঝামেলা এড়াতে হয়। এমনকী ও সুস্থ থাকলে মনার্ককেও হারিয়ে দিতে পারত। কিন্তু আমি? সম্ভব নয় আমার পক্ষে!'

'জেমস, ম্যাটের উপর রাগ কোরো না, করা উচিতও হবে না তোমার,' কোমল স্বরে বলল জেনি। 'কন্ট্রাক্ট পাওয়ার খবর শুনে ও কতটা খুশি হয়েছিল যদি দেখতে! অবশ্য পীস-বন্ডের খবরটা পাওয়ার পর হতাশ হয়ে পড়েছে। কাল হয়তো হতাশা কাটিয়ে উঠবে ও, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন অধৈর্য, অসন্তুষ্ট হয়ে আছে।'

'আমার উপর, জেনি। ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝেছি।'

'এর সবকিছু কিন্তু হতাশা নয়, জেমস। বোঝনি তুমি?'

'কী?'

'সেলিয়া হিউস্টনের কারণে।'

মেয়েটির দিকে ফিরল জেমস, অপরূপ মুখটা দেখবার চেষ্টা করল।

কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। 'সেলিয়া হিউস্টনের কারণে?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল ও।

'আমি নিশ্চিত, সেলিয়াকে ভালবাসে ম্যাট। জ্যাক যখন জানাল আগুন লাগবার সময় সেলিয়ার সঙ্গে ছিলে তুমি, দারুণ খেপে গিয়েছিল ও। ওর রাগ বা হতাশার মূলে আছে ঈর্ষা। ভেবেছে সেলিয়াকে পটানোর চেষ্টা করছ তুমি।'

'তাই?' নিঃশব্দে হেসে উঠল জেমস, কিন্তু জেনি তা দেখতে পেল না।

'সেলিয়ার সঙ্গে দেখা করবার আসল কারণটা জানলে ভুল ভেঙে যাবে ওর, সবকিছু দেখবে আগের মত স্বাভাবিক হয়ে গেছে।'

জেনিও কারণটা জানতে চাইছে, বুঝতে পারল জেমস। কিন্তু কিছু বলল না ও। কীভাবে বলবে? গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে। ম্যাট যেহেতু সেলিয়াকে ভালবাসে, কোনভাবেই বলবার উপায় নেই যে দুর্ঘটনার সঙ্গে মেয়েটা জড়িত থাকতে পারে ভেবে সন্দেহ নিরসন করতে গিয়েছিল ও। সত্যি কথা বলবার চেয়ে তাকে ঈর্ষাকাতর করে রাখাই শ্রেয়।

'কারণটা আপাতত ওর না জানাই ভাল,' দীর্ঘ নীরবতার পর বলল ও।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টানল জেনি, স্পষ্ট শুনতে পেল জেমস। তারপর মেয়েটির রুদ্ধ কণ্ঠ কানে এল: 'আমি দুঃখিত, জেমস। জঘন্য একটা ভুল করেছি!' ম্লান হয়ে গেল স্বর, লজ্জা আর অপরাধবোধে বুজে এসেছে। 'জানতাম না তুমি ওকে পছন্দ করো। সত্যিই জানতাম না আমি!'

'কিন্তু…'

'দয়া করে অবস্থাটা এরচেয়ে খারাপ কোরো না, জেমস। আমি সত্যিই দুঃখিত। অনুরোধটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।' দৃঢ় শোনাল ওর কণ্ঠ, কিন্তু কিছুটা যেন হতাশাও মিশে থাকল সঙ্গে–ধরতে পারল না জেমস। 'তারপরও থাকছ তুমি, তাই না?'

'যদি আমাকে চাও তোমরা।'

'আমি চাই!' বলে আর দাঁড়াল না জেনি, ভিতরে ঢুকে পড়ল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, গাল বকছে নিজেকে, অন্ধকার ওয়্যাগন ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। একের পর এক ভুল করছে ও, অতীতের সব দুর্ভোগের পর এখন অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে–জেনি ভাবছে সেলিয়ার প্রেমে পড়েছে ও। থেকে যেতে রাজি হয়েছে বলে রীতিমত আফসোস হচ্ছে এখন। কেন চলে যাচ্ছে না সে, এদেরকে একা থাকতে দিচ্ছে না?

কিন্তু জানে চলে যেতে পারবে না সে, যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। ক্ষুব্ধ মনে বাড়ির ভিতরে ঢুকল জেমস, আরও তিক্ততার জন্য নিজেকে তৈরি রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চোদ্দ

ওয়েস্টার্ন ফ্রেইটের দোতলার কোয়ার্টারে নিরানন্দ পরিবেশ। হতাশা, ঈর্ষা, ক্ষোভ আর পরাজয়ের অনুভূতিতে নাকাল হচ্ছে দুই পুরুষ, খেয়াল করেছে জেনিফার রায়ান। সকালে নাস্তা সেরে নতুন ওয়্যাগন ইয়ার্ডে চলে গেছে জেমস কারভার। ম্যাটের মত সেও গম্ভীর ছিল সারাক্ষণ। মামুলি দু'এক কথা বিনিময় হয়েছে।

পরিবেশটা অস্বস্তিকর, অসহ্য মনে হচ্ছে জেনির কাছে।

দৃশ্যত, সেলিয়া হিউস্টনের প্রতি আগ্রহী জেমস। চায়না বয়ের কন্ট্রাক্ট পাওয়ার পর প্রথমে সেলিয়ার কাছে গেছে সে–সত্যটা তিক্ত অনুভূতি এনে দিল জেনির মনে। একসময় মনে হয়েছিল শুধু ওর কারণেই ওয়েস্টার্নের সঙ্গে লেগে আছে জেমস কারভার, কিন্তু গতরাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে সবকিছু। সেলিয়ার প্রতি আগ্রহের কথা অস্বীকার করেনি জেমস।

কিন্তু কাজে গাফিলতি নেই তার, ভাবছে জেনি, প্রায় একাই সবকিছু সামাল দিচ্ছে। না, জেমসের জন্য কিছুই করেনি ওরা। সমস্ত ঝামেলা একাই সয়েছে সে, দূরে থেকে নীরবে তাকে লড়াই করতে দেখেছে ওরা।

আচমকা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল জেনি। তৈরি হয়ে ম্যাটের কামরায় চলে এল। দেখল শূন্য দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'কিছু কেনাকাটা করতে হবে,' বলল ও। 'ফিরতে দেরি হবে না।'

ঝুঁকে ভাইয়ের কপালে চুমো খেল ও, ক্ষীণ হেসে ওর হাতে মৃদু চাপ দিল ম্যাট।

বেরিয়ে এল জেনি। কিন্তু কেনাকাটা করল না ও, বরং কসমোপলিটন হাউজে এল। ডেস্কে ক্রেইগ কারভারের কামরার নম্বর জেনে দোতলায় চলে এল। বিলাসবহুল স্যুইটের আলীশান স্টাডিতে ওকে নিয়ে এল চীনা ভৃত্য।

ডেস্কে বসে কাজ করছিল কারভার, পদশব্দে চোখ তুলে তাকাল। দ্রুত উঠে এল সে, চোখে বিস্ময়।

'মি. কারভার, আমি জেনিফার রায়ান, ম্যাট রায়ানের বোন।'

'জানি,' মাথা ঝুঁকিয়ে বো করল সে, তারপর একটা চেয়ার নির্দেশ করল। 'বোসো, ম্যা'ম।'

ক্রেইগ কারভারের বিত্ত দেখে বা নিপাট ভদ্রতায় ধাঁধায় পড়তে রাজি নয় জেনি। ডেস্কের উল্টো দিকে সাধারণ একটা চেয়ারে বসল। 'কিছু

সময়ের জন্য নিজেদের নামগুলো ভুলে যেতে পারি আমরা,' সহাস্যে শুরু করল জেনি। 'সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসতে পারি আমরা?'

'শুনছি আমি, মিস্ রায়ান,' নিস্পৃহ, ঠাণ্ডা স্বরে বলল কারভার।

'মনার্ক আর ওয়েস্টার্ন অযথাই পরস্পরের পিছু লেগে আছে, এই শত্রুতার শেষে কি আছে কখনও ভেবে দেখেছ?'

'ভাববার প্রয়োজন পড়েনি কখনও।'

'কেউই আমরা জিততে পারব না—শেষ হয়ে যাব দুই পক্ষ!'

'রক্ষা পাওয়ার একটা ঔষধ আছে তোমার কাছে, তাই তো বলবে?' ক্ষীণ হাসি দেখা গেল কারভারের ঠোঁটে, বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য মেশানো।

'পিউতের আশপাশে মোট একুশটা খনি আছে। কেন ওগুলোকে ভাগ করে নিচ্ছি না আমরা—অর্ধেক মনার্কের, অর্ধেক ওয়েস্টার্নের?'

কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কারভার, নিস্পৃহ দেখাচ্ছে মুখ। দু'কথা শুনিয়ে মেয়েটাকে বের করে দিলে কেমন হয়? জেনিফার রায়ানের আত্মবিশ্বাসী, অকপট চাহনি আর দৃঢ় কণ্ঠ সতর্ক করল ওকে। উঁহুঁ, সেয়ানা মেয়ে। এর সঙ্গে লাগতে গেলে পরে হয়তো বিপদে পড়তে হবে। 'আমার ধারণা সেটা একেবারেই অসম্ভব,' শেষে মাথা নেড়ে বলল সে।

'তারমানে লোকজনকে খুন হতে দেখে আনন্দ পাও তুমি?'

জেনিফার রায়ানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অস্বস্তি ধরিয়ে দিল কারভারের মনে। একটা কানের লতি ধরে টানল সে, মনে মনে উপযুক্ত উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে। জানে লাল হয়ে উঠেছে মুখ, সেজন্য নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে তার। রায়ানদের কাউকে জানতে দেওয়ার ইচ্ছে নেই যে ওর ইস্পাতদৃঢ় মনোবলেও চিড় ধরতে পারে। বাচ্চা ছেলের মত কানের লতি ধরে টানছে, টের পাওয়ার পর দ্রুত হাত নামিয়ে ফেলল সে, নির্লিপ্ততার মুখোশটা ফিরে এল মুখে। 'মিস্ রায়ান, তোমার মতই অযথা হিংস্রতা পছন্দ করি না আমি। কিন্তু উপায় নেই।'

'তুমিই সব ঝামেলা তৈরি করছ!' শীতল স্বরে অভিযোগ করল জেনি।

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, তবে পরিস্থিতি কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। হয়তো'—ক্ষীণ হাসল সে, মাথা ঝাঁকাল কিছুটা—'নিশ্চই শুনেছ, গতরাতে মনার্কে আগুন লাগানো হয়েছিল?'

'সেজন্য আমরা দায়ী নই।'

দু'হাত তুলল ক্রেইগ কারভার, সহাস্যে মাথা নাড়ল। 'আমার তো মনে হয় ম্যাট রায়ান আর আমার ভাতিজা নির্জলা কিছু সত্য তোমাকে বলেনি, মিস্ রায়ান।'

'আমার প্রস্তাবটা তা হলে ন্যায্য মনে হয়নি তোমার?'

'ন্যায্য মানে কি, আরেকটা আউটফিটকে চুরি করতে দেওয়া এবং আমার সম্পত্তি পোড়াতে দেওয়া? উঁহুঁ, এতে রাজি নই আমি।'

উঠে দাঁড়াল জেনি। লোকটির নির্লজ্জ বিদ্বেষ জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে মনে, বুঝতে পারছে খুব সহজে মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে লোকটার। ও নিজেও ধৈর্য হারাচ্ছে, কিন্তু পরোয়া করল না। 'একটা কথা না বলে পারছি না, মি. কারভার, এরই মধ্যে জেমসকে যথেষ্ট ত্যক্ত করেছ তোমরা। হয়তো লড়াই পছন্দ করে না ও, তবে লড়াই এলে পিছিয়েও যায় না। অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য কোরো না ওকে, তা হলে কিন্তু দারুণ ভুল করবে। গুলির জবাব গুলি দিয়ে দেবে ও।'

'পীস-বন্ডের কথা ভুলে গেছ বোধহয়।'

'বরং তুমিই ভুলে বসে আছ!' তপ্ত স্বরে বলল জেনি। 'বুঝতে পারছ না জেমস যখন পীস-বন্ড ভাঙবে, স্রেফ খুন হয়ে যাবে তুমি!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও। করিডরে এসে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। মেজাজ হারিয়েছে ও, হুমকি দিয়েছে কারভারকে, কিন্তু কীসের জন্য? ক্রেইগ কারভার নিশ্চই হাসছে!

সিঁড়ি হয়ে নীচে নেমে এল ও, নিজেকে কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। হতাশা বা ক্রেইগ কারভারের প্রতি বিতৃষ্ণা কোনটাই সহজে দূর হওয়ার নয়। ক্রেইগ কারভারের মধ্যে তীব্র ঘৃণা দেখেছে ও।

বাড়ি ফিরে লিভিংরূমে টেবিলের উপর প্রথম যে-জিনিসটা দেখতে পেল ও, সেটা হচ্ছে সেলিয়া হিউস্টনের হ্যাট। দরজা আটকানোর পরপরই ম্যাটের কণ্ঠ শুনতে পেল জেনি। 'জেনি, এদিকে এসো!' রাগে তপ্ত কণ্ঠে ডাকল সে।

ম্যাটের রূমে ঢুকল ও। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে সেলিয়া হিউস্টন, চোখে রুমাল চেপে ধরে আছে মেয়েটা, কাঁদছে। ম্যাট রায়ানের মুখে ক্ষোভ, জ্বলছে চোখ দুটো। দু'জনের উপর কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল জেনি। 'খোদার দোহাই, কী হয়েছে তোমাদের?'

'শুধু শুনে যাও,' গম্ভীর স্বরে বলল ম্যাট। 'জেমস কেন সেলিয়ার বাসায় গিয়েছিল, এ নিয়ে দু'জনে জল্পনা-কল্পনা করেছি আমরা। শুনবে কারণটা? জিম রাফের নাম প্রস্তাব করায় সেলিয়াকে অভিযুক্ত করেছে জেমস, ব্রেক লেভার ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা নাকি আগে থেকে জানত সেলিয়া। ওকে খুন করে ওয়েস্টার্নকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে!'

সহসা নিদারুণ স্বস্তি বোধ করল জেনি। তা হলে সেলিয়াকে পটানোর চেষ্টা করেনি জেমস! ম্যাটের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই স্বীকার করেনি সে।

সেলিয়ার পাশে বসে পড়ল জেনি, জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। 'কেঁদো না, সেলিয়া। মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় একটা ভুল করেছে জেমস। চিন্তা করো, আরেকটু হলে খুন হয়ে যাচ্ছিল ও! এ অবস্থায় যে-কারও মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমি নিশ্চিত, পরে দুঃখ প্রকাশ করবে ও।'

'কি-কিন্তু ঠিক এটাই বিশ্বাস করে ও!' ফের কেঁদে উঠল সেলিয়া।

'গতরাতে ওর সঙ্গে বেঈমানি করতে পারতাম আমি, বুঝবার পরও বোধহয় আমাকে অবিশ্বাস করে ও!'

'মনে হয় না। আমাদের কিছুই বলেনি সে।'

'সেজন্যই তোমাদের কাছে এসেছি আমি। আমি চেয়েছি তোমরা যেন ভুল না বোঝো।'

'ফের যদি একই অভিযোগ করে জেমস, ওর ঘাড় ভেঙে দেব আমি!' শীতল স্বরে বলল ম্যাট। সেলিয়া হিউস্টনকে দেখছে সে, চোখে বেদনা আর সহানুভূতি।

নিজেকে সামলে নিল সেলিয়া। তারপর অফিসে চলে গেল।

সেলিয়াকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ম্যাটের কাছে ফিরে এল জেনি।

'এভাবে অসহায়, নিষ্পাপ একটা মেয়েকে সন্দেহ করে কেউ!' তিক্ত স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল ম্যাট। 'নিকুচি করি ওর! কাজ শেষে ফিরে এলে এ নিয়ে কথা বলব ওর সঙ্গে।'

'ম্যাট!'

চোখ তুলে ওকে দেখল ম্যাট, জেনির তীক্ষ্ণ স্বরে অবাক হয়েছে।

'এসবের একটা শব্দও বলবে না ওকে! শুনেছ, একটা শব্দও নয়!'

'কিন্তু তাই বলে যা ইচ্ছে করতে পারে না ও! এ যে মহা অন্যায়!'

'মানছি অন্যায় হয়েছে। একটা ভুল করেছে জেমস। কিন্তু সবার স্বার্থের কথা ভাবছে ও। এবং আমাদের সঙ্গেই আছে ও! সর্বশক্তি দিয়ে লড়ছে মনার্কের বিরুদ্ধে। সেলিয়াকে যদি সন্দেহ করে থাকে, সেটা কেবল তোমাকে বা ওয়েস্টার্নকে রক্ষা করবার জন্যই! হয়তো আমাকেও, ম্যাট! মানুষ মাত্রই ভুল করে। ওর চেয়েও বড় ভুল করেছি আমরা, এবং সেটা জানো তুমি।'

রাগের পরও দ্বিধা দেখা গেল ম্যাটের মুখে।

এবার ট্রাম্প কার্ডটা খেলল জেনি। 'যদি এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলো, ম্যাট, সানফ্রান্সিসকোর স্টেজ ধরব আমি, সোজা বাড়ি ফিরে যাব!'

এ ছাড়া আর কিছুই করবার নেই জেমসের জন্য, ভাবল জেনি, ম্যাট সরাসরি কথা বললে পরের মুহূর্তেই চলে যাবে সে।

আচমকা হেসে উঠল ম্যাট। 'ঠিক আছে, সিস্। এ নিয়ে কথা বলব না ওর সঙ্গে। শুধু তোমাকে খুশি রাখবার জন্য! কিন্তু মনে রেখো, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হয়নি আমার।'

*

দুপুরে লাঞ্চের জন্য বাসায় ফেরেনি জেমস। কাগজপত্র আর হিসাব নিয়ে বসল, টের পেল চায়না বয় থেকে যে-টাকা আসবে তা ওর প্রত্যাশার চেয়ে কম। খবরটা ম্যাটকে রাতে জানাবে ঠিক করেছে, তার আগে নতুন ওয়্যাগন কিনবার চুক্তিটা হয়ে যাক। হয়তো এরই মধ্যে নতুন কোন ব্যবসা পেয়ে যাবে, খারাপ সংবাদগুলো তখন ততটা খারাপ মনে হবে না।

মূল রাস্তার ছোট্ট এক রেস্তোরাঁয় খেল ও। বারের কাছে একা দাঁড়িয়ে থাকল–দীর্ঘদেহী, বহুল ব্যবহৃত কাপড় আর জীর্ণ বুট পরা এক যুবক, সঙ্গে অস্ত্র নেই–কারণ এভাবেই নিজেকে ঝামেলা থেকে দূরে রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সত্যিকার ঝামেলা পিস্তল থাকলেই শুরু হয়।

গতরাতের প্রশ্নগুলো তীক্ষ্ণ কাঁটার মত খোঁচাচ্ছে ওকে। মনার্কে আগুন লাগিয়েছে কে? হয়তো ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পারবে ও, ভাবছে জেমস, প্রতিহিংসাবশত মনার্ক কিছু করতে গেলেও নিজেকে বিরত রাখতে পারবে। কিন্তু গতরাতের মত আরও একটা ঘটনা ঘটলে? কী করতে পারবে ও, নাকি লড়তে পারবে? অন্য কেউ যদি মনার্কের কোন ওয়্যাগনের চাকার কয়েকটা স্পোক নড়বড়ে করে রাখে, এবং পরে পাহাড়ে চড়বার সময় ওয়্যাগনটা যদি খাদে পড়ে যায়? খবরটা পাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওকে পাকড়াও করবে শেরিফ, কোন অ্যালিবাই ওকে বাঁচাতে পারবে না। যে-লোক মনার্কে আগুন লাগিয়েছে, তার দয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ওকে। চিন্তাটা মাথায় আসতে অস্থির বোধ করল জেমস, রেস্তোরাঁয় ঢোকা প্রতিটি লোকের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ছে, পিছনে দরজা খুলবার শব্দে সচেতন হয়ে উঠছে–ভাবছে এখনই হয়তো ওর কাঁধে শেরিফের বিষাক্ত থাবা পড়বে!

পরে, সময়টা অসহ্য মনে হতে বিল মিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। এভাবে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে একটা সপ্তাহ থাকতে হলে যে-কারও মনোবল ভেঙে যাবে, সামান্য উস্কানিতে মরিয়া হয়ে উঠবে। সামনাসামনি লড়াই করতে জানে ও, কিন্তু মিথ্যে অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, যেহেতু অভিযোগটা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে দেবে ওকে । একটা গর্তের মধ্যে আছে ও! কেবল অন্ধের মতই লড়তে হবে ওকে।

মূল রাস্তার একেবারে শেষে একমি ফ্রেইটিং কোম্পানির ওয়্যাগন ইয়ার্ড। এই কিছুদিন আগেও, একমিই ছিল মনার্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। মাত্র একটা ওয়্যাগন এবং বিপুল উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পিউতেয় ম্যাট রায়ানের আগমনের আগের ঘটনা সেটা। এখন একমি কেবলই ফ্রেইগ কারভারের লালসা আর হিংস্র বিদ্বেষের নীরব সাক্ষী। চাচার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়তে ক্ষীণ হাসল জেমস–সদম্ভে একমিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল কারভার। এ মুহূর্তে একমি একেবারে ছোট একটা আউটফিট, গুটিকয়েক ওয়্যাগন আর বিস্তর দেনা আছে, কিন্তু কোন ব্যবসা নেই। সিয়েরা নেগ্রার এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন প্রসপেক্টরদের আকরিক শিপমেন্ট করে কোন রকমে টিকে আছে ওরা।

একমির ওয়্যাগন ইয়ার্ডে ঢুকবার মুখে রঙ ঝলসে যাওয়া জীর্ণ তোরণ আছে। জায়গায় জায়গায় পাথর খসে পড়েছে, এ থেকে একমির প্রকৃত অবস্থা আঁচ করা সম্ভব। বাঁক ঘুরে ইয়ার্ডের দিকে এগোল জেমস, শূন্য একটা ওয়্যাগনের পাশে কয়েকজনের ভিড় দেখতে পেল। ওকে দেখে সরে

গেল লোকগুলো–আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কীন বিলিংস। কালো সুট পরা এক লোকের সঙ্গে ঝগড়া করছিল এতক্ষণ।

'টাকার কোন বিকল্প নেই!' তপ্ত স্বরে বলছে বিলিংস। 'কর্নওয়াল, তুমি নিজেই প্রস্তাব দিয়েছ!'

'তোমাদের মত কয়োটদের সঙ্গে আর কোন ব্যবসা নয়! অস্বাভাবিক দাম দিলেও নয়!' সহাস্যে বলল সুট পরা লোকটা। 'এবার আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও, বিলিংস!' নিজের ক্রুদের দিকে তাকাল সে, ড্রাইভারদের ভিড়ে মিশে থাকা জেমসকে দেখতে পেল।

পরিস্থিতি দেখে মিটিমিটি হাসছে জেমস। একমি মালিকের উদ্দেশে নড করল। তারপর বিলিংসের দিকে ফিরল। 'মি. কর্নওয়ালের সঙ্গে ব্যবসায়িক আলাপ আছে আমার। দয়া করে যদি বিদায় হও, নিশ্চিন্তে শুরু করতে পারি।'

জেমসকে দেখতে না পেলেও কিছু একটা আঁচ করেছে বিলিংস, ঝট করে ঘুরল সে, দেখতে পেল জেমসকে। বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, দৃঢ় চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে। 'অ,' ওয়্যাগনের সঙ্গে হেলান দিল সে, বাঁকা হয়ে গেছে ঠোঁটের কোণ। 'তা হলে একাট্টা হয়ে গেছ তোমরা! বেশ, কর্নওয়াল, বুঝতে পারছি অল্পতে খাঁই মিটবে না তোমার। ওয়েস্টার্ন যা অফার করবে, প্রতিটি ওয়্যাগনের জন্য তারচেয়ে পঞ্চাশ ডলার বেশি দেব আমরা।'

'তার আগে ওগুলো পোড়াব আমি!' অসন্তোষ ঝরে পড়ল লোকটির কণ্ঠে।

'তোমার নোংরা চাল এখানেও কাজে আসছে না বোধহয়, বিলিংস?' চাপা স্বরে জানতে চাইল জেমস।

তীব্র খিস্তি করল মনার্ক ম্যানেজার, হেসে উঠল ড্রাইভাররা। জেমসও হাসছে, দেখল রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে বিলিংসের মুখ। শরীর সোজা করে দাঁড়াল সে, এগিয়ে এল দুই কদম। 'ঝামেলা কোরো না, কারভার। তোমাকে আগে থেকে সাবধান করছি।'

ম্লান হয়ে গেল জেমসের হাসি। 'তোমার সঙ্গে কোন ঝামেলায় যাব না আমি, বিলিংস। চলে যাও।'

আচমকা হেসে উঠল সে। 'সন্দেহ আছে আমার। একটা ফাইটে তোমাকে র-হাইড করতে পারলে দারুণ লাগবে আমার, কারভার, তারপর পীস-বন্ড ভাঙবার কারণে তোমাকে জেলে ঢুকতে দেখলে কী যে আনন্দ পাব! কী করলে ফাইট করবে?'

'তেমন কিছু তোমার জানা নেই,' হেসে বলল জেমস।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বিলিংসের দৃষ্টি, ভাবছে কী যেন। 'বেজন্মা!'

মাথা নাড়ল জেমস। 'উঁহুঁ, এরচেয়েও বেশি কিছু দরকার হবে। আমার মায়ের বিয়ের লাইসেন্স দেখেছি আমি।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল ড্রাইভাররা, দারুণ মজা পেয়েছে বিলিংসের চেষ্টা বিফলে যেতে দেখে।

ফের খিস্তি করল বিলিংস। দেখল এখনও হাসছে জেমস। আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল মনার্ক ম্যানেজার, বুঝতে পারছে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। জেমসকে ঘিরে পুরো এক চক্কর দিল সে, মাপছে সাবধানী চাহনিতে। ভাবছে চান্সটা নেবে কিনা, তারপর নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করল: 'জেনিফার রায়ানের কাছে কিন্তু কোন লাইসেন্স নেই, আছে নাকি?'

মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সবাই, টুঁ শব্দ করছে না কেউ। জেমসের উপর স্থির হয়ে আছে ড্রাইভারদের দৃষ্টি।

গম্ভীর হয়ে গেছে জেমস, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। 'সেটাই তো স্বাভাবিক,' শেষে বলল ও। 'জেনিফার রায়ান বিয়ে করেনি।'

'কিন্তু লাইসেন্স ছাড়াই দিব্যি···'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই তাকে আঘাত করল জেমস। ওয়্যাগনের চাকার উপর আছড়ে পড়ল মনার্ক ম্যানেজার। জেমস নিজেও জানে না কখন আঘাত করেছে, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে ওর শরীর। তারপরও জানে, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে–সারা জীবনেও এত বড় ভুল করেনি। কিন্তু ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল বিলিংস, হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। ড্রাইভারদের একজন কব্জি চেপে ধরল ওর, টান মেরে খসিয়ে নিল মুঠি থেকে, তারপর ছুঁড়ে ফেলল দূরে। সহসা পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারল মনার্ক ম্যানেজার, কুঁতকুঁতে ছোট চোখে ভয় দেখা গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল জেমস, আর পিছিয়ে গেল বিলিংস। ওয়্যাগনের সঙ্গে ঠেকে গেল পিঠ। কিছুটা হলেও সন্তুষ্টি বোধ করছে, কারণ ঝুঁকিটা কাজে লেগেছে–জেমস কারভারের প্রতিহিংসা জাগিয়ে তুলেছে।

চারপাশে ওদের ঘিরে রেখেছে ড্রাইভাররা।

আচমকা ওয়্যাগনের চাকার পাশে একটা চাবুক চোখে পড়ল বিলিংসের। তেল দিয়ে নিয়মিত পরিচর্যা করা হয় বলে চকচক করছে, কোন ড্রাইভার বোধহয় বেখেয়ালে ওয়্যাগনের পাদানির কাছে ফেলে রেখেছে।

হাত বাড়িয়ে চাবুকটা চেপে ধরল বিলিংস, সামান্য ঝাঁকিতে ভাঁজ খুলে গেল ওটার। সন্ত্রস্ত কোয়েলের ঝাঁকের মত দূরে সরে গেল ড্রাইভাররা, শুধু জেমসই রইল সামনে। ভয় দূর হয়ে গেছে বিলিংসের, বিশাল বুকের ছাতি কাঁপিয়ে হেসে উঠল সে। 'জানতে চাও একটু আগে কী বলতে চেয়েছি?' ঘৃণা উপচে পড়ছে চোখে-মুখে। 'বিয়ের লাইসেন্স দরকার জেনিফার রায়ানের, মিস্টার। সকালে ক্রেইগ কারভারের কাছে এসেছিল ও, তোমার প্রাণ ভিক্ষা করেছে। তার মানে এই নয় কি যে মেয়েটা···'

ছুটে এল জেমস, সঙ্গে সঙ্গে চাবুক চালাল বিলিংস। বাতাসে চাবুক

কাটবার সময় তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। কনুই তুলে মুখ বাঁচানোর প্রয়াস পেল জেমস, কিন্তু চাবুকের শেষ প্রান্ত ওর ঘাড়ে জড়িয়ে গেল, ক্ষত তৈরি করে দিল মুহূর্তে। গালে আঁচড় দিয়ে গেল ফিরে যাওয়ার সময়।

এগোল জেমস।

আবার চাবুক চালাল বিলিংস। কাঁধে তীব্র ব্যথা অনুভব করল জেমস, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। পরের আঘাত মিস্ করল ওকে। চট করে আগে বাড়ল জেমস, সহসা কোণঠাসা হয়ে পড়ল বিলিংস, ওয়্যাগনের সঙ্গে ঠেকে গেছে পিঠ, চাবুক চালানোর মত পরিসর জায়গা নেই আশপাশে। ছুটে গিয়ে তার বুক আর পেটের মাঝ বরাবর মাথা চালাল জেমস, সংঘর্ষের পরপরই অনুভব করল চাবুকের হাতল কুঠারের মত ওর পিঠে নামিয়ে এনেছে বিলিংস। দু'জনেই ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ল ওরা।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, আতঙ্ক শক্তি জোগাচ্ছে বিলিংসকে। দু'হাতে জেমসকে চেপে ধরল সে, পরস্পরের উপর গড়াগড়ি করল ওরা। বিদ্বেষ আর ঘৃণা দিয়ে কুপোকাত করতে চাইছে একে অন্যকে। হাঁটু তুলে জেমসের কুঁচকির কাছে আঘাত করতে চাইল বিলিংস, কিন্তু শরীর বাঁকিয়ে সরে গেল জেমস, পাল্টা আঘাত হানল–বিলিংসের থুতনিতে তালু চালিয়ে ঠেলা দিল। পিছন দিকে সরে গেল বিলিংসের মাথা, শিথিল হয়ে গেল বাঁধন। গড়িয়ে দূরে সরে গেল জেমস।

চাবুকের জন্য ডাইভ দিল বিলিংস। কিন্তু চট করে তার কাছে পৌঁছে গেল জেমস, আচমকা প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল প্রতিদ্বন্দ্বীর থুতনিতে, গতিপথ বদলে গেল বিলিংসের। ফের যখন উঠে দাঁড়াল সে, দেখল ঠিক চাবুকের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে জেমস।

এগিয়ে গেল জেমস, ওয়্যাগনের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলিংস। এক হাতে ঘুসি চালাল জেমস, আরেক হাতের কনুই চালাল মারের চোটে ঝুঁকে পড়া মনার্ক ম্যানেজারের মুখে। তীব্র জেদ আর রাগে জ্বলছে ওর শরীর, একের পর এক আঘাত করতে থাকল, নিষ্ঠুরের মত। খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে, ইচ্ছে করছে পিটিয়েই মেরে ফেলে বিলিংসকে।

বীভৎস হয়ে গেছে বিলিংসের মুখ, মুখ আর থুতনি বেয়ে গড়ানো রক্ত বুকের উপর নেমে এসেছে। বুজে গেছে একটা চোখ, ফুলে উঠেছে দুই হনু। ক্রমশ নির্জীব হয়ে যাচ্ছে সে, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বিশাল বুকের ছাতি। প্রতিরোধের স্পৃহা অনেক আগেই হারিয়েছে। জেমসের জোরাল ঘুসিতে এবার উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল ধূলিময় আঙিনায়। অস্ফুট কাতরানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, চোখে অসহায় দৃষ্টি–ঘৃণা, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা, কিছুই নেই এখন। "দয়া করো! আর মেরো না!' মিনতি ঝরে পড়ল বিলিংসের কণ্ঠে।

'এখনও শেষ হয়নি তো, কীন!' খরখরে কণ্ঠে বলল জেমস, ঝুঁকে

চাবুকটা তুলে নিল। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আতঙ্কে সিটিয়ে গেল বিলিংস, ছেঁচড়ে আয়ত্তের বাইরে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল। কিন্তু বিধ্বস্ত শরীরে বেশিদূর যেতে পারল না। বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ করে নেমে এল চাবুক, চুমু দিয়ে গেল বিলিংসের গালে। লাল একটা রেখা দেখা গেল প্রথমে, তারপর চওড়া হয়ে গেল রেখাটা। চামড়া তুলে নিয়ে গেছে চাবুক। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল বিলিংসের মুখ থেকে, দু'হাত তুলে পরবর্তী আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করল সে, ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

'গেট খোলাই আছে, কীন। দৌড়াও!'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সে, মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা শক্তি জুগিয়েছে তাকে। দু'পা এগোল, কিন্তু ফের চাবুক চালাল জেমস। বিলিংসের শার্টের পিছন দিকটা খাবলা মেরে তুলে নিয়ে এল চাবুকটা। পা হড়কে পড়ে গেল মনার্ক ম্যানেজার, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোন রকমে উঠে দাঁড়াল সে কিছুক্ষণ পর, দৌড়াতে শুরু করল গেটের দিকে, কিন্তু গতি একেবারে শ্লথ। জেমসের পরবর্তী আঘাত ফের ধুলোর উপর আছড়ে ফেলল তাকে, ট্রাউজারের একটা পা নেই হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। প্রবল আতঙ্কে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে বিলিংস, মরিয়া চেষ্টায় গড়িয়ে সরে যেতে চাইল। 'দয়া করো, আর মেরো না আমাকে!' মিনতি করল বিলিংস।

গেট পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আরও সাতবার চাবুকের আঘাত সইতে হলো তাকে। পিঠে আর বুকে দুটো ক্রস চিহ্ন ফুটে উঠেছে, রক্তের ধারা বইছে ওগুলো থেকে, বাদামি মাটি দ্রুতই শুষে নিল তাজা রক্ত।

এবার শেষ আঘাতটা করল জেমস, বিলিংসের বিশাল বুকের ছাতি বরাবর চাবুক চালাল। মুখ থুবড়ে বালির উপর পড়ল সে, চিৎকার করবার শক্তিও অবশিষ্ট নেই, কিংবা ওঠবার আগ্রহও দেখা গেল না তার মধ্যে। একই জায়গায় পড়ে থাকল, ফোঁপাচ্ছে, মাটি খামচে ধরেছে আঙুল দিয়ে।

ঝুঁকে পড়ল জেমস, চুল ধরে টেনে তুলল বিলিংসের মাথা। 'জেনিফার রায়ান এখনও বিয়ে করেনি, কীন। কথাটা বলো সবাইকে।'

'হ্যাঁ, দারুণ মেয়ে ও···খুব ভাল মেয়ে···' ক্ষীণ হয়ে এল বিলিংসের স্বর, আচমকা জ্ঞান হারাল।

দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, হাঁপাচ্ছে মৃদু মৃদু। দুই মুঠি ঘাম আর রক্তে মাখামাখি। ড্রাইভারদের দিকে তাকাল ও, ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পেল–বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা সবই ম্লান হয়ে গেল একসময়। 'এখন জেলে যেতেও আপত্তি নেই আমার,' চাবুকটা ফেলে দিয়ে স্বগতোক্তি করল ও।

'গেট বন্ধ করে দাও, বয়েজ!' আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল একমি মালিক। 'তারপর আমার কাছে এসো সবাই।'

কীন বিলিংসের দেহ বাইরে ঠেলে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেওয়া হলো। জেমসের সামনে এসে দাঁড়াল কালো সুট পরা লোকটি, হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমি মর্ট কর্নওয়াল। এই দৃশ্য দেখবার আশায় পনেরোটা বছর কাটিয়েছি, কারভার,' সন্তোষ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'তোমার হাত ধরতে পেরে গর্ব হচ্ছে আমার।'

হ্যান্ডশেক করবার পর ড্রাইভারদের উদ্দেশে ফিরল সে। 'শোনো, বয়েজ, আরও কাছে এসো,' লোকজন ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল সে। 'পীস-বন্ডের অধীনে আছে জেমস কারভার। এই ফাইটের কথা জানতে পারলে ওকে গ্রেফতার করবে শেরিফ, জেলে ঢোকাবে ওকে। স্বভাবতই পীস-বন্ডের টাকা হারাবে জেমস। তোমরা কি চাও লোয়েল তাই করুক?'

'না!' সমস্বরে চিৎকার করল ড্রাইভাররা।

কোট খুলে ধুলোর উপর ছুঁড়ে ফেলল জব কর্নওয়াল। 'মার্ক, আমার শার্টটা ছিঁড়ে ফেলো। জো, চাবুকের হাতলে রক্ত লাগিয়ে ওটা আমার হাতে তুলে দাও। বাকি সবাই আমার গল্পের সঙ্গে তাল মেলাবে। আমি যখন বিলিংসের কাছে ওয়্যাগন বেচতে রাজি হলাম না, আমাকে মারতে আসে সে। তারপর ওকে আচ্ছামত মার দিয়েছি আমি, নয়জন সাক্ষী আছে প্রমাণ করবার জন্য! তোমরা আমাকে সমর্থন করবে তো, বয়েজ?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই। উজ্জ্বল মুখ সবার—আনন্দ খেলা করছে চোখে। বোঝা গেল মালিকের সঙ্গে দ্বিমত নেই কারও।

জেমসের দিকে ফিরল কর্নওয়াল। 'ওয়্যাগনগুলো তোমার হয়ে গেছে, কারভার। তোমার পছন্দমত দামেই বেচব। এবার বাড়ি ফিরে যাও, আর মুখটা বন্ধ রেখে আমাকে নায়ক হতে দাও! আমার ছেলেরাই আমাকে নায়ক বানিয়ে ছাড়বে। খুব ইচ্ছে ছিল মনার্ককে একহাত দেখে নেব, পারিনি কখনও। শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে হলেও ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে আমার! মনার্কের মুখে চুনকালি মাখাব আমি!'

ট্রাফের কাছে এসে কলের পানিতে হাত-মুখ ধু'লো জেমস, তারপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে গলি ধরে শহরের মূল রাস্তায় চলে এল। কীন বিলিংসকে একমির গেটে পাওয়া যাওয়ার পর থেকে ইতোমধ্যে সারা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

একমিতে এসে অযাচিত সাহায্য পেয়েছে ও, মনার্কের শত্রু কিন্তু অতি উৎসাহী দশজন লোকের সদিচ্ছার কারণে বেঁচে গেছে। মনার্কের প্রতি ঘৃণা একই কাতারে নামিয়ে এনেছে প্রত্যেককে। কিন্তু মানতেই হবে, এটা স্রেফ সৌভাগ্য। এভাবে দ্বিতীয়বার পার পাওয়া যাবে না। সুস্থির বোধ করলেও এখনও খাঁপছাড়া চিন্তাগুলো ছেড়ে যায়নি ওকে, ঠিক মনে করতে পারছে না জেনি সম্পর্কে কী বলেছিল কীন বিলিংস। একটা খবর দিয়েছিল: সকালে ক্রেইগ কারভারের কাছে ওর প্রাণভিক্ষা করছিল জেনিফার রায়ান।

অসম্ভব! জেনি এমন একটা কাজ করতেই পারে না!

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠবার সময় অস্থির বোধ করল জেমস। কয়েক ধাপ উঠবার পর দরজায় জেনিকে দেখতে পেল, বাইরে বেরোনোর পোশাক আর হ্যাট মেয়েটির পরনে। ওকে দেখে আচমকা থেমে গেল। 'জেমস, কী হয়েছে তোমার মুখে?' উদ্বেগ ফুটে উঠল জেনির চোখে।

রেলিংয়ে হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল জেমস। 'জেনি, সকালে ক্রেইগ কারভারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছি। কে বলেছে তোমাকে?'

'কী বলেছ কারভারকে? তুমি নাকি আমাকে না ঘাঁটানোর অনুরোধ করেছ ওকে?'

জ্বলে উঠল জেনির চোখ। 'তা করিনি আমি, জেমস কারভার! আমি তাকে বলেছি লড়াই করে আসলে বোকামি করছি আমরা, বরং ব্যবসা ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত হবে। কিন্তু আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সে, তারপর ওকে বললাম যে আসলে এভাবে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করছে সে!'

দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বড় সুন্দর, কিছুটা অধৈর্য দেখাচ্ছে জেনিকে। মুখে লালচে ছোপ লেগেছে, রাগ বা ক্ষোভের পিছনে সবুজ চোখের গভীরে কিছুটা যেন বেদনা আর সহানুভূতিও রয়েছে, মনে হলো জেমসের।

'ধন্যবাদ, জেনি। এটাই জানতে চেয়েছিলাম আমি।'

খুরের শব্দ শোনা যেতে ঘুরে দাঁড়াল জেমস, দেখল ইয়ার্ডে প্রবেশ করছে জ্যাক রাইলি, পিছনে চায়না বয়ের সুপার হার্ভে জিরার্ড। ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল ওরা, দ্রুত এগিয়ে এল। প্রথমে জ্যাকই দেখতে পেল জেমসকে, থমকে দাঁড়াল সে। চোখ তুলে তাকাল জিরার্ড।

'একটা দুঃসংবাদ আছে, জেমস,' জানাল জিরার্ড। 'গতরাতে আমার গার্ডকে খুন করেছে কেউ। শুধু তাই নয়, ডিনামাইট দিয়ে তিনটে টানেলের মুখও উড়িয়ে দিয়েছে ওরা। আপাতত আর কোন আকরিক তুলতে পারব না আমরা।'

পনেরো

স্প্রিং ওয়্যাগনে তুলে কীন বিলিংসকে হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছে শেরিফ স্যাম লোয়েল, তারপর একমি ফ্রেইটিং-এ এসেছে। এ মুহূর্তে মর্ট কর্নওয়ালকে লাগাতার প্রশ্ন করে যাচ্ছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। এক ডেপুটি এসে

কথা বলতে চাইল। ওয়্যাগন ইয়ার্ডের একপাশে সরে এসে মিনিট দুয়েক ডেপুটির সঙ্গে আলাপ করল লোয়েল, তারপর ফিরে এল একমি মালিকের কাছে। কর্নওয়লকে ঘিরে রেখেছে তার ড্রাইভাররা, শার্টটা ছেঁড়া তার, হাতে রক্ত লেগে আছে এখনও, এবং ব্যবহৃত চাবুকটা পায়ের কাছে পড়ে আছে।

'তাড়া আছে আমার। আপাতত যাচ্ছি বটে, কিন্তু আবার আসব, কর্নওয়াল!' অসন্তোষের সুরে বলল লোয়েল।

'আমাকে গ্রেফতার করবার চিন্তা ঝেড়ে ফেলো মন থেকে,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘোষণা করল সে। 'তবে তোমাকে লেগে থাকতে দেখলেই ভাল লাগবে আমার।'

'কীন হয়তো একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে, কিন্তু তারপরও বলতে হবে, তুমি ওকে যা করেছ, রীতিমত নির্মম এবং পাশবিক।'

'শুধু বাড়াবাড়ি বলছ?'

'বাড়াবাড়ি করবার জন্য ওকে এভাবে পেটাবে নাকি?'

'ঠিকই করেছি,' নিস্পৃহ স্বরে তর্ক করল কর্নওয়াল। 'মনার্ক আমার ব্যবসা শেষ করেছে, শেরিফ। আমার শ্বশুরকে খুন করেছে ওরা। আর এখন এখানে আসবার দুঃসাহস দেখিয়েছে, আমার সঙ্গে ডাঁট দেখাতে চেয়েছে যাতে ওয়েস্টার্নের কাছে ওয়্যাগন বেচতে না পারি,' ক্ষীণ হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'একটা ঘোড়ার চাবুক হয়তো ততটা নির্মম নয়, কী বলো?'

'আরেকটু হলে ওকে খুন করে ফেলেছিলে!'

'তা যে করিনি কেন, ভেবে দুঃখ হচ্ছে আমার!'

গোড়ালির উপর ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, মুখে সীমাহীন ক্রোধ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, স্যাডলে চড়ে ডেপুটির সঙ্গে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল সে। 'জিরার্ড কোথায়?' মূল রাস্তার কাছে এসে ডেপুটির উদ্দেশে জানতে চাইল লোয়েল।

'জানি না, হয়তো শহরের লোকজনকে নিয়ে মীটিং করছে।'

'সত্যিই কি বিস্ফোরণে চারজন মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'খুলে বলো তো!'

'নাইট শিফটের এক মাইনার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় টানেলের বাইরে এসে স্কিপের* অপেক্ষায় ছিল, ওটা তখন নীচে। নীচ থেকে টানেলের মুখে পৌঁছল স্কিপ, মাইনার দেখল ওটা গানপাউডারে ভরা এবং ফিউজ জ্বলছে। দেখেই চিৎকার করল লোকটা। নীচের টানেলের সব লোক দৌড়ে উপরের টানেলের দিকে ছুটল। আলাদা জায়গায় কাজ করছিল চারজন, বিস্ফোরণে

---

* স্কিপ খনি খাত প্রভৃতিতে মানুষ ও প্রয়োজনীয় মালপত্র নামানোর ও তুলবার খাঁচা বা পাত্র বিশেষ

স্রেফ জ্যান্ত কবর হয়ে যায় সবার। নীচের আরও দুটো সুড়ঙ্গ, যেখানে ডে-শিফটের কাজ চলত, একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শেরিফের মুখ। ল-অফিসের দিকে এগোচ্ছে ওরা। 'খোঁজখবর নাও, জন। উপরের টানেলের কেউ দেখে থাকতেও পারে, বলা যায় না কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারো।'

'মনে হয় না। নাইট শিফটে গ্রেডিং শেডগুলো বন্ধ থাকে। আকরিকের স্কিপ বড় একটা স্টোরে রেখে দেওয়া হয়, যাতে সকালে সহজে খালি করা যায়। উপরে কেবল একজন লোক থাকে তখন, হোয়েস্টম্যান, রাতে প্রহরার কাজটাও করে সে। তাকে খুন করে পাউডার শেডের তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে ওরা। সমগ্র ক্যাম্প যখন ঘুমে অচেতন, স্কিপে পাউডার লোড করে ওরা, লম্বা ফিউজ লাগিয়ে নীচে নামিয়ে দেয় ওটা।'

ল-অফিসে এসে স্যান্ডল ছাড়ল না শেরিফ। 'জিরার্ডকে খুঁজে বের করে কথা বলো, ওকে ঠাণ্ডা করে পাঠিয়ো আমার কাছে,' ডেপুটিকে নির্দেশ দিল লোয়েল। তারপর আচমকা কী যেন মনে পড়ল তার, ঘুরে তাকাল চলে যাওয়া ডেপুটির দিকে। 'ওরা বললে না?'

'কী?'

'ক'জন? তুমি বলেছ হোয়েস্টম্যানের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'সঠিক সংখ্যা কীভাবে জানব?' খানিকটা অপ্রতিভ দেখাল ডেপুটিকে। 'অনুমান করেছি। কাজটা একা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত মনার্ক এতে জড়িত।'

'তাই?' সন্দিহান সুরে স্বগতোক্তি করল শেরিফ, ঘোড়ার গতিমুখ বদলে গলি ধরে এগোল।

আবারও একই কাণ্ড ঘটল। চারজন লোক খনির বিস্ফোরণে মারা গেছে। সবার আগে মনার্কের উপরই সন্দেহ পড়ে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কীন বিলিংসের দিকে। হয়তো গতরাতে চায়না বয়ে গিয়ে কাজটা করেছে কীন। অসম্ভব নয়। সময় ছিল তার হাতে–প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। সত্যিই করেছে? আনমনে মাথা নাড়ল লোয়েল, বিলিংসের পক্ষে সম্ভব নয় কাজটা, কারণ ভয় পেয়েছে ও। তা হলে কে করেছে?

বিলিংসের হোটেলে এসে ঘোড়া থেকে নামল লোয়েল, লবিতে এসে কামরার নম্বর জেনে উপরে উঠে এল। দোতলার একটা কামরায় নক্ করল।

ক্ষীণ একটা শব্দ শোনা গেল ভিতরে। দরজা খুলবার অবস্থায় নেই মনার্ক ম্যানেজার, জানে বলেই ঢুকে পড়ল শেরিফ। খালি গায়ে বিছানায় পড়ে আছে বিলিংস, সারা শরীরে কাটাছেঁড়া আর কালসিটে দাগ। মাথা তুলে তাকানোর চেষ্টা করল সে, শেরিফ দেখল বিশাল মুখটা এরই মধ্যে ফুলে গেছে।

'ধরেছ ওকে?' জানতে চাইল বিলিংস।

'তুমি নিজেই অনধিকার চর্চা করেছ, আইন ভেঙেছ,' নিস্পৃহ স্বরে বলল লোয়েল। 'তোমাকে সতর্ক করেছিল ও, কিন্তু তারপরও ওখানে থেকেছ এবং ঝামেলা করেছ। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ও, কীন।'

'কে?'

'কে কী?'

'কে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে?'

'কর্নওয়াল, গাধা!'

বহু কষ্টে বিছানায় উঠে বসল কীন বিলিংস। 'একটা আস্ত আহাম্মক তুমি! কর্নওয়াল আমাকে পেটায়নি, গাধা! বরং জেমস কারভারই পিটিয়েছে আমাকে!'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শেরিফ, সূক্ষ্ম হাসি দেখা যাচ্ছে সরু গোঁফের নীচে। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, কীন! কর্নওয়ালই পিটিয়েছে তোমাকে।'

'কারভার!' চিৎকার করল বিলিংস। 'তোমার কি ধারণা, কার সঙ্গে মারপিট করেছি তাও জানি না আমি?'

'কর্নওয়ালের শার্ট ছেঁড়া দেখেছি আমি, ওর মুখ আর হাতে রক্ত লেগে ছিল। এরচেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ওকে কখনও দেখিনি আমি।' খানিক থেমে ফের জানতে চাইল শেরিফ: 'তুমি ঠিক আছ তো, কীন?'

খিস্তি করল বিলিংস। 'সাজানো নাটক, স্যাম–সবই সাজানো!' তারপর দ্রুত ঘটনাটা বর্ণনা করল সে, কর্নওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মাঝপথে জেমসের আগমন, জেমসের সঙ্গে তর্ক এবং পীস-বন্ডের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার কথা জানাল। তবে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে। কীভাবে জানবে জেনিফার রায়ানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আছে জেমস? সেটাই ফাইটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ওকে চাবুকপেটা করেছে জেমস।

মনোযোগ দিয়ে শুনল লোয়েল। 'ধ্যেৎ! একমির সমস্ত ড্রাইভার বলছে কর্নওয়ালই তোমার সঙ্গে ফাইট করেছে! কর্নওয়াল নিজেও তাই দাবি করেছে।'

'কারভারকে রক্ষা করতে চাইছে ওরা! যাও, ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো!'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'উঁহুঁ, সম্ভব নয়। নয়জন মানুষের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারি না আমি। আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ করবে ওদের সাক্ষ্য।' খানিক থেকে খেই ধরল সে। 'আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত এখানে শেরিফ থাকতে চাই আমি। প্রমাণ ছাড়া জেমসকে গ্রেফতার করতে গেলে লড়বে ও, সামান্য উস্কানিতে পিস্তলে হাত দেবে। ওকে না ঘাঁটানোই ভাল।'

'মারামারির কথা বলছ তো? বিজয়ী হয়েছে বলেই কি...'

'মারামারির কথা মীন করিনি আমি, অন্য ব্যাপারে বলছিলাম। মনে হয় না শুনতে ভাল লাগবে তোমার।'

সতর্ক দৃষ্টিতে শেরিফকে দেখছে বিলিংস, লোয়েলের মুখভাব দেখে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। 'কী?'

'রাত এগারোটার পর কোথায় ছিলে তুমি?'

'মনে নেই, পুরো এক ঘণ্টা পোকার খেলেছি আমরা?'

'তারপর?'

'ঘুমাতে গেছি,' এখনও লোয়েলকে দেখছে বিলিংস, আঁচ করছে কিছু একটা ভজকট হয়েছে। 'কেন?'

'গতরাতে চায়না বয়ে হোয়েস্টম্যানকে খুন করেছে কেউ। পাউডার দিয়ে স্কিপ লোড করে নীচে নামিয়ে দিয়েছে এরপর, বিস্ফোরণে চায়না বয়ের নীচের তিনটা সুড়ঙ্গ ধসে পড়েছে। চারজন লোক মারা গেছে। তা হলে কী দাঁড়াল অবস্থাটা? সহসা আকরিক উত্তোলনের সম্ভাবনা নেই বলে আগামী চার-পাঁচ মাস ওয়েস্টার্নের সঙ্গে চায়না বয়ের চুক্তির কোন মূল্যই থাকল না।'

মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল বিলিংস, তারপর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বিছানা থেকে উঠল সে, দরজার দিকে এগোল। দরজা বন্ধ করে জানালার কাছে গেল, পর্দা নামিয়ে খেপা দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফের দিকে। 'জেমস কারভার কোথায়, স্যাম?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'ভয় পেয়েছ, কীন?' জানতে চাইল শেরিফ, বিস্ময় তার কণ্ঠে।

'ও···ও আমাকে ধরতে আসছে নাকি?'

'এমন কিছু শুনিনি।'

'শোনো, স্যাম। একটা ফেভার করবে আমাকে? লবিতে গিয়ে বসো। কারভার এলে ওকে আটকে রেখো কিছুক্ষণের জন্য, যাতে যথেষ্ট সময় পাই আমি।'

'কীসের সময়?'

'গাধা! এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়!' কর্কশ, অধৈর্য স্বরে বলল বিলিংস। ক্লজিট থেকে ওয়্যারব্যাগ, কয়েক প্রস্থ কাপড় আর বুটজোড়া বের করল। নতুন কাপড় পরে, ঘুরে দেখল বিছানার কিনারে বসে আছে শেরিফ, হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল। নলটা তাকিয়ে আছে বিলিংসের পেটের দিকে।

'বসো, কীন।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল বিলিংস, কালসিটে দাগের নীচে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ।

'স্রেফ বসে থাকো ওখানে, আর ভাবতে দাও আমাকে। নিজেও ভাবো।'

কিছু বলবার চেষ্টা করল বিলিংস, কিন্তু পারল না। 'ঠিক আছে, স্যাম। এবার বলো তো কেচ্ছাটা কী?'

'এখান থেকে পালাচ্ছ না তুমি, কীন। আমাদের চুক্তির কী হবে?'

'গোল্লায় যাক চুক্তি!'

'একমত হতে পারলাম না। চুক্তিমত কাজ চালিয়ে যাব আমরা।'

'জেমস খুন করবে আমাকে! স্যাম, কসম করে বলছি চায়না বয়ে বিস্ফোরণ ঘটাইনি আমি! কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করবে না জেমস! আমাকে খুন করবে ও!'

'তোমাকে লুকিয়ে রাখব আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল লোয়েল। 'তোমাকে খুঁজে না পেলে খুনও করতে পারবে না সে।'

'যদি জায়গামত লুকিয়ে রাখতে পারো আমাকে।' শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকাল বিলিংস।

বিলিংসের সামনে এসে দাঁড়াল শেরিফ, আচমকা প্রচণ্ড চড় কষল মনার্ক ম্যানেজারের গালে। 'নিকুচি করি তোমার, কীন! সাহস রাখো, এখনও মরে যাওনি তুমি। আমার কথা শুনলে মরবেও না।' কিন্তু এরপরও মাথা তুলল না বিলিংস। অধৈর্য বোধ করছে শেরিফ। 'ঘরে হুইস্কি আছে নাকি?'

'উপরের ড্রয়ারে আছে,' জানাল বিলিংস। পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে ড্রেসার থেকে বোতল বের করল লোয়েল, কর্ক খুলে বিলিংসের হাতে ধরিয়ে দিল।

'খানিকটা গলায় ঢালো, কীন।'

নির্দেশ তামিল করল বিলিংস। হাত কাঁপছে ওর, বোতল থেকে ছলকে পড়ে কাপড় ভিজে গেল। পরপর দুই চুমুক পান করল সে, চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওকে দেখছে শেরিফ।

যাদুর মত কাজ দেখাল হুইস্কি, কিছুক্ষণের মধ্যে ধাতস্থ হলো বিলিংস। চোখ ডলে মাথা নাড়ল। 'আমি ঠিকই আছি, স্যাম!' পরিষ্কার কণ্ঠে বলল সে।

'ভয় কেটেছে তো?'

'না। আমার মত ফাঁপরে পড়লে তোমারও ভয় কাটত না। শুনে রাখো, স্যাম, ঠিকই আমার খোঁজে বেরোবে জেমস, খুন করবার চেষ্টা করবে। ব্রেক লেভার ভাঙায় খেপে গিয়েছিল ও, আর এখন খনিতে বিস্ফোরণ হওয়ায় নিশ্চই খুন চেপে যাবে ওর মাথায়! কপাল মন্দ আমাদের, সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।'

মৃদু হাসল শেরিফ। 'ওয়েস্টার্নও শেষ হয়ে যাবে এবার। তা হলে আমাদের পরিকল্পনা কী হবে?'

'জানি না।'

'নিজেকে সামলে নাও, কীন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল লোয়েল। 'মনার্ক বা ওয়েস্টার্ন কাউকেই ছাড়ব না আমরা, দুই আউটফিটকে ডুবিয়ে ছাড়বার পরিকল্পনা ছিল আমাদের, তাই না? এখন আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, আরেকটা ধাক্কা দিতে হবে মনার্ককে। তা হলেই ওয়েস্টার্নের মত

অবস্থা হবে ক্রেইগ কারভারের–হাতের সবচেয়ে ভাল তাসটা খেলতে বাধ্য হবে। তোমাকে ডাকবে সে, প্রয়োজনে বিস্তর টাকা খরচ করে জেমস আর ম্যাট রায়ানকে সরিয়ে দিতে বলবে।'

'স্যাম, চায়না বয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কে?'

'তুমি কি আমার কথা শুনছ না?'

'শুনছি,' শুকনো স্বরে বলল বিলিংস আরেক প্রস্থ পান করল সে। 'ঠিক আছে, বলে যাও।'

'আর কিছু বলবার নেই, করবারও নেই!' কর্কশ কণ্ঠে বলল শেরিফ। এগিয়ে এসে ফের বিলিংসের মুখে আঘাত করল সে, দু'বার। চড় এড়াতে ওর পেটের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে দিল বিলিংস, পিছু হটল লোয়েল। 'মাই গড! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার, ম্যান?' চাপা রাগ আর বিরক্তিতে বিষোদ্গার করল সে।

'আমি ঠিকই আছি, স্যাম। তোমার সব কথাই শুনেছি। ঠিকই বলেছ, একেবারে সাচ্চা কথা বলেছ। কিন্তু তুমি কি আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে জেমস যাতে খুঁজে না পায়?'

'পারব। দেয়ালের ওপাশে দেখবার চোখ আছে নাকি ওর?'

'কি জানি, থাকতেও পারে! এ ছাড়া আর সবকিছুই তো আছে ব্যাটার!'

'তোমার সমস্যাটা কি জানো, কীন, এখনও কাপুরুষ রয়ে গেছ তুমি,' তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে ঘোষণা করল শেরিফ। 'কী এমন হয়েছে যে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ?'

'হয়তো,' উদাসীন সুরে স্বীকার করল বিলিংস।

'হাল ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করছ না তো, বন্ধু? শোনো তা হলে, তোমাকে নিয়ে কী করব। ঠিক উল্টো দিকের কামরাটা ভাড়া করব, এবং ওটায় থাকবে তুমি। তোমাকে খুঁজতে থাকবে জেমস কারভার, আর আমি ওর পিছনে লেগে থাকব যতক্ষণ না ওকে উস্কে দিয়ে বা ফুসলিয়ে একটা লড়াই বাধাতে পারি। তা হলে অনায়াসে জেলে ঢোকানো যাবে ওকে। তারপর তুমি কী করবে, অনুমান করতে পারছ, বন্ধু, ঠিক যখন তোমার খোঁজে সারা শহর চষে বেড়াবে ও?'

'কী?' কীন বিলিংসের চোখে আগ্রহ দেখা গেল, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখ।

'ক্রেইগ কারভারকে গুলি করবে তুমি, আনাড়ী কোন লোকের মত, খুব কাছ দিয়ে করতে হবে গুলিটা যাতে সে ভাবে আরেকটু হলে খুন হয়ে যেত!'

কিছু বলল না বিলিংস।

'স্বভাবতই জেমসকে সন্দেহ করবে সবাই। জেলে যাবে সে, কিন্তু ক্রেইগ কারভারের মাথাও খারাপ হয়ে যাবে তাতে। কাল ক্রেইগের কাছে যাবে তুমি, ম্যাট রায়ান আর জেমসকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ নেবে

তার কাছ থেকে। এদিকে জেমসকে ছেড়ে দেব আমি।' ড্রেসারের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিল শেরিফ। 'জেমস মুক্ত, আর ক্রেইগ হয়ে উঠবে খেপা কুকুরের মত। ব্যস, যা চাইছি আমরা, তাই ঘটবে।'

'তাই?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখল শেরিফ, আশা করছে তর্ক করবে মনার্ক ম্যানেজার। কিন্তু তা করল না বিলিংস, কারণ পরিকল্পনায় কোন খুঁত নেই। দারুণ, সহজ প্ল্যান। তবে মাত্র একটা অসঙ্গতি আছে, চাইলেও সেটা অগ্রাহ্য করতে পারছে না বিলিংস। 'দেখো, স্যাম। এখনই অধীর হওয়ার কিছু নেই। আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'বলে যাও।'

'প্রথমে, সিঁড়ি থেকে ম্যাট রায়ানকে ফেলে দিয়েছে কেউ, তাতে পা ভেঙে যায় ওর। দ্বিতীয়, জেমস কারভারের ওয়্যাগনের ব্রেক লেভার কেটে ফেলেছিল কেউ; তৃতীয়, চায়না বয়ে বিস্ফোরণ এবং চতুর্থ···'

'সব ঘটনা আমাদের পক্ষে গেছে, তাই না?' বাধা দিল লোয়েল। 'ওয়েস্টার্ন এতটাই খেপে গিয়েছিল যে মনার্কে আগুন লাগিয়েছে, জেমস তোমাকে প্রাণের হুমকি দিতেও ছাড়েনি, পীস-বন্ডের গ্যাঁড়াকলে পড়েছে ও, তাই আমাদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। তা হলে কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে তোমার?'

'আমি জানতে চাই কে করেছে এসব! আমার জায়গায় তুমি হলে কি হোটেলের বদ্ধ কামরায় বসে থাকতে যখন জেমসের মত বেপরোয়া লোক খুঁজে বেড়াবে তোমাকে?'

'কিন্তু তাতে কী? তুমি বেঁচে আছ বা থাকবে এটাই তো আসল কথা।'

'একটা কিছু আঁচ করতে পারছি,' সন্দিহান সুরে বলল বিলিংস।

'কী?'

'কেউ বোধহয় আমাদের উপর বাটপারি করছে,' চোখ তুলে সরাসরি শেরিফের উপর রাখল বিলিংস। "আমরা কী করব তা কীভাবে যেন জেনে যাচ্ছে সে, এবং আমাদের আগেই কাজটা করে ফেলছে।'

'গাধা!'

'তুমি নও তো, স্যাম, অন্য কারও সঙ্গে হাত মিলিয়েছ?'

'মুখ সামলাও, কীন!' শীতল সুরে সতর্ক করল লোয়েল।

'তোমার তো আর বিপদের ঝুঁকি নেই, জেমস তোমাকে খুঁজবে না!' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল বিলিংস।

'তুমি যেহেতু মনার্কের ম্যানেজার, আর কাকে খুন করতে চাইবে সে? আমাকে খুন করবার প্রশ্নই আসে না।'

'কেমন যেন অস্পষ্ট আর ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে সবকিছু!'

'কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার মত ঘোলাটে নয়, কীন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল

শেরিফ। 'কারণ তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর মত যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আছে আমার কাছে, বন্ধু, তুমিই জোগান দিয়েছ–বিনে পয়সায়। মনে আছে একমির জয়েসকে কে খুন করেছিল?ভাবো আরেকবার।'

দীর্ঘক্ষণ সন্দেহ আর চাপা অসন্তোষ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, একসময় দৃষ্টি সরিয়ে নিল বিলিংস।

'কামরাটা ভাড়া করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' শেষে নির্দেশের সুরে বলল শেরিফ। 'এক কাপড়ে চলে যাবে নতুন কামরায়। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার, মিনিট কয়েকের মধ্যে চলে আসব।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। হলরুমে রাতের অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে তখন, থেমে করিডর ধরে নীচের দিকে তাকাল স্যাম লোয়েল। তা হলে কীন ভাবছে ওর সঙ্গে বেঈমানি করছি আমি, শেষ পর্যন্ত ঠকাব ওকে? কেন নয়? আগে না ভাবলেও ধারণাটা পছন্দ হচ্ছে ওর। জেমস আর ক্রেইগ কারভার শেষ হয়ে গেলে কে ঠেকাবে ওকে? বিলিংসকে খেদিয়ে দিলে সে একাই মনার্কের মালিক বনে যাবে!

যাই হোক, এটা কেবলই একটা ধারণা। পরে এ নিয়ে আরও ভাবতে হবে। সিঁড়ি ধরে নীচে নামবার সময় চাপা হাসি লেগে থাকল শেরিফের গোঁফের নীচে।

ষোলো

হার্ভে জিরার্ড সবিস্তারে সব বলবার পর থমথমে হয়ে গেল শ্রোতাদের মুখ, কেউই কিছু বলল না অনেকক্ষণ। একইসঙ্গে হতাশা, ক্ষোভ আর অসন্তোষ অনুভব করছে ওরা–জেমস, জেনি, জ্যাক রাইলি এবং ম্যাট রায়ান।

'এ তো স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন!' বলে গেল জিরার্ড। 'ওই পাঁচজনের পরিবারকে কী বলব আমি? কারা দায়ী? যদি মনার্কই দায়ী হয়, কাউকে গ্রেফতার করবার সাহস পাবে না শেরিফ। তাই যা কিছু করবার, আমাদেরই করতে হবে।'

'শিপমেন্ট করবার মত কোন আকরিক নেই, তাই না?' বিষণ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাট।

'নেই। অন্তত একমাস বন্ধ থাকবে খনি।'

বোনের দিকে তাকাল ম্যাট। 'কী আর করা, ভাগ্যে যখন এটাই ছিল! পুরোপুরি ভরাডুবি হলো এবার। আমার দেওয়া নোটের ব্যাপারে ব্যাংক কী

সিদ্ধান্ত নেয় কে জানে। তোমার কন্ট্রাক্টের বদৌলতে ব্যাংক থেকে ধার পেয়েছি আমি, জিরার্ড। ওই কন্ট্রাক্টের গুরুত্ব থাকল না আর। জেমসের পীস-বন্ডের টাকা মেটাতে বোধহয় এবার কিছু ওয়্যাগন বা স্টক বেচে দিতে হবে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেমস, চেয়ারের পিছনে রাখা ওয়্যারব্যাগ খুলল। পদশব্দে মুখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে হার্ভে জিরার্ড।

'অকম্মা ওই শেরিফকে এক চোট নিতে যাচ্ছি আমি, জেমস!' অসন্তুষ্ট স্বরে ঘোষণা করল সে। 'তবে তাতেও বোধহয় কোন কাজ হবে না।'

'আমারও তাই ধারণা,' জানাল জেমস, জিরার্ডকে সিঁড়ি ভেঙে চলে যেতে দেখল। ব্যাগ হাতড়ে পিস্তল আর হোলস্টার বের করল ও। গত রাতে এগুলো তুলে রেখেছিল, ভেবেছিল ব্যবহার করা লাগবে না। অর্থবহ একটা লক্ষ্য ছিল ওদের সামনে–চায়না বয়ের চুক্তি। এখন যেহেতু নেই ওটা, আসলে কিছুই নেই। শেষ হয়ে গেছে ওরা।

কোমরে গানবেল্ট বাঁধল জেমস, আচমকা সচেতন হলো কেউ বোধহয় নজর রাখছে ওর উপর। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজায় জেনিকে দেখতে পেল।

'কী করছ তুমি, জেমস?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

'দেনা মেটাতে যাচ্ছি। ম্যাট যখন ওয়েস্টার্নকে ফের চালু করবার মত যথেষ্ট টাকা জোগাতে পারবে, তখন যাতে কীন বিলিংসের সঙ্গে ওর লড়তে না হয় সেটাই নিশ্চিত করব।'

'তোমাকে গ্রেফতার করবে ওরা,' আড়ষ্ট হয়ে গেল জেনির শরীর, আশঙ্কা ফুটে উঠল চোখে। 'কয়জনের বিরুদ্ধে লড়বে? পুরো একটা শহরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, জেমস!'

'হয়তো,' হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল জেমস।

জেনির ইচ্ছে করছে চিৎকার করে থামায় জেমসকে। জেদের বশে সে নিজেই খুন হয়ে যেতে পারে, কিংবা খুনী বনে যাবে। কিন্তু কিছুই করবার নেই, জেমসকে আটকাতে পারবে না, জানে ও। কারও মর্যাদা যখন প্রশ্নের সম্মুখীন, দায়িত্ব বা বিচক্ষণতা তখন গৌণ হয়ে দাঁড়ায়, সম্মান উদ্ধারের উপায়টাও গ্রাহ্য করে না কেউ–সেটা যতই হঠকারি বা আত্মহত্যার সামিল হোক; এবং সে-সময়, লোকটি যদি জেমস কারভার হয়, দুনিয়ার কোন মহিলাই আটকাতে পারবে না তাকে। নিজের কাজ সে করবেই।

বিষণ্ন মনে জেমসকে শুভরাত্রি জানাল জেনি।

'ওর দিকে খেয়াল রাখব আমি, মিস্ রায়ান,' পিছন থেকে বলল জ্যাক রাইলি। 'ঝামেলায় পড়তে দেব না ওকে।'

মাথা নাড়ল জেনি। 'তাতে কাজ হবে না, জ্যাক, জানি আমি।'

'ও যদি কীন বিলিংসকে খুঁজে না পায়?'

'ঠিকই বের করবে ও।'

'কিন্তু ও বিলিংসকে খুঁজে না পেলে? কথাটা ছড়িয়ে দেব আমি, তা হলে জেমসের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না বিলিংস।' বলে আর দাঁড়াল না জ্যাক, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল, মেয়েটির চোখে ক্ষীণ প্রত্যাশার আলো দেখতে পেল না সে।

আচমকা অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো জেনির। জ্যাক যদি এভাবে সাহায্য করতে পারে, তা হলে ও নিজেও অন্যভাবে সাহায্য করতে পারে জেমসকে।

রাস্তায় এসে ইতস্তত ঘুরে বেড়াল জেমস, তবে পিউতে হোটেল আর কীন বিলিংসই ওর লক্ষ্য। সমস্ত উদ্বেগ শেষ হয়ে গেছে, আনমনে ভাবল ও, যেহেতু সবচেয়ে খারাপ জিনিসটাই ঘটে গেছে। চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়নি অবশ্য, কীন বিলিংস রক্ষা পেলে সেটা ঘটবে। অস্থির বা অধৈর্য বোধ করছে না, বরং শান্ত হয়ে আছে ওর নার্ভগুলো, চিন্তাধারা পরিষ্কার। হাতের কাজ শেষ করা পর্যন্ত ধীর-স্থিরই থাকবে। মুহূর্তের জন্যও ওর মনে হয়নি চায়না বয়ের বিস্ফোরণের পিছনে কীন বিলিংস ছাড়া অন্য কারও ভূমিকা আছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। পিউতে হোটেলের লবিতে যখন ঢুকল ও, তখনও ঠিকমত আলো জ্বালা হয়নি।

'কাউকে খুঁজছ নাকি, কারভার?' লবির একটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এক লোক।

থমকে দাঁড়াল জেমস, শেরিফ স্যাম লোয়েলকে সহাস্যে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আচমকা সতর্কতা অনুভব করল। শিথিল হয়ে গেল ওর দেহ। 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালই হলো,' খানিকটা প্রসন্ন সুরে বলল ও। 'কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার ছিল।'

'বলে যাও।'

'কীভাবে পীস-বন্ডের শর্ত ভাঙতে পারি? মানে জানতে চাইছি কী করলে গ্রেফতার করবে আমাকে?'

'বিকেলে যেমন ঝামেলা করেছ, ওরকম আরেকটা ঝামেলা করো, তা হলেই চলবে। এবারও যদি এক ডজন লোক মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়, তা হলে অবশ্য নাও গ্রেফতার করতে পারি।'

হেসে উঠল জেমস। 'দারুণ হয়েছিল ব্যাপারটা, তাই না?'

নড করল লোয়েল। 'দারুণ, কিন্তু কাজ হবে না আর।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি,' মনে করিয়ে দিল জেমস।

'উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দেই,' ধীরে ধীরে বলল শেরিফ। 'কীন বিলিংসকে খুঁজে বের করতে পারো তুমি, ওর মুখোমুখিও হতে পারো। কিন্তু যখুনি অস্ত্রে হাত দেবে–যদি বিলিংসই আগে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায়–তাতে কিছু যাবে-আসবে না, কারণ ব্যাপারটা তোমার কারণে ঘটবে,

তুমিই বাধ্য করবে ওকে। ওখানেই শেষ হয়ে যাবে তুমি, কারভার।'

'হয়তো,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেরিফকে দেখছে জেমস।

'কোন হয়তো বা বোধহয়-এর ব্যাপার নেই। আজ রাতে তোমার ধারে-কাছে থাকব আমি, কারভার। কীন বিলিংসের গায়ে একটা আঁচড় দিয়েছ তো গ্রেফতার হয়ে যাবে!'

'ঝুঁকিটা নেব আমি। কোথায় ও?'

'ধরে নাও, পেয়ে গেছ ওকে। কী করবে?'

'বেশ দেখা যাবে,' একই সুরে বলল জেমস, অবজ্ঞা দেখা গেল চোখে। ডেস্কের কাছে চলে এল, বিলিংসের কামরার নম্বর জেনে দোতলায় উঠে এল। ওকে অনুসরণ করছে শেরিফ, বিলিংসের কামরার দরজায় নক্ করবার সময় ঠিক পিঠের সঙ্গে লেগে থাকল। কয়েকবার নক্ করবার পরও উত্তর না পেয়ে ঠেলে দরজা খুলে ফেলল জেমস, ভিতরে উঁকি দিল। অন্ধকার কামরা। ভিতরে ঢুকে জানালার দিকে এগোল ও, পর্দা সরিয়ে চারপাশে তাকাল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ, নির্লিপ্ত মুখ। 'বিনা অনুমতিতে অন্যের কামরায় ঢুকে আইন ভেঙেছ তুমি, তবে আপাতত আমল দিচ্ছি না।'

'ধন্যবাদ,' লোয়েলের দিকে না তাকিয়েই বলল জেমস। ক্লজিটের দরজা খুলে দেখল জামাকাপড় সবই রয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে কামরা ছেড়ে যায়নি বিলিংস। মেঝেয় একপ্রস্থ কাপড় পড়ে আছে। 'যাক্‌গে, আরও জায়গা আছে,' স্বগতোক্তি করল জেমস। 'কীন বিলিংসের মত লোক সেলুন থেকে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারবে না।'

শ্রাগ করল লোয়েল। জেমসকে অনুসরণ করে নীচে নেমে এল। রাস্তায় এসে জেমস যখন থেমে কোন্ দিকে যাবে ভাবছে, ওর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকল সে। বাড়ি বাড়ি খুঁজে দেখবার জন্য পিউতে খুব বড় শহর, কিন্তু প্রতিটি বার খুঁজে দেখলে শহরটা তেমন বড় থাকবে না আর। তা ছাড়া, খবরটা ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ওকে যা করতে হবে, কয়েকটা সেলুনে গিয়ে খোঁজ করলেই হবে, যে-কেউ হয়তো বিলিংসের খোঁজ দিতে পারবে।

প্রথম বারটা ছোট, কিন্তু বারকীপার কোন সংবাদ দিতে পারল না। 'বোলো জেমস কারভার খুঁজছে ওকে,' অনুরোধ করল জেমস।

'নিশ্চই!' সহাস্যে মাথা ঝাঁকাল বারকীপ, ক্ষীণ বিস্ময় নিয়ে শেরিফকে দেখছে।

পরের তিন সেলুনে গিয়ে জেমস আবিষ্কার করল খবরটা আগেই ছড়িয়ে পড়ছে। চতুর্থ সেলুনে ঢুকে যখন কীন বিলিংসের খবর জানতে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে বারকীপ জানাল: 'নিশ্চই, ওকে বলব আমি!'

কাছাকাছি খদ্দেররা হেসে উঠল।

বিরক্তি অনুভব করছে শেরিফ, কিন্তু সামান্য তামাশা হিসেবে ব্যাপারটা সহ্য করবার প্রয়াস পেল। পরের সেলুনটা ডেজার্ট ডাস্ট। ড্রাইভাররা সবে

ডে-শিফট শেষ করে এসেছে, একপ্রস্থ পান করা শেষ। জেমস ঢুকতে হুল্লোড় উঠল সেলুনে। মনার্কের ড্রাইভারদের কয়েকজন যোগ দিল ওর সঙ্গে। সঙ্গীদের নিয়ে একপাশে পান করছে জ্যাক রাইলি, জেমসের উদ্দেশে দাঁত বের করে হাসল। শেরিফ সহ জেমসকে ঘিরে দাঁড়াল ড্রাইভাররা।

'বিলিংসকে দেখেছ কেউ?' জানতে চাইল জেমস।

হাসির রোল পড়ল। 'তোমার সঙ্গের এই ফুলবাবুটা কে, জেমস?' চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল এক ড্রাইভার।

চরকির মত ঘুরল শেরিফ। 'কথাটা বলল কে?'

'আমি,' তার পিছন থেকে বলে উঠল একজন।

লোয়েল ঘুরবার আগেই বলল অন্য একজন: 'জস, তুমি একটা মিথ্যুক! কথাটা আমি বলেছি।'

রাগে লাল হয়ে গেছে শেরিফের মুখ। 'উজবুকের দল! মামদোবাজি করছ আমার সঙ্গে?'

ফ্রেইট ড্রাইভাররা সাধারণত বিশালদেহী মানুষ, কেউ কেউ কীন বিলিংস বা জ্যাক রাইলির মত দৈত্যাকারও বটে। এদিকে মাঝারি সাইজের লোক শেরিফ। ব্যাজ বাদ দিলে–যেটা সে নিদারুণ অবহেলার সঙ্গে কোটের সঙ্গে সাঁটে–এমন একজন মানুষ হয়ে যায়, যার মুখে দম্ভোক্তি একেবারে হাস্যকর, এবং ড্রাইভাররাও তা জানে। অসংলগ্ন একটা চিন্তা খেলে গেল একজনের মাথায়। 'ব্যাটা গিট্টু! আমাদের উজবুক বলে!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখল লোয়েল। 'হয়তো সত্যিই জানো না কার সঙ্গে কথা বলছ। তাই মাফ করে দিলাম! আমি পিউতের শেরিফ।'

'তা হলে তোমার ব্যাজটা কোথায়, চান্দু?' জানতে চাইল অন্য একজন।

'চাপা মারছে ও!' বলল তৃতীয়জন।

'ও যে শেরিফ, সেটা ওকেই প্রমাণ করতে দাও।'

একজনের উপর থেকে আরেকজনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে লোয়েলের দৃষ্টি, কিন্তু কারও মনে ভয় ধরাতে ব্যর্থ হলো সে। ঠিক যেসময় মুখ খুলবে, তখনই তার কাঁধ চেপে ধরল একজন, হ্যাটটা নামিয়ে দিল চোখের উপর। অন্য দু'জন কলার আর বেল্ট চেপে ধরে একটানে মেঝে থেকে তুলে ফেলল। এবার ছুটল তারা, মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ব্যাটউইং দরজা-পথে ছুঁড়ে ফেলল শেরিফকে।

কিছুক্ষণ পরই সশব্দে খুলে গেল দরজাটা, হাজির হয়ে গেছে শেরিফ। রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ, হাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে। প্রতিটি লোকই নিরীহ, নির্দোষ চাহনিতে দেখল তাকে, বারের কাছাকাছি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো সবাই!' রাগে তপ্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল শেরিফ।

'এক লাইনে দাঁড়াও, আর পিস্তলগুলো দাও আমাকে।'

পাশের লোকটির দিকে ফিরল এক ড্রাইভার, স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল শেরিফকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। 'দারুণ একটা কৌতুক শুনলাম আজ।'

'বলো তো।'

কৌতুক শুনতে মনোযোগী হয়ে পড়ল অন্য ড্রাইভাররা, শেরিফের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল শেরিফ, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না কেউ। সিলিংয়ের দিকে একটা গুলি করেও তাদের মনোযোগ সরাতে ব্যর্থ হলো শেরিফ, শেষে নিদারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে হাল ছেড়ে দিল। পুরো সেলুনের লোকজনকে গ্রেফতার করা যাবে না, তারচেয়ে বরং নিজের সম্মান খোয়ানোর আগেই কেটে পড়া উচিত। ঘুরেই বেরিয়ে গেল সে।

'সঙ্গে দু'জন ডেপুটি না থাকলে ওকে দেখে শেরিফ দূরে থাক, সম্পূর্ণ একজন মানুষই মনে হয় না আমার!' থুথু ছিটিয়ে বলল এক ড্রাইভার।

আড়চোখে জ্যাকের দিকে তাকাল জেমস, কিন্তু ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সে। বিশালদেহী ড্রাইভারের কারসাজি এসব, ইচ্ছে করেই এক হাত নিল শেরিফকে।

'তোমার জন্য কিছু করতে পারি আমরা, জেমস?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল এক ড্রাইভার।

'ধন্যবাদ, বয়েজ! কিছুই করতে হবে না তোমাদের।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ও, এগোনো শুরু করতেই শেরিফ স্যাম লোয়েলকে আবিষ্কার করল পাশে। থমকে দাঁড়াল ও। 'একদিনের জন্য কি যথেষ্ট হয়নি, লোয়েল?'

'আগামীকাল এই সেলুন বন্ধ করে দেব আমি এবং মালিককে জরিমানা করব, কারভার! এবার এগোও! হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, তবে আমার জন্য নয়।'

'তোমার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক!' ঘৃণার সঙ্গে বলল জেমস।

'বিলিংসকে খুঁজবে আরও?'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জেমস, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। ভাবছে কখন কীন বিলিংসের দেখা পাবে। তবে এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়েছে ও। লোকটা যদি সাধারণ কেউ হত, হয়তো পিউতে থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু বিলিংসের পাশাপাশি মনার্কও এই শহরে থাকতে চায়, কর্তৃত্ব করতে ইচ্ছুক। নিজের মুখ বাঁচানোর জন্য, নিজেকে ওয়েস্টার্নের যে-কোন লোকের চেয়ে সেরা প্রমাণ করবার জন্যই বেপরোয়া হয়ে পড়তে পারে বিলিংস; সেক্ষেত্রে আগে বা পরে ঠিকই দেখা দেবে সে। হয়তো আচমকা আক্রমণ করবে, অ্যাম্বুশও করতে পারে। সম্মান নিয়ে পিউতেয় থাকতে হলে জেমসকে তার শেষ করতেই হবে।

আরও চারটা সেলুনে খোঁজ করল ও। কিন্তু বিলিংসের দেখা পেল না।

লাভের মধ্যে পিছনে কয়েকজনের একটা দল জুটে গেছে। কৌতূহলী লোক, রক্তপাত আর গানফাইট দেখতে পছন্দ করে। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না জেমসের, কিন্তু এক হিসাবে এটা মন্দের ভালো, কারণ বিলিংস সেলুন থেকে বেরিয়ে এলে হয়তো ওর আগেই মনার্ক ম্যানেজারকে স্পট করবে এদের কেউ। এরা বাগড়া না দিলে নিশ্চিন্তে বিলিংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে ও।

পরের সেলুনের নাম ওম্যাক'স কেনু পার্লার। সাধারণত কীন বিলিংসের মত সচ্ছল লোকজনই আসে এখানে। ভিতরে ঢুকে বারে দুই ডেপুটিকে দেখতে পেল জেমস, হুইস্কি গিলতে ব্যস্ত। দু'জনেই বিশালদেহী মানুষ, গায়ে-গতরে আর চাহনিতে পরিষ্কার–আইনের লোক বটে, তবে সততা বা নীতির প্রশ্নে চরম উদাসীন। জেমসের পিছু পিছু ঢোকা শেরিফের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, লোয়েলের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেলে তৎপর হবে।

'বেশ চালিয়াতি করছ!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ডেপুটিদের একজন, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে জেমসকে। 'পিস্তলও ঝুলিয়েছ দেখছি। কেউ একটা পিস্তল বের করলে হয়তো মূর্ছা যাবে।'

'অন্তত তোমার ক্ষেত্রে সেটা হবে না কখনও, পার্ডনার,' মৃদু স্বরে বলল জেমস, ডেপুটিকে বাতিল করে দিয়ে বারটেন্ডারের দিকে ফিরল। 'বিলিংস এসেছিল নাকি?'

'দেখিনি ওকে।'

'ওকে বোলো খোঁজ করছি আমি।'

আড়চোখে লোয়েলের দিকে তাকাল প্রথম ডেপুটি। রাগে জ্বলছে শেরিফের চোখ, ক্ষীণ নড করল সে। এবার চান্স নেওয়া যায়, ভাবছে লোয়েল, যেহেতু প্রায় সব সেলুন দেখা হয়ে গেছে। ডেপুটিকে চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল সে।

'মনে হচ্ছে পিস্তলটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিলেই ভাল হবে,' বলল ডেপুটি। 'বলা যায় না, তোমার গায়েই গুলি লাগতে পারে।'

'কোন্ অজুহাতে আমার অস্ত্র কেড়ে নেবে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল জেমস, আড়চোখে শেরিফের দিকে তাকাল।

শ্রাগ করল শেরিফ। 'অজুহাত বা কারণ নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার!'

'বিপজ্জনক মানুষ তুমি,' হাত বাড়িয়ে দিল ডেপুটি। 'পিস্তলটা দিয়ে দাও।'

'এক মিনিট। বিলিংসের সঙ্গে দেখা হলে কী করব, বলেছি?'

'বলবার দরকারটা কি! এমনিতে বোঝা যায়।'

'কিছুই বলিনি আমি। অথচ মনগড়া কল্পনা করেছ তোমরা। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এখনও পীস-বন্ডের শর্ত ভাঙিনি আমি। এই শহরে যে-কোন লোকের মতই পিস্তল বহন করবার অধিকার আছে আমার।' হ্যাট নেড়ে শেরিফকে

দিকে।

বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসল সেলিয়া হিউস্টন। 'শুনলাম চুক্তিটা নাকি বাতিল হয়ে গেছে? সত্যি কি ওয়েস্টার্নের কাছে ওই চুক্তির মূল্য খুব বেশি, ম্যাট?'

তিক্ত হাসি দেখা গেল ওয়েস্টার্ন মালিকের মুখে। 'ঠিকই শুনেছ। চুক্তি থাকলে হয়তো টিকে যেতাম, কিন্তু এখন যেহেতু নেই–বুঝতে পারছি না কী হবে আমাদের।'

'তা হলে আশা ছেড়ে দিচ্ছ তোমরা?' কণ্ঠে আন্তরিকতা বা উদ্বেগ ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করল সেলিয়া, কিন্তু পারল না। বিপুল প্রত্যাশা জাগছে মনে–ম্যাটের উত্তরটা হয়তো ইতিবাচক হবে, তাহলে কীন বিলিংস আর ক্রেইগ কারভারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে ও।

'নাহ্! আশা ছাড়ব কেন?' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। 'যেখান থেকে শুরু করেছি, সেখানে ফিরে গেছি কেবল। নতুন একটা ইয়ার্ড আর কিছু ওয়্যাগন আছে আমাদের। চাহিদার তুলনায় হয়তো যথেষ্ট নয়, কিন্তু কাজ চালিয়ে নিতে পারব। নতুন করে শুরু করতে হবে আমাদের।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়, জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাট, বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল সেলিয়া।

শুকনো হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'একটা ওয়্যাগন, ছয়টা মিউল আর অনেক উচ্চাশা নিয়ে এখানে আসবার কথা ভাবছিলাম!'

মুখ বেদান হয়ে গেল সেলিয়ার। ভাইয়ের কথা মনে পড়ল ওর, ঠিক ম্যাট রায়ানের মতই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে পিউতেয় এসেছিল সে। 'আমার ভাইয়ের কথা ভাবছি,' বিষণ্ন সুরে বলল ও। 'তোমার মতই অল্প দিয়ে শুরু করেছিল ও, কিন্তু অতটা সৌভাগ্য ছিল না ওর।'

'কী হয়েছিল ওর?'

স্থির দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকাল সেলিয়া, চোখে চোখ রাখল। 'মারা গেছে,' ধীর কণ্ঠে বলল ও। 'কেউ ওর ওয়্যাগনের বোল্ট ঢিলে করে রেখেছিল, পাহাড়ে ওঠবার সময় দুর্ঘটনাটা ঘটে। পা ভাঙবার পর গ্যাংগ্রিনে মারা যায় পিট।'

সেলিয়ার একটা হাত চেপে ধরল ম্যাট। 'দুঃখিত, সেলিয়া। তোমার ভাইয়ের কথা জানতাম না আমি।'

ম্যাটের স্পর্শে আড়ষ্ট হয়ে গেল সেলিয়ার শরীর। ভান করছে ও? আলবৎ! কারণ সে-ই পিটের ওয়্যাগনের বোল্ট ঢিলে করে রেখেছিল। পিটকে খুন করেছে। কথাটা নিজেকে বারবার বলতে থাকল সেলিয়া, তাতে ওর মনে কিছুটা হলেও জেদ আর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। মনে মনে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে ও, অসহায় বোধ করছে; আগের মত আর ঘৃণা করতে

পারছে না ম্যাটকে। পিটের স্মৃতি বা তাকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখবার তিক্ততাও ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ম্যাট রায়ানের উপস্থিতিতে। সহসা এখানে আসবার কারণটা মনে পড়ল ওর।

'এখন আর কিছুই যায়-আসে না,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ও। 'তবে এ থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছি আমি।'

'কী?'

'ফ্রেইটিং পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং বিপজ্জনক ব্যবসা! লোকদের ভেঙে ফেলে, খুন করে, তাদেরকে ভুলে যেতে বা উদাসীন হতে শেখায়। শুধু আকরিকের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ে ওরা! নতুন নতুন চুক্তি কীভাবে পাবে, সেদিকে নজর থাকে সবার!'

'ওহ্, এটাই তাহলে তোমার ধারণা! আশ্চর্য!' মেয়েটির তিক্ততা জানতে পেরে বিস্মিত দেখাল ম্যাটকে। 'জানতাম না এভাবে অনুভব করো তুমি।'

'আমি কিন্তু অন্য একটা কাজে এসেছিলাম।'

'কী কাজে?'

'তুমি আর মি. কারভার সবকিছু বাদ দিচ্ছ না কেন, ম্যাট? হাতে কিছুটা টাকা থাকতে থাকতে ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কি?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাটকে দেখছে সেলিয়া। দুটো উদ্দেশে প্রস্তাবটা দিয়েছে, নিজের আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ও, জানে ম্যাট রায়ান ভুলেও সন্দেহ করবে না ওকে। আশা করছে ওয়েস্টার্ন হয়তো হাল ছেড়ে দেবে, সেক্ষেত্রে কীন বিলিংসের গ্রাস থেকে মুক্তি পাবে ও, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার আগেই। কিন্তু অন্য কারণটা আরও গভীর এবং অব্যক্ত, নিজের কাছেই স্বীকার করে না সেলিয়া। অবচেতন মনে আশঙ্কা: খারাপ কিছু ঘটবে ম্যাটের ভাগ্যে, হয়তো ওরই কারণে!

বিহ্বল দেখাচ্ছে ম্যাটকে। 'এভাবে সবকিছু শেষ হোক, তা চাই না আমি। জেমসও চাইবে না বোধহয়।'

'তা হলে কী করতে চাও তোমরা?'

'ফের শুরু করব। একবার তো করেছি, আবার না হয় শুরু করব। এখনও কয়েকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। সবার আগে মনার্ককে হারিয়ে দিতে হবে।'

'প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, ম্যাট। মিথ্যে আশা করছ!'

'কেন?'

হতাশা দেখা গেল সেলিয়ার চোখে-মুখে। 'টাকা আছে ওদের! গানম্যান আছে! শেরিফও ওদের পক্ষে। কীভাবে ওদের বিরুদ্ধে লড়বে তোমরা?'

'জানি না, কিন্তু লড়ব।'

'শেষ পরিণতি কী, শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে? না, ম্যাট, পারবে না, আমি জানি!'

'ভয় পেয়েছ, সেলিয়া?' ক্ষীণ হেসে জানতে চাইল ম্যাট।

'নিজের জন্য নয়। তোমার জন্য।'

ফের ওর হাতে একটা হাত রাখল ম্যাট। ওয়েস্টার্ন মালিকের মুখভাব আর চাহনি দেখে সেলিয়া নিশ্চিত বুঝল, এমন কিছু সে বলতে যাচ্ছে যেটা তাকে বলতে দেওয়া ঠিক হবে না। দ্রুত নিজের হাত টেনে নিল ও। 'জেনির কথা ভাবছি আমি, ম্যাট। কী করবে ও?'

'কী করবে মানে?'

'আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, একই ঘটনা যদি তোমার ক্ষেত্রে হয়? ম্যাট, জানি না কীভাবে তোমাকে বলব। পরে হয়তো হাসবে আমার কথা মনে করে, ভাববে ভীতু একটা মেয়ে অযথা ভয় দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু আমি জানি, ঠিকই বলছি।' থামল ও, চোখে আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। 'ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, ম্যাট—আমরা কেউই নিস্তার পাব না।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না। স্রেফ ধারণা বলতে পারো।'

'কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সতর্ক করবার চেষ্টা করছ আমাকে,' সহাস্যে বলল ম্যাট, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। 'সেলিয়া, তুমি কি জানো কিছু, যা আমরা জানি না?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেলিয়ার মুখ। 'না! না!' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ও। 'কীভাবে জানব আমি? শুধু অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার, ম্যাট। এমন একটা কিছু, যেটা অগ্রাহ্য করতে পারছি না, স্পষ্ট বুঝতেও পারছি না। পারলে ক্রেইগ কারভারের কাছে পাঠাতাম তোমাকে, খুশি হয়েই তোমার কোম্পানি কিনে নিত সে। তা হলে যত ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে তুমি—এই ফ্রেইটিং ব্যবসার দানবটা নেমে যেত ঘাড় থেকে!'

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাট, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। 'না, সেলিয়া। অনেক এগিয়ে গেছি আমরা। কোন একদিন—জানি না কবে—কিন্তু নিশ্চিত জানি, ক্রেইগ কারভার একটা প্রস্তাব নিয়ে আসবে আমার কাছে, মনার্ককে বিক্রি করবার প্রস্তাব দেবে। সেই দিনটি না আসা পর্যন্ত লেগে থাকব আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেলিয়া। 'জানতাম এ কথাই বলবে!'

'আর কী বলতে পারতাম আমি!'

জানা নেই ওর। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সেলিয়া, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আচমকা দূরে গানশটের গম্ভীর শব্দ শোনা গেল।

'রাতে এ সময়ে শটগান দরকার পড়ল কার?' অস্বস্তি ম্যাটের কণ্ঠে।

*

জেমস কারভার আর শেরিফ স্যাম লোয়েল পাশের কামরায় তল্লাশি চালিয়ে চলে যাওয়ার পর বিছানার কিনারে বসে পড়ল কীন বিলিংস, খেপা ওঠা

হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসবার অপেক্ষায় থাকল সে। আরেকটু হলে ওকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল জেমস, চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে বিলিংসকে। লোকটার এতটা কাছাকাছি থাকাও পছন্দ করতে পারছে না। বিকেলের মারপিটে শুধু শরীরেই ক্ষত সৃষ্টি হয়নি, ভয়ের পাশাপাশি রীতিমত আতঙ্কও বোধ করছে সে। হুইস্কিও সেটা দূর করতে পারছে না। তারপরও গলায় তরল আগুন ঢালছে বিলিংস।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। বিছানার উপর নিথর পড়ে আছে সে, মুঠিতে শিথিলভাবে গ্লাস ধরে রেখেছে। জুতো সহ পা তুলে দিয়েছে বিছানায়। নানান চিন্তা আর স্মৃতিতে ভার হয়ে আছে মন, কিন্তু একটা চিন্তা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে, তিক্ত ঘৃণা বিষের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে। চায়না বয়ে বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কে? মরিয়া হয়ে আশা করল প্রশ্নটার উত্তর বের করতে পারবে, শান্ত হবে অস্থির মন। কিন্তু হলো না।

দীর্ঘ সময় প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল ও, ব্রেক-লেভার কেটে রাখবার ঘটনাটা মনে পড়তে কিছুটা ইঙ্গিত পেল। জিম রাফকে ভাড়া করবার ব্যাপারটা চারজন লোক জানত–লোয়েল, সেলিয়া হিউস্টন, ক্রেইগ কারভার আর ও নিজে। কারভারের নামটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র খিস্তি করল ও। আগামীকাল বেতন পাওয়ার কথা ওর। এবার অর্ধেক পাবে, মনার্কের সেরা কোন ড্রাইভারের বেতনের চেয়েও কম। ক্রেইগ কারভারের মুখ মনে পড়তে রাগে দিশেহারা বোধ করল বিলিংস, খুন চেপে যাচ্ছে মাথায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল মনার্ক ম্যানেজার। খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, শিগ্‌গিরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে বুড়োর। আবর্জনার মত তাকে ছুঁড়ে ফেলবে সে, এরপর দেখা যাবে কীভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করে ব্যাটা!

জিম রাফ সম্পর্কে জানত এমন চারজনের চিন্তায় ফিরে গেল বিলিংস। ও নিজে ব্রেক লেভার ভাঙেনি, সুতরাং ও বাদ। লোয়েল নিজে না করলেও অন্য কারও মাধ্যমে কাজটা করাতে পারে। কিন্তু জেমস কারভারকে খেপিয়ে তুলে কী লাভ হবে শেরিফের, যেখানে নিশ্চিত জানে এমন একটা ঘটনার পর বিলিংসকে খুন করবার রোখ চেপে যেতে পারে লোকটার মাথায়, যখন কিনা নিজের ভবিষ্যৎ পাকাপোক্ত করতে বিলিংসকেই বেশি দরকার তার? উঁহুঁ, লোয়েলও বাদ। এবার সেলিয়া হিউস্টন। অন্য কারও সাহায্যে এই মেয়েটাও কাজটা করতে পারে। কিন্তু কেন করবে, এ থেকে কী লাভ হতে পারে মেয়েটার? কোনভাবেই উপকৃত হবে না সেলিয়া, সুতরাং তাকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাকি থাকছে কেবল ক্রেইগ কারভার। নিকুচি করি ব্যাটার! এই জঘন্য কাজটা করবে না সে, কারণ আজীবন এমন নোংরা কাজ অন্যদের দ্বারা করিয়ে এসেছে সে। একেবারে পরিপাটি ভদ্রলোক সে, রুচিবোধ এতটাই উঁচুতে যে তার পক্ষে কাজটা আদৌ সম্ভব নয়। তা হলে কী দাঁড়াল,

কারভারকেও বাদ দিতে হচ্ছে? যেখান থেকে শুরু করেছিল, সেখানেই ফিরে গেল বিলিংস।

প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই ওর।

অনেক আয়াসের পর উঠে দাঁড়াল মনার্ক ম্যানেজার। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। পুরো এক বেসিন পানি মাথায় ঢালল ও, হাত-মুখ ধুয়ে মাথা মুছল তোয়ালে দিয়ে। কিছুটা ধাতস্থ বোধ করল এবার। কিন্তু মাতাল ভাবটা যায়নি এখনও। আজ রাতে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে ওকে।

শার্ট, ভেস্ট পরে কোমরে গানবেল্ট জড়িয়ে বেরিয়ে এল ও। সিঁড়ির উপর থেকে দেখল গুটিকয়েক লোক আছে লবিতে। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ডাইনিংরুমের পাশ দিয়ে পিছনের দরজার দিকে এগোল ও, দরজা খুলে নির্জন গলিতে পৌঁছে গেল।

শহরের কোথাও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে জেমস কারভার, তার মানে আজ রাতে লোকটার মুখোমুখি হওয়া যাবে না। পিউতে সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান আছে ওর, সেই জ্ঞান আর সহজাত প্রবৃত্তি কাজে লাগিয়ে অলি-গলি হয়ে শেরিফের অফিসের পিছনের দরজায় এসে পৌঁছল সে আধঘণ্টার মধ্যে। চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়নি।

জেল হাউসের পিছনে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য একটা নল আছে। ভিতরে হাত ঢোকাতে জিনিসটা পেয়ে গেল বিলিংস। ডাবল ব্যারেল শটগান। শেরিফ যেমন বলেছে, জায়গামত আছে জিনিসটা। অস্ত্রটা বের করে ভাঁজ খুলে শেল আলাদা করে পকেটে ভরল সে। শটগানের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যারেল পায়ের কাছে মোজার ভিতর গুঁজে ট্রাউজার দিয়ে ঢেকে দিল, বাকিটা কোমরে গুঁজে রেখে শক্ত করে বেল্ট বাঁধল। ভেস্টটা ভাল করে গায়ে চাপিয়ে এবার গলি ধরে এগোল।

কসমোপলিটন হাউজের পিছন-দরজায় থেমে মনস্থির করে নিল বিলিংস। সতর্কতার সঙ্গে দরজা খুলে সেঁধিয়ে গেল ভিতরে। বিশাল একটা স্টোররুমে উপস্থিত হয়েছে সে, করিডর হয়ে সরাসরি লবিতে চলে গেছে। করিডরের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা নেই ওর, কারণ স্টোররুমের এক কোণে আলাদা সিঁড়ি রয়েছে, সম্ভবত স্টাফদের জন্য। কোণে জ্বলতে থাকা ম্লান আলোয় দেখতে অসুবিধে হচ্ছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না, পিছনে আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল ও।

মাত্র দুটো ধাপ উঠে এসেছে, এ সময় উপরে একটা দরজা খুলবার শব্দ শুনতে পেল বিলিংস, বরফের মত জায়গায় জমে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে, ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেল বিলিংস, বগলে কিছু বেডশিট নিয়ে এক মেইড নেমে আসছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়াল ও, নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষায় থাকল। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল মেইড। নীচে নেমে দরজা খুলে ফিরে তাকাল মেয়েটা, চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। হুইস্কির গন্ধ পেয়েছে

বোধহয়, কিন্তু দূরের স্টোররুম থেকে আসা ম্লান আলো সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছায়নি এবং বিলিংসও ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল একই জায়গায়।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বিলিংস। 'ভাগ্যটা মনে হচ্ছে ভালই যাবে আজ,' সিঁড়ি ভেঙে উঠবার সময় বিড়বিড় করল ও। কার্পেট বিছানো করিডরে পা রাখতে নিশ্চিন্ত হলো। আপাতত নিরাপদ। দালানের সামনের অংশের দিকে এগোল ও, আরেক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে উপরের ফ্লোরে উঠে এল। করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে ক্রেইগ কারভারের স্যুইট। প্রথমে বিশাল লিভিংরুম, পাশে স্টাডি আর বেডরুম। সম্ভবত লিভিংরুমে আছে হারামজাদা, ভাবল বিলিংস।

করিডর ধরে শেষ প্রান্তে চলে এল ও, একেবারে শেষে একটা খোলা জানালা আছে। জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল বিলিংস। ঠিক ওর নীচে আলোকিত জানালা দেখা যাচ্ছে, ক্রেইগ কারভারের স্টাডির বোধহয়। তার নীচে জানালার ঝুল-ছাদ, অনায়াসে দাঁড়ানো যাবে সেখানে। কিন্তু ঝুল-ছাদ ব্যবহার করবার ইচ্ছে নেই বিলিংসের। জানালার সঙ্গে একপ্রস্থ মোটা রশি ঝুলানো রয়েছে, চতুর্থতলার জন্য ফায়ার এস্কেপ হিসেবে কাজ করছে। এতেই কাজ হয়ে যাবে ওর।

রশির ভাঁজ খুলে নীচে নামিয়ে দিল সে, একেবারে জমি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। করিডরের ওপাশে পদশব্দ কানে এল ওর, জানালার উপর ঝুঁকে পড়ল বিলিংস, যেন বাইরে কিছু দেখছে। যতক্ষণ না পদশব্দ একটা কামরার দিকে এগিয়ে শেষে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ততক্ষণ একই অবস্থায় থাকল ও।

শটগান বের করে জোড়া লাগাল বিলিংস, লোড করে কোমরে গুঁজল। রশি ধরে ধীরে ধীরে নেমে এল নির্দিষ্ট ঝুল-ছাদে। বসে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল, এক হাতে দড়ি ধরে রেখেছে, পর্দার ফাঁক দিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল, আশা করছে কামরাটা ফাঁকা দেখতে পাবে।

কিন্তু ভিতরের দৃশ্য দেখে দাঁত বের করে হাসল বিলিংস। স্টাডির ডেস্কে বসে আছে ক্রেইগ কারভার, তার সামনের একটা চেয়ারে বসেছে জেনিফার রায়ান। জানালাটা বন্ধ থাকায় দু'জনের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছে শোনা সম্ভব হলো না। কিন্তু পাতলা পর্দার আড়াল থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে দু'জনকে। খানিকটা অপ্রতিভ দেখাচ্ছে কারভারকে, জেনিফার রায়ানের কথা শুনবার সময় কানের লতি ধরে টানল। আচমকা উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, কথা বলছে এখনও। নিচু কণ্ঠে কিছু বলল কারভার, তারপর সপাটে চাপড় মারল টেবিলে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগোল জেনিফার, থেমে কী যেন বলল।

দড়ি ধরে রেখে শটগানটা বের করল বিলিংস, কাঁধে ঠেকিয়ে নিশানা করল। সরাসরি কারভারের কপাল বরাবর ট্রিগার টিপে দেওয়ার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠছে। কিন্তু সাইট উপরে তুলে অপেক্ষায় থাকল সে। দেখল বো করে

চেয়ারে বসে পড়ল কারভার। শেরিফের নির্দেশ মত কারভারকে শুধু ভয় দেখানোর জন্য, শটগানের সাইট কিছুটা তুলে ট্রিগার টেনে দিল।

ভয়াবহ শব্দ হলো, রিকয়েলের ধাক্কায় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল কীন বিলিংস। কিন্তু ভাগ্য ভাল, দড়িটা ধরা ছিল অন্য হাতে, ওটা ধরে রেখে কামরার ভিতরে তাকাল। একটা ফুটো সৃষ্টি হয়েছে পর্দায়, কারভারের পিছনের প্যানেল আর উপরের সিলিংয়ে বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে।

সরু ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে কারভারের গাল থেকে। জানালার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টি চালাল সে, গুলির উৎস আঁচ করতে পেরেছে। এক হাত তুলে গাল স্পর্শ করল, তারপর ডাইভ দিয়ে ডেস্কের আড়ালে চলে গেল।

সন্তুষ্ট বোধ করছে বিলিংস। শটগান ছেড়ে দিয়ে দ্রুত নীচে নামতে থাকল। নিরাপদে নেমে এল ও, শেষে অন্ধকার গলিতে হারিয়ে গেল।

শটগানের ভয়াবহ শব্দটা শুনবার সময় দরজার নবে হাত রেখেছিল জেনিফার রায়ান। অজান্তে চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে, তারপর ঝটিতি ঘুরে ক্রেইগ কারভারের আতঙ্কিত, কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখ দেখতে পেল। শেষে ডাইভ দিয়ে ডেস্কের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়ো।

প্রায় ওর মুখের উপর খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকল চাইনিজ ভৃত্য। শূন্য ডেস্ক আর তার নীচে পড়ে থাকা কারভারের নিথর একটা হাত দেখতে পেল সে, ঘুরেই ছুটতে শুরু করল, সমানে চেঁচাচ্ছে।

একটু পর, হুড়মুড় করে এক দঙ্গল লোক ঢুকে পড়ল স্টাডিতে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কারভার। কাঁপা হাতে জানালাটা নির্দেশ করল। 'কেউ···কেউ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল!' কাঁপা স্বরে বলল সে।

প্যানেলহীন জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল একজন, দড়িটা দেখতে পেল। 'পালিয়েছে ব্যাটা! ফায়ার এস্কেপ দিয়ে পালিয়ে গেছে!'

হৈহল্লা শুরু হলো এবার। জেনিফারের ধারণা ছিল না সামান্য কারণে কতটা বাড়াবাড়ি করতে পারে হুজুগে লোকজন, এবার দেখতে পেল। ক্রেইগ কারভারের গালে রক্ত দেখা যাচ্ছে, স্রেফ কাটা দাগের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু লোকজন ডাক্তার ডাকবার জন্য চিৎকার করছে, পরস্পরকে নির্দেশ দিচ্ছে, এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে হুলস্থূল শুরু হলো। ল-অফিস থেকে দুই ডেপুটি এসে পৌঁছল একসময়।

'আমাকে গুলি করেছিল কেউ!' সরোষে ঘোষণা করল কারভার, আতঙ্ক চলে গেছে, তার জায়গা দখল করে নিয়েছে বিদ্বেষ আর ক্ষোভ। তারপরই জেনিফারকে দরজার কাছে দেখতে পেল সে, হাত তুলে নির্দেশ করল। 'ওই মেয়েটাকে গ্রেফতার করো!'

মুহূর্তের মধ্যে নীরব হয়ে গেল পুরো কামরা। 'ও তোমাকে গুলি করেছে, মি. কারভার?' জানতে চাইল এক ডেপুটি।

'না। কিন্তু আমি জানি কাজটা কে করেছে। আর একে পাঠানো হয়েছিল টোপ হিসেবে!'

সন্দিগ্ধ দেখাচ্ছে ডেপুটিকে। 'তুমি বলছ হত্যাকারীর পরিচয় জানো?'

'জানি। জেমস কারভার।'

মাথা নাড়ল ডেপুটি। 'তুমি বোধহয় ভুল করছ, মি. কারভার। জেমস কারভার এখন জেলে আছে।'

চুপসে গেল কারভারের মুখ, কিন্তু তা দেখতে পায়নি জেনিফার। 'তা হলে কি বিলিংসকে খুন করেছে ও?' এক ডেপুটির উদ্দেশে রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ও।

'না, ম্যা'ম। একটু আগে শেরিফ আর দুই ডেপুটির সঙ্গে মারপিটের কারণে জেলে ঢোকানো হয়েছে ওকে।'

'ধন্যবাদ তোমাকে, খোদা!' ফিসফিস করল জেনিফার। 'অশেষ ধন্যবাদ!'

সতেরো

পরদিন খুব ভোরে ক্রেইগ কারভারের সাথে দেখা করতে এল শেরিফ স্যাম লোয়েল। পরিপাটি পোশাক পরনে–সাদা লিনেনের শার্ট, সূতী ট্রাউজার। নিখুঁত ক্ষৌরি করা মুখ. সব মিলিয়ে দেখতে অসাধারণ লাগছে। ক্রেইগ কারভারের বিশাল লিভিংরূমে ঢুকতে দেখা গেল তাকে, সবে যখন নাস্তা শেষ করেছে মনার্ক মালিক।

'সুপ্রভাত, কারভার। ডেকেছিলে আমাকে?'

'বসো,' কাটখোট্টা স্বরে বলল কারভার। শেরিফকে কফির অফার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, ভৃত্যকে ইঙ্গিতে নাস্তার বাসন-কোসন নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। ভৃত্য চলে যেতে একটা সিগার ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে গালে, গতকাল বাকশটের স্প্লিন্ট যেখানে লেগেছিল। 'লোয়েল, তুমি নাকি আমার ভাতিজাকে জেলে ঢুকিয়েছ?'

'ঠিকই শুনেছ।'

'কী কারণে?'

'পীস বন্ডের শর্ত ভাঙবার কারণে। দুই ডেপুটি আর আমাকে পেটানোর চেষ্টা করেছিল সে।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কারভার, প্রসন্ন দৃষ্টিতে রাস্তার ভিড়

দেখছে। 'জেলে রাখতে পারবে ওকে?' ঘুরে জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল লোয়েল। 'মনে হয় না বেশিক্ষণ রাখা যাবে, মি. কারভার।'

'কেন?'

'আসলে ওর অপরাধ মোটেই গুরুতর নয়। সকালে জজের কাছে নেওয়া হবে ওকে, পঁচিশ ডলার জরিমানা দিলে হয়তো ছাড়াও পেয়ে যাবে। তবে পীস-বন্ডের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগারে পাফ করল কারভার। 'তুমি কি নিশ্চিত এখানকার ঘটনার আগেই গ্রেফতার করেছ ওকে?'

'নিশ্চই,' বাঁকা হাসি খেলে গেল লোয়েলের ঠোঁটে, কিন্তু পিছন ফিরে থাকায় সেটা দেখতে পেল না কারভার। 'শটগানের শব্দ যখন কানে এল, সেলের ভিতর ওর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।'

'যাক্‌গে, ওকে জেলের ভিতর দেখতে চাই আমি। কারণ, তুমিও জানো, ওর লোকই গুলি করেছে আমাকে।'

বিজ্ঞের হাসি হাসল শেরিফ। 'কিন্তু ও নিজে গুলি করেনি তোমাকে,' মনে করিয়ে দিল সে। 'ওকে জেলে রাখতে পারব না আমি, মি. কারভার। পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সম্ভব নয়।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল কারভার। 'যদি হাজার ডলার দেই?' নিচু স্বরে প্রস্তাব করল সে।

মাথা নাড়ল লোয়েল। 'ওকে যদি দুপুরের পরও জেলে রাখি, তা হলে জাঁদরেল আইনজ্ঞরা একটা রীট নিয়ে কোর্টে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে, শেষে আমিই বিপদে পড়ব।'

'তাই?' ঘুরে জানালার দিকে তাকাল কারভার। 'অন্য কোন চার্জ আনা যায় না?'

চিন্তা করবার ভান করল শেরিফ। 'না, তেমন কিছু মাথায় আসছে না,' শেষে বলল ও। 'যে-অপরাধেই অভিযুক্ত করা হোক, আগে প্রমাণ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি মনার্কে ও-ই আগুন লাগিয়েছে, কিন্তু ওই মেয়েটার অ্যালিবাই বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। ওকে গ্রেফতার করতে পারিনি বলে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছি—পীস-বন্ডের অধীনে রেখেছি ওকে। কিন্তু অন্য কোন অপরাধের কারণে ওকে ধরতে পারব না।'

'আমার একটা বাকবোর্ড ধ্বংস করেছে সে, এ কারণে কি আটক করা যায় না?'

প্রসন্ন হাসি দেখা গেল লোয়েলের মুখে। 'বিলিংসের কারণেই সেটা ঘটেছে, মি. কারভার। ফ্ল্যাগ সিগন্যাল মানেনি ও।'

'হ্যাঁ, তাই তো!' বিরস মুখে বলল কারভার।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল লোয়েল। পরিস্থিতিটা দারুণ উপভোগ করছে। ধীরে ধীরে, একটা একটা করে ক্রেইগ কারভারের চারপাশে সূতার

বেড় দিচ্ছে সে। কারভারের চিন্তাধারা পরিষ্কার পড়তে পারছে, জানে কী ভাবছে সে, কী করতে চাইতে পারে। কারভার চাইছে কোনভাবে আরও কিছুদিন জেমসকে জেলে ভরে রাখতে, তাতে ওয়েস্টার্নের কফিনে শেষ পেরেকটা গাঁথা নিশ্চিত হবে। সেটা যখন সম্ভব নয়, লোয়েল নিশ্চিত জানে এবার কী করবে মনার্ক মালিক। মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে পড়েছে বুড়ো। ক্রেইগ কারভারের মত প্রভাবশালী মানুষ যখন আতঙ্কিত হয়, যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।

'তো, পারবে না যখন, কী আর করা!' উদাসীন সুরে বলল কারভার।

'সম্ভব হলে সত্যিই খুশি হতাম,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে নয়।' থেমে দেখল মনার্ক মালিককে, যা বলতে চাইছে তার গুরুত্ব পুনর্বিবেচনা করল। 'তোমার অবস্থা জানি আমি, মি. কারভার। একগাদা নির্বোধ নিষ্ঠুর বুলির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে তোমাকে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি তুমি যদি যথেষ্ট দড়ি সরবরাহ করো, তা হলে ওরা নিজেরাই নিজেদের ঝুলিয়ে দেবে। এদের সবার উপর চোখ রাখছি আমি। সুযোগ পাওয়া মাত্র প্রত্যেককে জেলে ঢোকাব।' শ্রাগ করল ও। 'অবশ্য স্বীকার করতে হবে, অস্বস্তিকর একটা অবস্থায় আছ তুমি, আমি ওদেরকে পাকড়াও করবার আগেই তোমাকে পাকড়াও করে ফেলতে পারে ওরা।'

রক্ত সরে গেল কারভারের মুখ থেকে। 'ঠিকই বলেছ,' শুকনো স্বরে স্বীকার করল সে।

'কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পশ্চিমে আইন আসলে অসহায়। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে সব মানুষই নিরপরাধ। কেবল অপরাধ সংগঠিত হলেই নিজের কাজ দেখাতে পারি আমি। তার আগে, এমনকী আমি যদি নিশ্চিত জানি যে ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, কিছুই করবার থাকে না।' উঠে দাঁড়ানোর সময় কারভারের ফ্যাকাসে মুখ দেখল। ক্রুর শেষ প্যাঁচ কষবার লোভ সামলাতে পারল না লোয়েল। 'এখন থেকে সতর্ক থেকো, কারভার। সম্ভব হলে সঙ্গে একজন লোক রেখো সবসময়।'

সুদৃশ্য লিনেনের রুমাল দিয়ে কাঁপা হাতে কপাল থেকে ঘাম মুছল কারভার। 'তাই করব আমি। বিলিংসকে দেখেছ নাকি?'

'ভাবছি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল কারভার। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে, ক্ষীণ হাসি দেখা গেল মুখে। 'শোনো, লোয়েল—পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত দেব।' আচমকা প্রস্তাব করল সে।

সহাস্যে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সম্ভব হবে না। না, স্যার, সম্ভব নয়।'

শেকহ্যান্ড করবার সময় লোয়েল আবিষ্কার করল হাত ভিজে গেছে

মনার্ক মালিকের। গতরাতের ঘটনা ঈশ্বরের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে তার মনে। নীচে নামবার সময় আনমনে হাসতে থাকল শেরিফ। ইচ্ছে করলে আগুনে ঘি ঢেলে দিতে পারে ও–জেমসকে ছেড়ে দিলেই হলো। উঁহু, আগে বরং কীন বিলিংসের সঙ্গে কারভারের সমঝোতা হোক। সময় দরকার বিলিংসের। জেমস না হয় আরও কিছুক্ষণ আটকে থাকল জেলে, কার কি আসে-যায় তাতে?

পিউতে হোটেলে এসে ক্লার্কের উদ্দেশে দূর থেকে হাত নাড়ল লোয়েল, তারপর সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল। নতুন কামরায় এখনও আছে বিলিংস।

'কী ব্যাপার?' দরজা খুলে জানতে চাইল সে।

দরজা বন্ধ করে হাসতে শুরু করল লোয়েল, হাসির তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে। হাসি বোধহয় সংক্রামক, বিলিংসও হাসতে থাকল, তবে কিছু না বুঝেই।

'কী হয়েছে?' ফের জানতে চাইল মনার্ক ম্যানেজার।

'ব্যাটা এমন ভয় পেয়েছে যে ঠিকমত কথাই বলতে পারছিল না। সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছি ওকে, বলেছি একজন বডিগার্ড রাখতে সারাক্ষণ। আরেকটু হলে অজ্ঞানই হয়ে যেত বুড়ো। জেমসকে জেলে রাখবার বিনিময়ে আমাকে পাঁচ হাজার ডলার অফার করেছে–যেমন ভেবেছিলাম।'

চোখ সরু হয়ে এল বিলিংসের। 'তা হলে সত্যিই ভয় পেয়েছে সে! এত টাকা এমনিতে খরচ করবে না কৃপণটা!'

'তোমার খোঁজ করছিল।'

'এরই মধ্যে? তা হলে বলতেই হচ্ছে দারুণ একটা কাজ করেছ, স্যাম!'

'দেখতে পাবে। যাক্‌গে, তৈরি হয়ে নাও। কারভারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, এই ফাঁকে জেমসকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব আমি।'

হাসি মুছে গেল বিলিংসের মুখ থেকে। 'ওই শয়তানটার ব্যাপারে স্রেফ আর কয়েকটা ঘণ্টা চিন্তিত থাকতে হবে, তারপর বড়শিতে গেঁথে ফেলব ওকে।' দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করল সে।

'ঠিক। কারভারের সঙ্গে কী বলতে হবে জানো তুমি, আগেই ঠিক করে রেখেছি আমরা। সন্ধ্যার পর আবার আসব আমি, শুনব কীভাবে কী করলে।'

'নিশ্চই,' শয়তানি হাসিতে ভরে গেল বিলিংসের মুখ। 'আশপাশে কয়োটিরা শিকারের নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আজকের দিনটা পার হলেই কেল্লা ফতে! কাল থেকে অন্য একদিন, এতদিন যেটার স্বপ্ন দেখেছি!' ঘুরে শেরিফের চোখে চোখ রাখল সে। 'সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওই ব্যাটার মুখোমুখি হব আমি! তুমি জানো, স্যাম, অধিকারটা পাওনা হয়েছে আমার।'

'নিশ্চই। এবার কাজ দেখাও, বাছা।'

স্টেটসন তুলে মাথায় চাপাল বিলিংস।

'চেক নেওয়ার কথা ভুলে যেয়ো না আবার,' দরজার দিকে এগোনোর সময় বলল শেরিফ। 'ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওই চেকটাই আসল প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে শেষে।'

'জানি,' আশ্বস্ত করল বিলিংস। 'পনোরো মিনিট সময় দাও আমাকে, দেখবে কাজ শেষ করে ফেলেছি।'

নীচে নেমে কসমোপলিটন হাউজের দিকে এগোল সে, আনমনে শিস বাজাচ্ছে। রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন, ফুরফুরে বাতাস বইছে। নীল আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। চারপাশে ধুলোর উৎকট গন্ধ, তেতে উঠেছে সূর্য। সেলুন পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিয়ারের শীতল মিষ্টি সুবাস আসছে। জীবন এখানে সমৃদ্ধ। কেবল ক্রেইগ কারভারকে জালে ভরতে পারলেই হলো, বারবিকিউ বানাতে পারবে ব্যাটাকে! নিকুচি করি তোর!

কিন্তু ক্রেইগ কারভারের কাছ থেকে শীতল নিস্পৃহ অভ্যর্থনা পেল বিলিংস। এটা অবশ্য সবুজ সঙ্কেত, ভাবল সে, এর মানে হচ্ছে নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নয় মনার্ক মালিক।

'ইদানীং আমার সঙ্গে দেখা করছ না যে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কারভার, কামরার সবচেয়ে আরামদায়ক চেয়ারে আসীন।

'ঠিকই ধরেছ,' সোজাসাপ্টা বলল সে। 'জেমস কারভারের পিস্তলের বুলেটে পেট ভরবার ইচ্ছে নেই আমার।'

ক্ষীণ হাসল কারভার। 'আমিও চাই না, কীন। গতরাতের কথা শুনেছ?'

'অল্পের জন্য বেঁচে গেছ, চীফ।'

'ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি আমার, যত ভাবছি ততই অপছন্দ হচ্ছে।'

'বাঁকা পথে খেলতে চাইছে ওরা। ঠিক আছে, আমরাও দেখাব! কিন্তু চীফ, ভয়ে যদি নিজের মুখ নাই দেখাবে, তা হলে ফ্রেইটিং ব্যবসা চলবে কী করে?'

'কীন, ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাই আমি,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল ক্রেইগ কারভার।

'তাই? কীভাবে?'

'আমি না বলে আসলে আমরা বলা উচিত। তুমি আর আমি। ওই আউটফিটটাকে আমরা দু'জনেই ভয় পাই, তাই না?'

'নিশ্চই!' তিক্ত স্বরে স্বীকার করল বিলিংস।

'নিশ্চিহ্ন করে দাও ওদের!'

দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'আসলে তুমি মীন করছ, কাজটা যেন আমিই করি, তাই না, বস্?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল বিলিংস।

'তোমাকে পারিশ্রমিক দেব।'

'শুধু শুকনো ধন্যবাদে চিড়ে ভিজবে না।'

'সাহস হারিয়ে ফেলেছ, কীন?'

'এরই মধ্যে সবই হারিয়ে বসেছি।'

'হঠাৎ যেন বদলে গেছ?'

'তুমিও, বস্।'

'কিন্তু আমার ধারণা কাজটা এখনও করতে পারবে তুমি।'

'মনে হয় না।'

ফের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা, দু'জনের চাহনিতেই ঘৃণা। শেষে হাসল ক্রেইগ কারভার। 'বেতন কমিয়ে দেওয়ায় বোধহয় দুঃখ পেয়েছ তুমি।'

'দুঃখ পাব না তো কি নাচব?'

'মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল কারভার। 'ভুলে যাও ওসব। দু'জনে আমরা এত পথ এসেছি যে তিক্ত স্মৃতি নিয়ে ঝগড়া করা সাজে না আমাদের, তাই না?'

'তাই?'

'শোনো, ন্যায্য পারিশ্রমিক দেব তোমাকে। প্রস্তাবটা নিচ্ছ না কেন?'

ভাবনার ভান করল বিলিংস, বিশাল মুখে অস্বস্তি। ক্রেইগ কারভার যদি ভাল করে তাকাত তা হলে দেখতে পেত যতটা উচিত, ততটা বিস্ময় দেখা যাচ্ছে না তার চোখে। 'সেটা সত্যি,' স্বীকার করল বিলিংস।

'এক হাজারে চলবে?'

'না। জানের ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে, চীফ–জানের ঝুঁকি।'

'দুই হাজার।'

'এর দ্বিগুণেও রাজি নই।'

'বেশ, পাঁচ হাজার। বাড়তি হিসেবে নিশ্ছিদ্র অ্যালিবাইয়ের ব্যবস্থা করব তোমার জন্য।'

বিলিংস জানে কোন অ্যালিবাই দরকার নেই, কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার ওর প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। আগ্রহী হয়ে উঠবার ভান করল সে। ক্রেইগ কারভারকে যেহেতু পুরো ধসিয়ে দেবে, সামান্য কয়েক ডলার নিয়ে ঝগড়া করবার দরকার কি? ঝুঁকে এল ও সামনে। 'শুনতে মন্দ লাগছে না।'

'কাজটা নিচ্ছ তা হলে?'

'যদি অ্যালিবাইটা পছন্দ হয়।'

'আজ রাতে,' সামনের দিকে চেয়ার টেনে আনল মনার্ক মালিক। 'মনার্কের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে জেমসের কাছে যাবে সেলিয়া হিউস্টন। জানাবে রাস্তায় দেখা হওয়ার সময় প্রস্তাবটা তুমিই দিয়েছ ওকে। সরাসরি জেমসকে প্রস্তাবটা দিতে ভয় পাচ্ছ তুমি, কারণ তোমাকে খুন করতে পারে সে। রায়ানের রুমে কথা হবে। জেমস আর ম্যাট রায়ানের সঙ্গে কথা বলবার সময় মহিলাদের কেউ থাকতে পারবে না তখন। জেমস হয়তো

প্রস্তাবটা মেনে নেবে না, কারণ মাথা গরম হয়ে আছে ওর। কিন্তু ম্যাটই রাজি করাবে ওকে। বুঝতে পারছ তো?'

'নিশ্চই। মেয়েটা জানাবে যে রাতে ওদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য যাব আমি, এবং জেনিফার রায়ানকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে।'

'ঠিক। পাঁচজন বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করতে পারবে তো?'

'তারচেয়েও বেশি পারব।'

'দারুণ! ওয়েস্টার্নের অফিসের পিছনে, ইয়ার্ডে ছড়িয়ে থাকতে বলবে ওদের। নির্দেশ দেবে জেমস কারভার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে গেলেই যেন গুলি করে। আমার মনে হয় না তাই করবে সে, কিন্তু ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। তোমার জন্য অপেক্ষা করবে সে, এবং বিপদ থেকে দূরে থাকবে মেয়েরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠবে তুমি, দরজায় নক্ করবে, দরজা খুলবার পর জেমস বেরিয়ে এলে কাজটা সারবে। যদি পিস্তল হাতে তোমার জন্য দরজায় অপেক্ষায় করে সে, তা হলে পাঁচজনকে ইঙ্গিত দেবে যাতে ওখানেই ফেলে দেয় হারামজাদাকে। ম্যাট রায়ান বিছানায় পড়ে আছে, সুতরাং জেমসকে সাহায্য করতে পারবে না।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল কারভার, আগ্রহ খুঁজবার চেষ্টা করল ম্যানেজারের মুখে। 'পরে লোয়েলকে ঘটনা ব্যাখ্যা করবে তুমি, এবং ওই পাঁচজন সমর্থন করবে তোমাকে–ইয়ার্ডে তোমাকে দেখেই গুলি শুরু করেছিল জেমস। পাঁচজন লোককে তুমি সঙ্গে নিয়েছ নিরাপত্তার জন্য। ম্যাট রায়ানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার প্রযোজ্য। তোমার পক্ষে বলবার জন্য আমাকে পাচ্ছ–আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে, তা ছাড়া সেলিয়া হিউস্টনও জানাবে জেমসকে প্রস্তাবটার আভাস আগেই দিয়ে রেখেছে মেয়েটা। পরিকল্পনাটা কেমন, একেবারে নিরাপদ এবং নিশ্ছিদ্র না?'

'মোটামুটি নিখুঁত,' মিনিট খানেক ভাববার পর মন্তব্য করল বিলিংস।

'চলবে তো?'

নড করল সে। 'শুধু একটা ব্যাপারে আপত্তি–টাকা।'

'টাকার ব্যাপারে আবার কী?'

'এখনই চাই আমি।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে হাসল কারভার। 'উঁহুঁ, কাজ শেষে।'

'এখনই।'

মানুষ চেনায় দক্ষ ক্রেইগ কারভার। কীন বিলিংস বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। টাকা পাওয়ার পরপরই ভোগের পালা শুরু করবে সে। 'এখন নয়,' শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলল মনার্ক মালিক। 'রাতে, কাজ শুরু করবার আগে চেক পাবে–পুরোটা।' কিছুটা নিচু হয়ে গেল তার কণ্ঠ। 'শেষে আমার উপর যাতে দোষ চাপাতে না পারো, কিংবা শেষ মুহূর্তে যাতে মত বদলাতে না পারো, সেজন্য নগদ ভাঙানোর সুযোগ আটকে

দিয়েছি। চেক পাবে, ভাঙাতেও পারবে, কিন্তু তুমি নিজে পারবে না। চেকে তাই লেখা রয়েছে–কীন বিলিংস ছাড়া অন্য কেউ।' স্মিত হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'এরকম বহু চেক লিখেছি আমি, কিন্তু জানি না আসলে কে ভাঙিয়েছে ওগুলো।'

'তাই?' শয়তানি হাসি দেখা গেল বিলিংসের মুখে। 'যাক্‌গে, টাকা পেলেই হলো, কীভাবে এল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার।'

'তা হলে সন্ধ্যার পর চলে এসো এখানে।'

'ঠিক আছে, বস্।'

বেরিয়ে গেল বিলিংস, কিন্তু তার পিঠের দিকে তাকিয়ে ক্রূর ভঙ্গিতে হাসল ক্রেইগ কারভার, ভিতরে ভিতরে সন্তোষ বোধ করছে, সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে খুশি।

বেরিয়ে গিয়ে করিডরে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কীন বিলিংস, হাসছে সেও। তবে ভিন্ন কারণে।

আঠারো

বিকেলে মুক্তি পেল জেমস কারভার। পীস অফিসারের উপর শারীরিক হামলা করবার দায়ে পঁচিশ ডলার জরিমানা দিতে হয়েছে ওকে, বেরিয়ে আসবার আগে নিস্পৃহ, অবিচল, নির্বিকার মুখে শুনেছে ওর পীস-বন্ডের টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার খবর। কোর্টহাউজ থেকে ল-অফিসে ফিরবার পথে পিস্তলটা ওকে ফেরত দিল শেরিফ স্যাম লোয়েল। বন্দীর নীরবতা রীতিমত ত্যক্ত করছে তাকে। প্রতিবাদ দূরে থাক, কোন অভিযোগ, হুমকি এমনকী খানিকটা অসন্তোষও প্রকাশ করেনি–মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা, টুঁ শব্দ করেনি এ পর্যন্ত।

'আমাকে ভুল বোঝো না, কারভার,' গানবেল্ট ওর হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সময় বলল লোয়েল। 'যতদিন এই শহরে সৎ পথে থাকবে, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমাদের। এ থেকে একটা শিক্ষা নিতে পারো। বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে তোমার, এটাও একটা শিক্ষা!'

কিছুই বলল না জেমস। পিস্তল নিয়ে হোলস্টারে গুঁজে বেরিয়ে এল ল-অফিস থেকে। তারপর রাস্তা ধরে এগোল। এক ব্লক পর্যন্ত অসন্তুষ্ট, চিন্তিত মুখে ওকে অনুসরণ করল লোয়েল। শেষে, ওকে বাঁক ঘুরে অন্য গলিতে হারিয়ে যেতে দেখে থমকে দাঁড়াল ল-ম্যান। এখনও সংশয় যাচ্ছে না তার। সকালে দেখা ক্রেইগ কারভারের চোখজোড়া মনে পড়ল–কুৎসিত, ভয়ঙ্কর

দেখাচ্ছিল, এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন তার চাঁদিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ।

আসলে কখনোই নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি ও, ভাবছে জেমস। গতরাতে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর অন্ধকার সেলের ভিতর নানান ভাবনায় সময় কাটিয়েছে। জীবনের সবচেয়ে তিক্ত রাত কাটিয়েছে নিঃসঙ্গ, অসহায়ভাবে। শেষ কলঙ্ক হিসাবে আঘাতটা এসেছে। যেটুকু অহঙ্কার ছিল তা-ও হারিয়েছে–যেভাবে পীস-বন্ডের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাতে এ কথা বলতেই হয়। অথচ আসল কাজের কিছুই করতে পারেনি, না পেয়েছে কীন বিলিংসের দেখা, না হয়েছে অন্য কিছু···বিলিংসকে খুন করতে পারলে না-হয় খানিকটা সান্ত্বনা পেত, উল্টো বাররুমে এক ডেপুটির সঙ্গে ঝামেলা করবার পরিণতিতে টাকাটা হারিয়েছে। বাড়তি হিসাবে জুটেছে মাথায় পিস্তলের একটা আঘাত।

কোয়ার্টারের সিঁড়ি ভেঙে উঠবার সময় কিছুটা ধীর হয়ে গেল ওর গতি। গতরাতে চরম লজ্জার মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে, কিন্তু নিজের বিবেকের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয় সেটা।

ভিতরে ঢুকে জেনিফারকে রান্নাঘরে দেখতে পেল জেমস। বেডরুম থেকে ম্যাটের ছন্দময় নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল ওর, ধারণা করল গভীর ঘুমে অচেতন সে।

কিচেনে ঢুকতে ফিরে তাকাল জেনি। 'হ্যালো, জেমস!' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

'হ্যালো, জেন,' বলল জেমস, খেয়াল করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মেয়েটি। জেমস টের পায়নি অজান্তে ভিন্ন নামে সম্বোধন করেছে, যেটা নিজের মনে প্রায়ই করে। রান্নাঘরের চেয়ারে বসে পড়ল ও। দীর্ঘ পা জোড়া মেলে দিল সামনে। ক্ষৌরিহীন মুখে দাড়ির জঙ্গল, তাজা একটা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে ডান গালে।

তোয়ালেয় হাত মুছে এগিয়ে এল জেনি, একটা চেয়ার টেনে জেমসের পাশে বসল। 'গতকাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অনুমতি দেয়নি ওরা। সকালেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল জেমস, ক্ষীণ হাসল। 'আমার প্রতি বরাবরই আন্তরিক ছিলে তোমরা, জেনি,' নিচু তিক্ত স্বরে বলল ও। 'আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

কাঁপা হাসি হাসল জেনি। 'মনে হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাচ্ছ আমাদের?'

'ঠিকই ধরেছ।'

ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করল মেয়েটি। 'তা হলে চলে যাচ্ছ তুমি?'

নড করল জেমস। লুকাছাপা ভাব ওর ধূসর চোখে, এবং তিক্ত চাহনি;

জেনির চোখ ভেদ করে মনের ভাবনা জেনে নিতে চাইছে।

'তোমাকে আটকানো যাবে না, এরই মধ্যে জেনেছি আমি।'

'সবকিছু ব্যাখ্যা করবার জন্য এসেছি,' হতাশ কণ্ঠে বলল জেমস। 'আমি চাইনি তোমরা ভাবো ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।'

ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেল জেনি। অহঙ্কার এই যুবকের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা। পালিয়ে যাচ্ছে, এ অভিযোগ করলে হয়তো যাবে না সে। কিন্তু কথাটা বলবে কীভাবে? পরোক্ষভাবে কি ওকে অপমান করা হয় না? মরিয়া হয়ে জিহ্বায় জোর আনবার চেষ্টা করল ও, ভাবছে সত্যিই গুরুত্ব হারাবে না এমনভাবে কথাটা বলতে পারবে কিনা। চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিল ও। 'অন্য কিছু ভাববার সুযোগ আসলে নেই, জেমস।'

হতাশ দেখাল জেমসকে, নিজের উপর লজ্জিত হলো জেনি, কিন্তু ওর মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল না।

'না,' ধীরে ধীরে বলল জেমস। 'তা নয়, জেনি। গতরাতে জেলে থাকবার সময় শেষ হয়ে গেছে সবকিছু।' নিজের বুটের দিকে তাকিয়ে আছে ও এখন, ধূসর চোখে শূন্য দৃষ্টি। হাতগুলো পকেটে ঢোকানো, পা জোড়া সামনে মেলে দেওয়া, এবং ওর কণ্ঠ মাপা, দম দেওয়া পুতুলের মত। 'কোন দিনই আসলে তোমাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনি আমি, জেন। আমি পুরোদস্তুর একজন ক্যাটলম্যান।' বিষণ্ন হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'মিউলের বদলে এখন গরু দেখতে পেলে বোধহয় ভাল লাগবে।'

'স্রেফ গরু দেখতে চাও বলেই চলে যেতে চাইছ?' তিরস্কার করল জেনিফার।

'ঠিক কীভাবে বোঝাব তোমাকে!' এখনও বুটের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে জেমস। 'সফল মানুষের জীবন একটা নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা—ভাগ্যের সহায়তা পায় সে, কিছু লড়াইয়ে জেতে, যথেষ্ট টাকা রোজগার করে, অনেক লিকার পান করে এবং অনেক বন্ধু পায় জীবনে। কিন্তু আমি তাদের দলে পড়ি না। এখানে ভাগ্যের দৌড় শেষ হয়ে গেছে আমার, জেন। নিজের বিরুদ্ধে ছাড়া আর সব লড়াই জিতেছি আমি। গতরাতে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেছে। সামান্য দু'জন লোক আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। কীন বিলিংসকে খুন করতে বেরোনোর সময় যে-দৃঢ়তা ছিল আমার, তা বেশিক্ষণ থাকেনি। মেজাজ সামলে রাখবার মত মানুষ আর নই আমি।'

'নিজেকে করুণা করছ তুমি!'

চোখ তুলে তাকাল জেমস, জ্বলছে ওর চোখ, তারপর আচমকা রাগটা চাপা পড়ে গেল। বুটের দিকে ফিরে গেল দৃষ্টি। 'না, বোঝনি তুমি। নিজেকে করুণা করছি না, আমি শুধু জানি সমস্যাটা কোথায়। আত্মসম্মান বা মর্যাদা, যাই বলো, সবই হারিয়েছি আমি। নিজের কারণেই। এই শহরে আমার জন্য কেবল একটা জিনিসই বাকি আছে এখন।'

'কী?'

'ফাঁসি।' চোখ তুলে তাকাল জেমস, বুঝতে চাইছে জেনি কথাটা বুঝেছে কিনা। কিন্তু মেয়েটির মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। প্রায় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে জেনির ঠোঁট।

'ভয় পেয়েছ, জেমস?'

সরাসরি চোখ তুলে জেনিকে দেখল ও। সহসা নিশ্চিত হয়ে গেল কেন ওকে খোঁচাচ্ছে মেয়েটা। জেনি চায় না চলে যাক সে! সারা শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো জেমসের, জানা হয়ে গেছে মেয়েটির মনের কথা। ওর ইচ্ছে হলো উঠে দাঁড়িয়ে বুকে টেনে নেয় মেয়েটিকে, নিজের আবেগের কথা জানায়–এতদিন যা ভেবে এসেছে–কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিল ও। না, সেটা উচিত হবে না। গতরাতে, এমনকী জেনি ওকে ভালবাসে সন্দেহ করবার আগেই, নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে। তার বদল হবে না এখন, যদিও সিদ্ধান্তটা আরও তিক্ত হয়ে গেছে। গতরাতে ওর নিশ্চিত ধারণা ছিল জেনি বা ম্যাটকে সাহায্য করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে কীন বিলিংসকে শেষ করে দেওয়া। কিন্তু তা তো হয়নি, বরং পাঁচ হাজার ডলার হারাতে হয়েছে ওদেরকে, যা কোনভাবেই সামলে নিতে পারবে না ওয়েস্টার্ন। এখান থেকে সরে পড়াই উচিত ওর। চেষ্টা করেছিল, এবং ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এদেরকে বাঁচাতে হলে ওরই চলে যাওয়া উচিত। ক্রেইগ কারভার হয়তো কোন একটা রফা করে নেবে, তা হলে সবকিছু হারাতে হবে না। কারণ কেবল ওকেই ঘৃণা করে মনার্ক মালিক, ম্যাট রায়ানের প্রতি কোন ঘৃণা নেই তার।

জেনির প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল জেমস। সত্যিই কি ভয় পেয়েছে ও? হয়তো মেয়েটিকে তা ভাববার সুযোগ দিলেই চলে যাওয়া সহজ হবে। 'হ্যাঁ, জেন। এটাই বলতে চাইছিলাম। সত্যিই ভয় পেয়েছি আমি।'

'বিশ্বাস করি না!'

নির্বিকার দেখাচ্ছে জেমসকে। সূতাটা ধরে রাখতে হবে ওকে। সামান্য এই একটা কাজই করবার আছে ওর জেনির জন্য। কাপুরুষ হয়ে থাকতে হবে, যে-লোক নিজের দৃঢ়তা হারিয়েছে এবং সেভাবেই কাজ করা উচিত তার।

''ভেবেছ আমি ব্যর্থ হব না, তাই না?'

অজান্তে পিছিয়ে গেল জেনি। কথাটা সত্যি, কিন্তু এ পরিস্থিতিতে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক।

'ক্রেইগ কারভারের কাছ থেকে তোমার টাকা আদায় করে এনেছিলাম আমি,' বলে গেল জেমস। 'রাস্তায় বিলিংসকে পিটিয়েছি। চায়না বয়ে ওয়্যাগন নিয়ে গেছি,' তিক্ত স্বরে বলল ও, আচমকা কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না ভয় দূর করতেই এসব করেছি, কাপুরুষ হিসেবে

যাতে কুখ্যাতি না পাই? একটা ইঁদুর যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে, লড়ে ওটা। জ্যাক আমাকে পেটাতে চেয়েছিল বলেই লড়েছি। ভাগ্য ভাল ছিল, অল্পতে হাল ছেড়ে দেয় ও। ক্রেইগ কারভার জানত কেন লড়ছি আমি, সেজন্যই টাকাটা ফেরত দিল। বিলিংসের সঙ্গে ফাইটের কথা শোনো, আমার পনির পিঠে একটা জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরেছিলাম, ফলে বেসামাল হয়ে পড়ে ঘোড়াটা। বিলিংসের উপর গিয়ে পড়ে ওটা। এদিকে বিলিংসের সঙ্গী গুলি ছুঁড়ছিল। বাধ্য হয়ে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরলাম বিলিংসকে, তাই গুলি করবার সাহস পেল না ওর ক্রু। ব্যস, অক্ষত রয়ে গেলাম আমি।'

হাঁ হয়ে আছে জেনিফারের মুখ, কিন্তু নিস্পৃহ সুরে বলে গেল জেমস। 'এই হচ্ছে তোমার নায়ক, জেনি! ব্রেক লেভার ভেঙে যাওয়ার ঘটনাটা চিন্তা করো। তোমার পিছনে যদি বিশ টন আকরিকের বোঝা থাকে এবং রাস্তার একপাশে যদি পাঁচশো ফুট খাদ আর অন্য দিকে খাড়া ক্লিফ থাকে, কী করবে তুমি? হয় দৌড়াবে, নয়তো লাফ দেবে। তাই করেছি আমি, কারণ লাফ দেওয়ার সাহসও হচ্ছিল না আমার। ভাগ্যক্রমে সে-যাত্রা বেঁচে গেছি। এই হচ্ছে তোমার নায়কের বীরত্বের নমুনা, জেন। কীভাবে তাকে পছন্দ করবে?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জেনি। বেদনা ওর চোখে। 'না, তাকে পছন্দ করি না আমি,' ফিসফিস করে বলল ও।

'তারপরও চাও আমি থাকি?'

'না। আমার মনে হয় চলে যাওয়াই উচিত হবে তোমার।' দু'হাতে মুখ ঢাকল জেনি, ঘুরে দাঁড়াল।

'রাতের স্টেজ ধরব আমি, জেনি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল জেমস। 'ম্যাটের সঙ্গে কথা বলবার জন্য আসব একবার। তারপর সবার অগোচরে শহর ছেড়ে চলে যাব।'

কোন উত্তর দিতে পারল না জেনি।

জেমস চলে যাওয়ার পর নীরবে সময় পেরিয়ে গেল, কতটা সময় পার হলো বলতে পারবে না জেনি। রান্নাঘরের টেবিলে স্থাণুর মত বসে আছে ও, নীরবে কাঁদছে। সদর দরজায় করাঘাতের শব্দে সংবিৎ ফিরল ওর। দ্রুত চোখ মুছে সাড়া দিল।

জ্যাক আর বিল গার্নি। 'জেমস আছে নাকি, মিস্?' জানতে চাইল জ্যাক।

'না। সম্ভবত এক্সপ্রেস অফিসে পাবে ওকে, জ্যাক।'

ভুরু কোঁচকাল জ্যাক রাইলি। 'চলে যাচ্ছে নাকি?' তৎক্ষণাৎ জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন সুরে বলল জেনি। দ্রুত ভিতরে চলে গেল ও।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল জ্যাক। সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে পড়ল। লম্বায় ওর অর্ধেক হবে বিল গার্নি, পাশে এসে বসল সে। চিন্তিত মুখে বেড়ার

দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'কাজটা উচিত হচ্ছে ওর?' জানতে চাইল জ্যাক। 'ওকে ছাড়া ওয়েস্টার্ন চলবে কী করে?'

'ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবে।'

'কেন!?'

থুথু ফেলল গার্নি। 'ওর জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? হারামজাদা শেরিফ প্রথম থেকে লেগে ছিল ওর পিছনে, এবং শেষ পর্যন্ত ঠিকই নাজেহাল করে ছাড়ল ওকে। যথেষ্ট স্মার্ট জেমস, বিপক্ষ ওকে শেষ করে দেওয়ার আগেই সরে যেতে চাইছে।'

'কিন্তু মিস্ রায়ান চায় না চলে যাক ও!' অধৈর্য কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'দেখোনি, মেয়েটা কাঁদছিল?'

শ্রাগ করল বিল গার্নি। 'হয়তো এখন আর ওকে পছন্দ করে না মেয়েটা,' বাতলে দিল সে। 'কোন একদিন সত্যিই কঠিন মানুষ হয়ে যাবে জেমস।'

'কিন্তু তা নয় সে!' বিরক্তি ঝরে পড়ল জ্যাক রাইলির কণ্ঠে। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকল সে, নীরবে তামাক চিবুচ্ছে। জেমস কারভার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। বিল গার্নি যাই বলুক না কেন, ব্যাপারটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না জেমসের চরিত্রের সঙ্গে। হাল ছেড়ে দেওয়ার মত পরিস্থিতি হলে অনেক আগেই তা করত জেমস। উঁহুঁ, অন্য কিছু আছে এর পিছনে। হয়তো ক্ষণিকের জন্য হতাশ হয়ে পড়েছে সে, যে-কোন লোকের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে। যখন কোন কিছুই ঠিকভাবে ঘটে না, যে-কোন লোকই তখন পিছিয়ে যেতে চাইবে। জেমস কারভারও তাই, অসাধারণ কোন মানুষ নয় সে। দুঃসময় কাটাতে হলে স্রেফ লেগে থাকতে হবে, দুঃসময় পেরিয়ে গেলে আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে যাবে সে।

তামাকের রস গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে মুখ মুছল সে। 'ওকে এখানে আটকে রাখতে হবে, বিল।'

'কীভাবে? মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে কোথাও আটকে রাখবে?'

'উঁহুঁ। সেটা করতে গেলে চিবুকটা হয়তো আস্ত থাকবে না আমার, আর তুমিও পার পাবে না। উঁহুঁ, স্যার, অন্যভাবে কাজটা করতে হবে।'

'তা হলে ওকে গ্রেফতার হতে দিতে হবে। আমার ধারণা, এটাই একমাত্র উপায়।'

'গ্রেফতার হওয়ার মত কিছুই করেনি ও। কিন্তু···' থেমে গেল জ্যাক, ইয়ার্ডের বেড়া ছাড়িয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল দৃষ্টি। আচমকা ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়, সশব্দে আঙুলে চুটকি বাজাল সে। 'ইশ্‌শ্! আগে কেন মনে পড়েনি!' উঠে দাঁড়ানোর সময় বিড়বিড় করল সে। 'আমার সঙ্গে এসো, বিল। একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

কিছুক্ষণ পর ল-অফিসে দেখা গেল দুই ড্রাইভারকে। শেরিফকে পেল না ওরা, কিন্তু এক ডেপুটি রয়েছে টেবিলে। 'লোয়েল কোথায়?' জানতে

চাইল জ্যাক।

'জানি না।'

'কোথায় থাকতে পারে?'

বিরক্তি ঝরে পড়ল ডেপুটির চোখে। 'ওর সঙ্গে কী কাজ তোমাদের?'

'কিছু প্রশ্ন আছে আমার, প্রচুর প্রশ্ন।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করো।'

যে-কোন ড্রাইভারের মতই আইনের প্রতি সামান্যই সমীহ আছে বিল গার্নির। 'আমি জিজ্ঞেস করছি,' তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে জানতে চাইল সে। 'দুইয়ে দুইয়ে কত হয়? ভেবে ঠিক করে নাও, তারপর কালকে জানাবে আমাকে। চলো, জ্যাক।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল জ্যাক। 'হয়তো কাজটা করতে পারবে ও। আইনের ঠিক কতটা জানো তুমি, মিস্টার?'

'তোমাদের দু'জনের জ্ঞান একত্র করলে যা হবে তারচেয়ে বেশি,' রাগে লাল হয়ে গেছে ডেপুটির মুখ, বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকিয়ে আছে বিল গার্নির দিকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না সে।

'বেশ, বলছি। বিল আর আমার মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। বিল একটা স্টেজ লুট করতে চায়।'

ঝটিতি ঘুরে জ্যাকের দিকে ফিরল বিল গার্নি, কিন্তু চোখের ইশারায় তাকে নীরব থাকবার নির্দেশ দিল জ্যাক। কিছু একটা মাথায় এসেছে তার, ধারণা করল বিল। 'ঠিকই বলেছে ও,' সায় জানাল সে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ডেপুটি, দু'জনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে দৃষ্টি, চাহনিতে সতর্কতা। 'তো, আমাকে জানানোর জন্য ধন্যবাদ,' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'আমার কাছ থেকে পিস্তল ধার চাও নাকি?'

'লাগবে কিনা এখনও নিশ্চিত বলতে পারছি না,' পাল্টা শান্ত কণ্ঠে বলল বিল। 'জ্যাক ভাল বলতে পারবে।'

'বিল যখন স্টেজটা লুট করবে, ধরো, দু'জন যাত্রী থাকবে,' খেই ধরল জ্যাক রাইলি। 'একজন বুড়ো আর এক লেডি। পরে ডাকাতির টাকা খরচ করে ফেলল বিল, এবং হাতের কাজটা হারায়। পরে ওই লেডির হয়ে কাজ শুরু করে সে। কিন্তু ওই মহিলা জানে যে ডাকাতির সঙ্গে সে-ই জড়িত, তবে বিলের মেজাজ আর বেপরোয়া ভাব দেখে শেরিফকে বলবার সাহস করল না। এদিকে বুড়ো ঠিকই শনাক্ত করে ফেলল ওকে। শেষে, বিলকে গ্রেফতার করা হলো।

'এবার আসল প্রশ্ন। ধরো, বিলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল না লেডি, এবং সাক্ষ্য যাতে না দিতে হয়, সেজন্য শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইল।' ক্ষণিকের জন্য থামল জ্যাক। 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে–বিলের ট্রায়াল শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি কি ওই মহিলাকে আটকে রাখতে পারবে?'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ডেপুটি। 'এ কেমন প্রশ্ন!'

'জানতাম ও বলতে পারবে না,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল বিল। 'এজন্যই ডেপুটি ও।'

'এক মিনিট!' তপ্ত কণ্ঠে বলল ডেপুটি। 'অনায়াসে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। যে-কেউ পারবে। ডাকাতির প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মহিলাকে আটকে রাখবার ক্ষমতা রাখে শেরিফ।'

'কদিন?'

'ট্রায়াল শেষ হওয়া পর্যন্ত।'

'ট্রায়াল শেষ হতে কদিন লাগতে পারে?'

'জানি না আমি। মাসখানেক বা বেশিও লাগতে পারে।'

সঙ্গীর দিকে ফিরল জ্যাক। 'তো, বিল, মনে হচ্ছে ওই লেডির হয়ে কাজ করা উচিত হবে না তোমার।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেপুটি, কপালের পাশে লাফাচ্ছে শিরাগুলো। 'তা হলে এরই মধ্যে স্টেজ লুটও করে ফেলেছ তোমরা? এখনই তোমাদের গ্রেফতার করছি!'

'কীসের চার্জ আনবে আমাদের বিরুদ্ধে?'

'কেন...জ্যাক যা বলল!'

'লুট করিনি, ভাবছিলাম ওই লেডি যে-স্টেজে থাকবে, ওটায় ডাকাতি করব কিনা।' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল বিল। 'আগামী সপ্তাহে কোন একসময় আসবে ওই মহিলা। শুনেছি প্রচুর টাকা থাকবে ওর সঙ্গে। ওই টাকা লুট করে পরে মহিলার কাজ নেব।' মাথা নাড়ল সে। 'এমনভাবে তাকাচ্ছ যেন এখনই কাজটা করে ফেলেছি!'

'সত্যি কথা বলতে কি, এখনও তেমন কিছু ঘটেনি,' বলল জ্যাক। 'নিশ্চিন্ত থাকো, মিস্টার।'

'শোনো তোমরা,' কর্কশ স্বরে বলল ডেপুটি। 'বুঝতে পারছি না তোমাদের নাকি আমারই মাথা খারাপ! এরচেয়ে বাজে জিনিস আর কখনও শুনিনি আমি! যদি সত্যিই কোন স্টেজ লুট হয়, গার্নি, একটা পাসি নিয়ে তোমাকে তাড়া করব আমি এবং পাসি তোমাকে ঝুলিয়ে দেবে!'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল বিল, সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাকে। 'সময়টা জানাব তোমাকে। পিস্তল ধার দেওয়ার অফারটা মনে রইল। বিদায়, মিস্টার।'

ডেপুটির অসন্তুষ্ট, বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। দীর্ঘক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল ডেপুটি, তারপর চেয়ারে বসে মাথা চুলকাতে শুরু করল।

'কী বুঝলে? কাজ হবে তো?' বাইরে এসে সঙ্গীর উদ্দেশে জানতে চাইল জ্যাক।

'দেখতে পাবে। আগে চলো, ইয়ার্ডে ফিরে যাই।'

ইয়ার্ডে পৌঁছে কোয়ার্টারের দিকে এগোল ওরা। উপরে উঠে দরজায় নক্ করল। আগেরবারের মত জেনিফার রায়ানই দরজা খুলল। 'এখনও দেখা হয়নি ওর সঙ্গে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল জেনি।

'না, ম্যা'ম,' হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে বলল জ্যাক। 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।'

'ভেতরে এসো।'

'এখানেই বলি, ভিতরে যাওয়া লাগবে না,' ফের মুখ খুলবার আগে তামাকের দলা সরিয়ে মুখের পিছনে নিয়ে গেল জ্যাক। 'তুমি তো জানোই, ওই স্টেজ লুটের সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমি।'

'নিশ্চই। কোন ঝামেলা আশঙ্কা করছ নাকি?'

'না, ম্যা'ম,' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। 'কিন্তু আমি যদি শেরিফের কাছে ধরা দেই, জেমস আর তোমাকে সাক্ষী হিসেবে ট্রায়ালে উপস্থিত হতে হবে, তাই না?'

বিহ্বল দেখাল জেনিকে। 'বুঝতে পারছি না, জ্যাক।'

'শেরিফ যদি জেমসের নামে সমন জারি করে, তা হলে শহর ছাড়তে পারবে না সে। সাক্ষ্য না দিয়ে যদি শহর ছাড়বার চেষ্টা করে, শেরিফ ইচ্ছে করলে গ্রেফতার করতে পারবে জেমসকে, চাই কি ট্রায়াল হওয়া পর্যন্ত জেলেও আটকে রাখতে পারবে। ট্রায়াল শেষ হওয়া পর্যন্ত, অন্তত মাস খানেক তো লাগবেই।'

এবার বুঝতে পারল জেনি। জেমসকে পিউতেয় আটকে রাখতে স্বেচ্ছায় জেলে যেতে রাজি হয়েছে জ্যাক রাইলি, প্রয়োজনে জোর করবে হয়তো। আচমকা অশ্রুসজল হয়ে উঠল ওর চোখ, সামলাতে পারল না নিজেকে। 'সত্যিই কি ওকে এখানে আটকে রাখতে জেলে যেতে চাও তুমি, জ্যাক?'

'জ্বী, ম্যা'ম। জেমস নিজেই জানে না কী করছে। কয়েকটা দিন গেলে এমনিতে ঠিক হয়ে যাবে সব। সমস্যা হচ্ছে, ভুলটা যখন বুঝতে পারবে, ততক্ষণে এখান থেকে চলে যাবে সে।'

মাথা নাড়ল জেনি। 'যার জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করছ, সে কি তার যোগ্য?'

'কী বলছ, ম্যা'ম!'

'ও নাকি ভয় পেয়েছে, নিজেই বলেছে। জীবন বাঁচাতে পিউতে ছাড়তে চাইছে জেমস।'

'তাই বলেছে?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল জ্যাক।

নড করল জেনি। 'সেজন্যই বলছি, ওর জন্য জেলে যাওয়া উচিত হবে না তোমার। ওকে নিজের পথে চলে যেতে দেওয়াই মঙ্গল।'

হাতে রাখা হ্যাটের দিকে তাকাল জ্যাক রাইলি, তারপর মাথায় চাপাল।

'বিদায়, মিস্ রায়ান।'

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল ওরা। ইয়ার্ড পেরিয়ে গেটে আসবার পর থমকে দাঁড়াল জ্যাক, ফিরে তাকাল কোয়ার্টারের দরজার দিকে। 'ভয় পেয়েছে!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তাজ্জব ব্যাপার, যে-লোক চায়না বয় থেকে বিশ টন আকরিক নিয়ে ওয়্যাগন চালিয়ে নেমে এসেছে, সে-ই নাকি ভয় পেয়েছে!'

জ্যাকের চেয়ে মাথাটা বিল গার্নিরই ভাল খেলে, তার অবচেতন মন সত্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছল। 'জ্যাক, আমরা বোধহয় অনধিকার চর্চা করছি। তারচেয়ে বরং প্রসঙ্গটা বাদ দেওয়াই উচিত হবে।'

'অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে অবশ্য,' একমত হলো জ্যাক, তারপর খিস্তি করল। 'কিন্তু ভয় পেয়েছে জেমস? অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না!' হতাশ, বিষণ্ন স্বরে বলল সে।

উনিশ

সাপার শেষে এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে শেষ করেছে সেলিয়া হিউস্টন, ঠিক এসময় দরজায় নক্ হলো। অ্যাপ্রন খুলে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দরজার দিকে এগোল ও।

কীন বিলিংস আর ক্রেইগ কারভারকে দেখে বিস্মিত হলো সেলিয়া।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে, মিস্ হিউস্টন,' বলল কারভার।

কণ্ঠটা শুনেই ধক্ করে উঠল কেটের কলজে। শেষ পর্যন্ত ঘটছে ব্যাপারটা! অনুরোধ নয়, বরং স্পষ্ট নির্দেশের সুর কারভারের কণ্ঠে। 'এক প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, মি. কারভার,' সামলে নিয়ে দ্রুত বলল ও। 'কী ব্যাপার?'

'আজ রাতে কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করছ না তুমি,' শীতল সুরে বলল সে। 'ভেতরে আসব আমরা?'

উত্তর না দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সেলিয়া, দু'জন ভিতরে ঢুকতে দরজা আটকে দিল। এগিয়ে গিয়ে টেবিলে নিজের হ্যাট রাখল কারভার, তারপর একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'বোসো, মিস্ হিউস্টন। বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের।'

নীরবে চেয়ারে বসল সেলিয়া, কিছুটা দূরে বসল অন্য দু'জন। মুখ নির্বিকার, বুঝবার উপায় নেই কী ভাবছে বা কী বলতে পারে ওরা।

সতর্কতার সঙ্গে সিগার ধরাল কারভার, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে স্থির দৃষ্টিতে দেখল সেলিয়াকে। 'মিস্ হিউস্টন, কিছুদিন ধরে তোমার পিছনে টাকা খরচ করছে মনার্ক। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে এ পর্যন্ত তেমন কিছু পাইনি আমরা।'

চুপ করে থাকল সেলিয়া।

'বেশি কিছু তো নয়,' খেই ধরল কারভার। 'সামান্য দুটো শব্দ খরচ করলে মস্ত বড় একটা উপকার হত আমাদের। সেদিন সাহায্য করলে আজ রাতে হয়তো আসতে হত না আমাদের।'

স্থির হয়ে বসে থাকল সেলিয়া, নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে।

'ওয়েস্টার্নের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি আমি।'

বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল যেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সেলিয়া। 'ঠিকই করেছ, মি. কারভার। এভাবে সংঘর্ষ আর বিদ্বেষ চালিয়ে যাওয়া আসলে বোকামিই। কারণ এতে শেষ পর্যন্ত কারও উপকার হত না।'

'জেনিফার রায়ানের সাথে কথা বলেছ নাকি?'

'না, স্যার। বরং···আসলে শেষ পর্যন্ত কেউই তো জিততে পারবে না, তোমরা দু'জনেই শেষ হয়ে যাবে।'

'ঠিক একই কথা বলেছিল রায়ান মেয়েটা,' সিগারে পাফ করল কারভার। 'পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেছে এখন। কোন একটা রফা করে নেব আমরা। তোমার সাহায্য দরকার হয়ে পড়েছে আমার।' মাপা হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'ভয় নেই তোমার, মাই ডিয়ার। একেবারে সহজ কাজ দিচ্ছি তোমাকে।'

'কী কাজ?'

'জানোই তো, দেখামাত্র বিলিংস আর আমাকে খুন করবার হুমকি দিয়েছে জেমস?'

'শুনেছি মি. বিলিংসের খোঁজে বেরিয়েছিল সে।'

'স্বভাবতই বিলিংসকে ম্যাট রায়ানের কাছে পাঠাতে পারি না আমি, কারণ দেখামাত্র ওকে খুন করে ফেলবে আমার মাথা গরম ভাতিজা। বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'খবরটা তুমি নিয়ে যাবে, রায়ানকে বলবে বিলিংসকে সন্ধি করবার জন্য পাঠাচ্ছি আমি। জেমস যেহেতু ওদের ব্যবসার পার্টনার, সেও থাকবে সেখানে। তুমি ওদের বলবে বিলিংস গেলে যেন হামলা না করে বসে। একেবারে মামুলি কাজ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' স্বস্তির সঙ্গে উত্তর দিল সেলিয়া।

'তা হলে এবার বেরিয়ে পড়ো, এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমরা।' উঠে দাঁড়াল সেলিয়া, আচমকা খেই ধরল কারভার। 'আরেকটা

কথা, মিস্ হিউস্টন, এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিলিংসের সঙ্গে আলাপ করবার সময় জেনিফার রায়ান যেন ওই বাড়িতে বা তার আশপাশে না থাকে। ওদের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও সরে থেকো তোমরা দু'জন।'

'কেন?' অজান্তে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল ওর মুখ থেকে, সন্দিহান হয়ে উঠেছে হঠাৎ, নিশ্চিন্ত বলতে পারবে না কিন্তু কু গাইছে মন।

বিরক্তি ফুটে উঠল কারভারের মুখে। চোখ সরে গেল তার, কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ। চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে, বাম হাতে ডান কানের লতি ধরে মৃদু টান দিল। 'আমি বলেছি, সেজন্য!' হঠাৎ রুক্ষ স্বরে বলল সে।

'নিশ্চই,' লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখে বিস্মিত সেলিয়া। 'এমনিতে···'

'যা বলা হয়েছে, তাই করো, কোন প্রশ্ন করবার দরকার নেই!' প্রথমবারের মত মুখ খুলল বিলিংস।

'সবকিছু একেবারে সহজ, কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই,' খানিকটা কোমল স্বরে বলল কারভার। 'জেনিফার রায়ান আমাকে ঘৃণা করে, এটা জানা হয়ে গেছে আমার। দু'বার আমার সঙ্গে কথা বলে সন্ধি করতে চেয়েছে ও, কিন্তু আমিই প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছি। ও যদি ম্যাট রায়ানের সঙ্গে আজকে উপস্থিত থাকে, তা হলে আরও ভাল অফারের জন্য ভাইকে অপেক্ষা করতে বলবে। সেজন্যই আমি চাই না কাজের সময়ে উপস্থিত থাকুক মেয়েটা, সেক্ষেত্রে বিলিংস আমাদের জন্য সুবিধাজনক একটা রফা করতে পারবে।'

'বুঝেছি,' বলল সেলিয়া, কিন্তু আসলে বোঝেনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মনার্ক মালিক।

'আমিও চাই ভাল করে বুঝে নাও তুমি,' কঠিন স্বরে বলল কারভার। 'জেনিফারকে ওখান থেকে সরিয়ে নেবে তুমি, মিস্ হিউস্টন।'

'বেশ, তাই হবে,' বলে ওয়ার্ডরোবের দিকে এগোল সেলিয়া। ড্রয়ার খুলে হ্যাট বের করল। উপরের ড্রয়ার থেকে ওর পকেট-বুকটা তুলে নিতে যেতে খসে পড়ল ওটা, মলাট সরে যেতে পিস্তলটা বেরিয়ে পড়ল।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা তুলে নিল বিলিংস, রাগে কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখ। 'কী করতে যাচ্ছিলে?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল সে।

লোকটার কণ্ঠের কাঠিন্যে অবাক হলো সেলিয়া। 'সবসময় এটা সঙ্গে রাখি আমি,' দ্রুত ব্যাখ্যা দিল ও। 'আমি একা, মেয়ে মানুষ, মি. বিলিংস, এবং এই শহরে বহু খারাপ এবং সুবিধাবাদী লোক আছে। যদি কখনও বিপদে পড়ি, এই ভয়ে সঙ্গে রাখি এটা।'

এখনও সন্দেহ খেলা করছে বিলিংসের চোখে। 'কিন্তু আজ রাতে এটা সঙ্গে রাখতে পারবে না,' শেষে নির্দেশের সুরে বলল সে। ঘুরে ছোট্ট পিস্তলটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলল, যেটায় বসে ছিল একটু আগে কুশনের আড়ালে ঢাকা

পড়ে গেল পিস্তলের অর্ধেক। 'যাও, কাজ সেরে এসো!' কর্কশ স্বরে তাগাদা দিল সে।

মুখে সামান্য প্রসাধন মাখল সেলিয়া, কীন বিলিংস আর ক্রেইগ কারভারের আচরণ নিয়ে ভাবছে। অদ্ভুত হলেও নার্ভাস, অস্থির মনে হচ্ছে দু'জনকে, অথচ এর কোন কারণ নেই, যদি আদৌ সত্যি কথা বলে থাকে মনার্ক মালিক। আরও একটা ব্যাপার: ওকে বিশ্বাস করছে না। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে ক্রেইগ কারভারের দিকে ফিরল ও, দেখল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কারভার।

'মি. বিলিংস কতক্ষণ পর যাবে ওখানে?'

'বিশ মিনিট পর, মাই ডিয়ার,' বলল কারভার। 'ততক্ষণে বিলিংসের যাওয়ার খবর ওদের জানিয়ে, মিস্ রায়ানকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে তুমি। এখানেও আসতে পারো তোমরা। কীন, এখানেই অপেক্ষা করব আমি।'

দরজার দিকে এগোল সেলিয়া, বিদায় নিয়ে বাইরের অন্ধকার রাতের উদ্দেশে পা বাড়াল। ধীরে ধীরে মূল রাস্তার দিকে এগোল ও, যতই এগোল ততই কমতে থাকল ওর গতি। সবকিছু বড় অদ্ভুত, সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। দীর্ঘ দিনের শত্রুতার সমাপ্তি টানতে যাচ্ছে এমন লোক মনে হয়নি ক্রেইগ কারভারকে। গলির মুখে এসে অজান্তে থমকে দাঁড়াল ও, ফিরে তাকাল ওর বাড়ির জানালার দিকে। মৃদু আলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। যে-কোন একটা ছেলেকে আধ-ডলার দিলে অনায়াসে কাজটা করাতে পারত, কিন্তু ওকে জড়িয়েছে এর সঙ্গে। কারণটা কী?

মনস্থির করে ফিরতি পথে এগোল সেলিয়া, সন্তর্পণে বাড়ির কাছে এসে দেয়ালের বিপরীতে কান পাতল। ভিতরে কথাবার্তা বলছে দু'জন, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। সন্দেহ কাটছে না বলে জানালার দিকে এগোল ও, দূর থেকে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি রাখল। টেবিলে বসে কী যেন লিখছে ক্রেইগ কারভার। ওর কলম-কালি ব্যবহার করছে। উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটা বিলিংসের হাতে ধরিয়ে দিল সে। দেখে সেলিয়ার মনে হলো একটা চেক। সন্তুষ্টির সঙ্গে নড করল বিলিংস, ভেস্টের পকেটে চেকটা রেখে চেয়ারে বসে পড়ল।

আর দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না সেলিয়া, শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। দ্রুত পা চালাল ও। বিলিংসকে কেন চেক দিল কারভার? কারণটা জানা নেই ওর, কিন্তু অনুমান করতে পারছে। সেটা অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক হলেও একেবারে অসম্ভবও নয়। পুরো ব্যাপারটাই অসঙ্গতিপূর্ণ, আচমকা অজানা ভয় আর আশঙ্কা গ্রাস করল ওকে।

মিনিট কয়েক পরে, শূন্য ইয়ার্ড পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠবার সময় সিদ্ধান্তে পৌঁছল সেলিয়া। সিদ্ধান্তটা যেহেতু নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আর কোন জড়তা বা দ্বিধা থাকল না। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ও, অধৈর্যভাবে

নক্ করল দরজায়।

জেনিফারই দরজা খুলল। 'ভেতরে এসো, সেলিয়া।'

'জেমস আছে?'

'হ্যাঁ। ম্যাটের সঙ্গে কথা বলছে ও। কেন?'

উত্তর দিল না সেলিয়া। ভিতরে ঢুকে করিডর হয়ে ম্যাটের কামরার দিকে এগোল। জানালার কাছে দেয়ালের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেমস কারভার। সেলিয়া ভিতরে ঢুকতে চোখ তুলে দেখল ওকে, ওর মুখে ফুটে ওঠা শঙ্কা আর ভয়ই চোখে পড়ল প্রথমে।

বিছানায় উঠে বসল ম্যাট। 'কী হয়েছে, সেলিয়া?'

'সবকিছু খুলে বলবার সময়ও বোধহয় নেই আমার হাতে!' দ্রুত বলল সেলিয়া হিউস্টন। 'ক্রেইগ কারভার আর বিলিংস এসেছিল আমার বাসায়। ওরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছে এখানে এসে যেন তোমাকে জানাই বিশ মিনিটের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বিলিংস। মনার্ক তোমাদের সঙ্গে রফা করতে চাইছে।'

দাঁত বের করে হাসল ম্যাট, কেটের পিছনে দাঁড়ানো জেনির দিকে তাকাল। 'শুনেছ, সিস্? কী বলছে ও? সত্যিই ঘটছে এসব?'

'না, ম্যাট!' চিৎকার করল সেলিয়া। 'আমার মনে হয় না সত্যিই সন্ধি করবে ওরা!'

'কেন?' নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল জেমস।

'দু'জনেই নার্ভাস ছিল ওরা। তারচেয়েও বড় কথা, ওরা আমাকে বলেছে বিলিংস যখন তোমাদের সঙ্গে আলাপ করবে জেনিকে যেন এখান থেকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাই।'

'কেন?' জানতে চাইল ম্যাট।

'ওহ্, তাতে কি কিছু আসে-যায়? আমি নিশ্চিত জানি, এর পিছনে গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে। জানি না কী পরিকল্পনা করেছে ওরা, তবে সেটা যে ভাল কিছু নয়, নিশ্চিত বলতে পারি, ম্যাট!'

সিধে হয়ে দাঁড়াল জেমস। ওকেই দেখছিল ম্যাট, কিন্তু জেমসের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সেলিয়ার উপর। 'আরেকটা চালাকি, তাই না, সেলিয়া?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল জেমস।

'চালাকি!' ম্যাটের প্রশ্ন।

ম্যাটের উদ্দেশে কথাগুলো বলল জেমস, কিন্তু তাকিয়ে আছে সেলিয়ার দিকে। 'প্রমাণ চেয়ো না, ম্যাট, প্রমাণ দিতেও পারব না,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'আমার ধারণা, মনার্কের হয়ে কাজ করছে ও।'

'তুমি একটা মিথ্যুক!' সরোষে গর্জে উঠল ম্যাট রায়ান।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেলিয়ার মুখ।

'এটা আমার ব্যাপার নয়, ম্যাট, কারণ এরই মধ্যে সবকিছু ছেড়ে

দিয়েছি আমি। সম্ভবত আবারও ওয়েস্টার্নের সঙ্গে চালাকি করছে ও।'

'ধ্যেৎ! ওকে এভাবে সন্দেহ করতে পারো না তুমি, জেমস!'

'ঠিকই বলেছে ও!' প্রায় কর্কশ কণ্ঠে বলল সেলিয়া, সবগুলো চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। 'জেমস ঠিকই সন্দেহ করেছে। মনার্কের হয়ে কাজ করছিলাম আমি। ওদের কাছে শুনেছি ম্যাট নাকি আমার ভাই, পিটকে খুন করেছে।' ম্যাটের দিকে ফিরল ও। 'হয়তো সত্যিই তাই করেছ তুমি, ম্যাট। তারপরও তোমাকে ঘৃণা করতে পারিনি আমি। সত্যি কথাই বলছি।'

'আমি তোমার ভাইকে খুন করিনি, সেলিয়া! সারা জীবনে কাউকে খুন করিনি। আমি এমনকি তাকে চিনতামও না।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকে দেখছে সেলিয়া। 'ছোট একটা আউটফিট ছিল ওর। লোক কম বলে নিজেই ওয়্যাগন চালাত। তুমিই তো ওর ওয়্যাগনের বোল্ট খুলে রেখেছিলে, পাহাড় থেকে আকরিক নিয়ে নামবার সময়...'

'আমি জানি ও পা ভেঙে ফেলে এবং পরে গ্যাংগ্রিন হয়ে মারা যায়। কিন্তু দুর্ঘটনার জন্য আমি দায়ী নই। ঈশ্বরের কীরে, সেলিয়া! শপথ করছি, পরিচয় জানতে পারলে লোকটাকে নিজ হাতে খুন করব আমি!'

'বিলিংস বলেছে তুমিই খুন করেছ ওকে!'

'মিথ্যে বলেছে সে!'

মাথা নাড়ল সেলিয়া, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। না, কাঁদবে না ও, যখন ওর সাহায্য অতি জরুরি হয়ে পড়েছে সবার। 'তা হলে আমার কথা শুনতেই হবে তোমার। খুব ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, শিগ্‌গিরই।'

'একবার মিথ্যে বলেছ তুমি, সেলিয়া!' শীতল সুরে বলল জেমস। 'আমাদের বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছ। কীভাবে জানব আবারও সেই চেষ্টা করছ না?'

'আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে তোমাদের!'

'জেমস, সত্যি বলছে ও,' বলল জেনি।

'হয়তো,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জেমস, সেলিয়াকে দেখছে একদৃষ্টিতে। 'আবার বলো তো ঘটনাটা। সত্যি কথা বলো, সেলিয়া।'

'ওরা বলেছে এখানে এসে যেন তোমাদের জানাই সন্ধি করতে চাইছে মনার্ক। বিলিংসকে দেখা মাত্র খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছ তুমি, আগে থেকে ওর আসবার কথা তোমাদের না জানালে দেখামাত্র হয়তো গুলি করবে তুমি। খবরটা তাই আমাকে দিতে বলল।'

'শুধু বিলিংস? ক্রেইগ কারভার আসবে না কেন?'

'জানি না। বলল আমার বাসায় অপেক্ষা করবে সে।'

'তারপর?'

'ক্রেইগ কারভার নির্দেশ দিল জেনিকে যেন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই।'

'কেন?'

'প্রশ্নটা করেছি ওকে। শুনেই বিব্রত হয়ে পড়ল সে। লাল হয়ে গিয়েছিল মুখ, অজান্তে বোধহয়, ডান কানের লতি ধরে টানছিল। বিব্রত হলে প্রায় সব লোক এমন অদ্ভুত কাজ করে। কারভার আমাকে বলল যে···'

থেমে গেল ও। জেমস কারভারের মুখে অভাবনীয় একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে। চরম বিস্ময় তার চোখে, পাশাপাশি কিছুটা যেন দুশ্চিন্তাও দেখা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে সেলিয়ার দিকে এগোল জেমস, দু'হাতে মেয়েটির কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'সেলিয়া, কী যেন বললে তুমি?'

'কখন?'

'ক্রেইগ কারভারকে যখন প্রশ্ন করেছ–এরপর কী বলেছে?'

'লাল হয়ে গিয়েছিল তার মুখ।'

'আর কী?'

'কান ধরে টানছিল সে–কানের লতি। অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল খুব।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, কেন? মনে হয় ঠিকই দেখেছি আমি। কেন?'

'কোন্ কান?' ফের জানতে চাইল জেমস।

'সম্ভবত ডান কান।'

'তুমি নিশ্চিত যে ডান কানই চুলকেছে সে?'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত,' দ্রুত বলল জেনি। 'আমিও ওকে কানের লতি ধরে টানতে দেখেছি, জেমস। দু'বার কারভারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, যখনই খুনোখুনির জন্য অভিযোগ করেছি, প্রতিবার বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে। কান ধরে টেনেছে।'

'ডান কান?' জানতে চাইল জেমস।

নড করল জেনি। 'ডান কান, আমি নিশ্চিত। বাম-হাতি হওয়ায় বাম হাতে ডান কান চুলকায় বা টেনে ধরে। কিন্তু কেন জানতে চাইছ?'

সেলিয়ার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল জেমস। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আমার চাচা, ক্রেইগ কারভার, মেক্সিকান যুদ্ধের সময় ডান কান হারিয়েছিল, গুলিতে উড়ে গিয়েছিল। বাবার কাছে শুনেছি কথাটা, কিন্তু এখনও মনে আছে আমার।' স্থির দৃষ্টিতে জেনির দিকে তাকাল ও। 'এই লোক ক্রেইগ কারভার নয়।'

বিশ

মুহূর্তের জন্য কেউই কথা বলল না, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে জেমসকে দেখছে সবাই।

'বিলিংস কখন আসবে, সেলিয়া, কী বলেছে ওরা?' জানতে চাইল জেমস।

'বিশ মিনিটের মধ্যে।'

'একা?'

'তাই বলেছে কারভার।'

'উঁহুঁ, একা আসবে না, সাথে নিশ্চই কিছু লোক নিয়ে আসবে। এখানে ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা, ম্যাট, যেভাবে আমাদের চাইছে ওরা! এজন্যই দুই মহিলাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে ওরা, যাতে আমাকে খুন করবার পর ভিতরে এসে তোমাকে অনায়াসে চেপে ধরতে পারে।'

'ঠিকই বলেছ!' উত্তেজিত কণ্ঠে সায় জানাল সেলিয়া। 'তাই হবে।'

'জেনি, সেলিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে যাও। জলদি!'

'কিন্তু ম্যাটের কী হবে?'

কামরার ভিতরে নজর চালাল জেমস। 'নতুন ইয়ার্ডে নিয়ে যাব ওকে, একটা ওয়্যাগনে রেখে আসব। কোন পিস্তল আছে তোমার কাছে, ম্যাট?'

কম্বলের তলা থেকে একটা পিস্তল বের করল ম্যাট রায়ান।

'জলদি যাও, জেনি!' বলে ম্যাটের দিকে ফিরল জেমস। 'চেষ্টা করব সাধ্যমত, তারপরও কিছুটা ব্যথা সহ্য করতে হবে।'

'যেতে হবে যখন, দেরি করে কী লাভ!'

জেনি আর সেলিয়া পাশের কামরায় চলে যেতে কম্বল সহ ম্যাটকে কাঁধে তুলে নিল জেমস, করিডরে বেরিয়ে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেনি; উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মুখ।

'জলদি করো!'

'তোমাকে সাহায্য করব আমি।'

'মাথা তুলো না কেউ। অফিসে লুকিয়ে থেকো।'

কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল জেনি।

টেবিল ঘুরে পিছন-দরজার দিকে এগোল জেমস। সন্তর্পণে বেরিয়ে

এল, প্ল্যাটফর্মে পা রাখতে পিস্তলের গর্জন কানে এল ওর। দরজার চল্টা ওঠাল গুলিটা, পরপর আরও চারটে গুলি হলো। অন্য কামরার একটা জানালা খুলে ফেলল কেউ। 'বেরিয়ে গেছে ওরা!' চিৎকার করে জানাল এক লোক। 'পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়েছে!'

ফিরে যাওয়া মৃত্যুর শামিল হবে, ভাবল জেমস, কারণ পাশের বাড়ির ছাদে অবস্থান নিয়েছে বিলিংসের দল। নতুন ওয়্যাগন ইয়ার্ডে যেতে পারলে কিছুটা আড়াল পাওয়া যাবে। জেনি আর সেলিয়া এরই মধ্যে নীচের অফিসে চলে গেছে।

পিস্তল তুলে একটা গুলি করল জেমস। গেটের কাছে ঝুলন্ত লণ্ঠনটা নিভে গেল। দ্রুত পা চালাল ও, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে, তবে পরোয়া করল না।

গুলির তুবড়ি ছুটল ওর আশপাশে, নিশানা ছাড়াই সমানে গুলি করছে পাঁচজন। ভোঁতা শব্দে আশপাশে কাঠে বিঁধছে গুলি। দৌড়ে নীচে নামবার পর হুড়মুড় করে পড়েই যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। ওর কাঁধের উপর থাকা অবস্থায় ইয়ার্ডের বেড়ার কাছে দু'জনের উদ্দেশে গুলি করল ম্যাট।

ছুটল জেমস, সামনে কমলা আগুন ওগরাল একটা পিস্তল। ওর কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল গুলিটা। গতি না কমিয়েই পাল্টা গুলি করল জেমস, ব্যস্ত রাখতে চাইছে লোকটাকে। এদিকে পিছনে চিৎকার করে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ল একজন, ম্যাটের গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে। পরপরই তার জায়গায় এসে দাঁড়াল আরও দু'জন, এদিকে পিস্তল খালি হয়ে গেছে ম্যাটের।

গলির মাথায় পৌঁছে গেছে ওরা। তীক্ষ্ণ শব্দে বোর্ডওঅক বা পাশের বাড়ির দেয়ালে আঘাত হানছে গুলিগুলো। গেটের কাছে পৌঁছে গেছে, এসময় আচমকা ভূতের মত সামনে উদয় হলো এক লোক। আবছা আলোয় লোকটার বিশাল শরীর কোন দানবের মত লাগছে। রাইফেল তুলল সে, কিন্তু জেমসের গুলিতে কেঁপে উঠল শরীরটা, সামনে ঝুঁকে পড়ল সে, পরের গুলিতে পতন ত্বরান্বিত হলো তার। ততক্ষণে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে জেমস, দৌড়ের মধ্যে পিস্তল চালাল লোকটার মাথায়। মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

গলি ধরে ছুটছে জেমস, পিঠে আতঙ্কে স্থির হয়ে আছে ম্যাট। দু'জনের পিস্তলই খালি। এদিকে প্রতিপক্ষের গোলাগুলি চলছেই।

স্টেবলের কোণে, বেড়ার পাশে বিশাল একটা আকরিক ওয়্যাগন পড়ে আছে। ম্লান আলোয় ওয়্যাগনটা দেখেই সেদিকে ছুটল জেমস। জানে কিছু সময়ের জন্য হলেও নিরাপদ আড়াল পাবে এবং ওখানে অবস্থান নিতে পারলে, পিস্তল রিলোড করবার সুযোগ পাবে। পাল্টা হামলাও চালাতে পারবে।

পা চলছে না ওর। একশো আশি পাউন্ডের শরীর কাঁধে নিয়ে ছোটাছুটি করায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কপালে ঘাম জমেছে। আশঙ্কা যে-কোন সময় পিঠে একটা বুলেট ঢুকবে, সপাটে আছড়ে পড়বে ধুলোর বুকে।

ফের সরব হয়ে উঠল ম্যাটের পিস্তল। জেমসের পিঠের উপর ঝুলে পড়া অবস্থায় কীভাবে যেন ওর বেল্ট থেকে শেল\নিয়ে পিস্তল রিলোড করে ফেলেছে। গেট দিয়ে ছুটে আসছিল একজন, বুকে গুলি লাগায় পিঠ বাঁকা হয়ে গেল লোকটার, তারপর হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। ওয়্যাগনটা আর কয়েক গজ দূরে মাত্র, দাঁতে দাঁত চেপে গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল জেমস। ইয়ার্ডের গেটে দু'জন বেরিয়ে এসেছে, ঠিক এসময় ওয়্যাগনের আড়ালে পৌঁছে গেল ওরা।

ভাগ্য ভাল, পাটাতন নিচু বলে অনায়াসে ওয়্যাগনের পাটাতনে ম্যাটকে নামিয়ে দিল জেমস, তারপর নিজেও ডাইভ দিল। আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তপ্ত সীসা, ওয়্যাগনের গায়ে বিঁধছে।

'ঠিক আছ তো তুমি?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল জেমস।

'হ্যাঁ,' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করছে ম্যাট, কিন্তু স্বীকার করল না। 'আমার পিস্তলটা নাও, দাও তোমারটা লোড করে দিচ্ছি।'

মাথা বের করে তাকাল জেমস, ট্রাফের পাশে এক লোককে দেখতে পেল। গুলি করতে ডাইভ দিয়ে আড়ালে চলে গেল লোকটা, অন্য তিনজন ইয়ার্ডের এক ওয়্যাগনের আড়ালে চলে গেল। স্টেবলের কোণে আছে আরও কয়েকজন।

'ধরো ওকে, বয়েজ!' কর্কশ, উল্লসিত কণ্ঠ কীন বিলিংসের। 'এবার আটক করেছি ওকে!'

কণ্ঠস্বর বরাবর নিজের পিস্তল খালি করে ফেলল জেমস, কিন্তু বিলিংসের খরখরে হাসি থামল না। শূন্য পিস্তল ম্যাটের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সময় দেখল আরও এগিয়ে এসেছে প্রতিপক্ষ। মিনিট খানেক পেরিয়ে গেল নীরবতার মধ্যে। জেমস খেয়াল করল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নেকড়ের দল। ইন্ডিয়ানদের মত সন্তর্পণে ছুটছে এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালের উদ্দেশে।

'এবার আর রক্ষে নেই, জেমস,' বিষণ্ন সুরে বলল ম্যাট।

'অপেক্ষা করো,' চাপা স্বরে বলল জেমস। 'উঠে দাঁড়াব আমি। আমাকে দেখেই ছুটে আসবে ওরা, তৈরি থেকো।'

'জেমস, তুমি বরং বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। আমি কাভার করব। জেনির দায়িত্ব রইল তোমার উপর।'

'তোমাকে নিয়েই বেরোব।'

'এখনও সময় আছে, জেমস। জেনির নিরাপত্তার খাতিরেই তোমার যাওয়া উচিত।'

'না।'

'খোদার দোহাই...'

'না!' কর্কশ কণ্ঠে দাবড়ানি দিল জেমস। 'দায়টা আমার, কারণ আমার কারণেই ঘটছে এসব এবং মুক্তির পথটা খুঁজে নেওয়া আমারই দায়িত্ব।'

উঠে বসল ও, দেখল স্টেবলের উদ্দেশে ছুটছে এক লোক। গুলি করল ও, কিন্তু লাগল না লোকটার গায়ে। কীন বিলিংস। স্টেবলের কোণে জ্বলন্ত লণ্ঠনটা গুলি করে নিভিয়ে দিল সে, অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা।

হতাশা বোধ করছে জেমস। ফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা। ম্যাটকে ফেলে যেতে পারবে না ও, কীন বিলিংসও সেটা ভাল করেই জানে।

'বাতি নেই এখন, বয়েজ। এবার ধরো ওদের!' সোৎসাহে চিৎকার করল বিলিংস। 'মাথা পিছু একশো ডলার পাবে!'

ম্যাট গুলি করল এবার, ওয়্যাগনের একপাশে সরে গেছে। তীব্র খিস্তি করল মনার্ক ম্যানেজার। আচমকা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই, অর্ধবৃত্তের আকারে ছুটে আসছে।

পিস্তল খালি করে ফেলল জেমস, শূন্য চেম্বারে হ্যামারের ক্লিক শব্দ হতে ধক্ করে উঠল কলজে। আচমকা গম্ভীর একটা কণ্ঠ প্রশান্তি এনে দিল ওর শরীরে। 'কিছুক্ষণ আটকে রাখো ওদের!' জ্যাক রাইলির বেপরোয়া কণ্ঠ কানে এল ওর। 'এখনই পৌঁছে যাব আমরা। ব্যাটাদের লড়াই করবার সাধ জনমের তরে মিটিয়ে দেব!'

অফিসের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল চার ড্রাইভার, সর্বাগ্রে জ্যাক।

'জলদি, জ্যাক!' চিৎকার করল জেমস, টের পেল পিস্তলের শেষ গুলিটা বাতাসে পাঠিয়ে দিয়েছে ম্যাট। ছুটন্ত এক লোক আচমকা থমকে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে টেনে ধরেছে কেউ। ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল এরপর।

দ্রুত হাতে পিস্তল রিলোড করছে জেমস। মুহূর্তের জন্য বিলিংসের কোন লোকই পাল্টা গুলি করল না। নীরবতার মাঝে আচমকা ইয়ার্ডের সামনের অংশে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

লোকটা কীন বিলিংস। তার লোকেরাও টের পেয়ে গেল পালাচ্ছে সে।

'পালাচ্ছে ও,' চিৎকার করল একজন। 'কেউ একটা দেয়াশলাই জ্বালো তো!'

ওয়্যাগনের সামনের দিকে চলে এল জেমস, বেড়া ডিঙিয়ে স্টেবলের ছাদে উঠে এল। ওপাশে নতুন ইয়ার্ডের আঙিনায় লাফিয়ে নামল, ছুটতে শুরু করল উদ্ভ্রান্তের মত। ম্যাটকে নিয়ে আপাতত চিন্তা করতে হবে না, জানে ও। জ্যাক রাইলি ইয়ার্ডে পৌঁছবার আগেই পালিয়ে যাবে কীন বিলিংস। কিন্তু গেট পেরিয়ে কী করবে লোকটা? নিশ্চই শহরের মূল অংশের দিকে ছুটবে।

নিজের সবকিছু বাজি রাখতেও রাজি আছে জেমস, ধারণাটা এতই

নির্ভুল। ইয়ার্ডের ওপাশে বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল ও, উল্টো দিকে কীন বিলিংসের ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। লাফিয়ে দেয়ালের কিনারা চেপে ধরল, শরীর টেনে তুলে উঠে বসল উপরে, শেষে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল।

গলির মাথায় পৌঁছে গেছে বিলিংস, শহুরে বাতির ম্লান আলোর বিপরীতে বিশাল কাঠামোটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'বিলিংস!' শীতল, চড়া স্বরে ডাকল জেমস।

আচমকা থমকে দাঁড়াল সে, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

'পালাচ্ছ কেন, বিলিংস? খেলাটা শেষ করে যাও!'

অন্ধকার গলির ভিতর সেঁধিয়ে গেল বিলিংস, দেয়ালের কোণে অবস্থান নিল। মুহূর্তের জন্য ভেবেছিল ধরা দেবে, কিন্তু পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিয়েছে। পিছু নিয়ে ছুটে আসবে জেমস কারভার, অনায়াসে ফুটো করা যাবে তাকে। হোলস্টারের গায়ে লেপ্টে আছে ওর হাত, আচমকা জেমসকে আসতে দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল হাতে। চোখের নিমেষে উঠে এল পিস্তলটা।

বিলিংসকে দেখেনি জেমস, কিন্তু হোলস্টারের চামড়ার সঙ্গে হাতের দস্তানার অস্পষ্ট খসখস শব্দই সক্রিয় করল ওকে। ওর বেচাল অবস্থার সুবিধে নিল মনার্ক ম্যানেজার, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। পরপর দু'বার। কমলা আগুন আর গাঢ় অবয়ব এবার দেখতে পাচ্ছে জেমস, নিশানা করে পরপর কয়েকটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। বুক পেতে তিনটা বুলেটই নিল কীন বিলিংস, তারপর আছড়ে পড়ল ধুলোর উপর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর এগিয়ে এল জেমস, নিশ্চিত হলো কীন বিলিংস আর জ্বালাতে আসবে না কাউকে। পিছনে গলিতে হৈহল্লা কানে আসছে ওর, জ্যাকের দলবলের চড়া কণ্ঠই বেশি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না ও।

সেলিয়া কী বলেছিল, ক্রেইগ কারভার কি ওর বাসায় অপেক্ষা করছে? হ্যাঁ, তাই বলেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত পা চালাল জেমস, উদ্দেশ্য সেলিয়া হিউস্টনের বাসা। খোলা পিস্তল ওর হাতে, জিরার্ডকে গলির মুখে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল খনি সুপার।

'গেলেই দেখবে।'

একুশ

বেশ কিছুক্ষণ হলো গোলাগুলির শব্দ থেমে গেছে। হয়তো কিছুটা ঝামেলা

হয়েছে, ভাবছে ক্রেইগ কারভার, তবে টিকতে পারবে না ওয়েস্টার্ন। ফলাফল সহজে অনুমেয়: জেমস কারভার আর ম্যাট রায়ান এখন মৃত। সে-ই চূড়ান্ত বিজয়ী। চিন্তাটা মাথায় আসতে মৃদু হাসল সে, সন্তোষ বোধ করছে নিজের উপর। পরিকল্পনাটা সত্যি কাজে দিয়েছে। নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এখুনি আসবে বিলিংস বা অন্য কেউ। প্রতিদ্বন্দ্বীর দুঃখজনক মৃত্যুতে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে তাই নিয়ে ভাবছিল সে, আচমকা ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল।

দরজার দিকে এগোল কারভার, ভাবছে কীন বিলিংস এসেছে।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল জেমস, কারভার কিছু বুঝবার আগেই ভিতরে ঢুকে পড়ল। পিছনে আরও একজন লোক আছে, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না কারভার।

সভয়ে দু'পা পিছু হটল মনার্ক মালিক, যেন জেমসের ভূত দেখছে।

'তোমার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে, ক্রেইগ!' গমগম করে উঠল জেমসের কণ্ঠ।

কিছু বলবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। এবার কামরার ভিতরে ঢুকল জিরার্ড, হাতড়ে দেখল মনার্ক মালিকের পকেটে কোন পিস্তল আছে কিনা, তারপর পিছিয়ে গেল।

'বসো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল জেমস।

সবচেয়ে কাছের চেয়ারের দিকে কারভারকে ঠেলে দিল জিরার্ড। ঠিক তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেমস। 'তুমি ক্রেইগ কারভার নও।'

উত্তর দিল না সে। প্রচণ্ড চড় কষল জেমস তার গালে। দৃঢ় হয়ে গেছে ওর চোয়াল, চোখে খুনের নেশা।

'আমি···আমি ক্রেইগ কারভার!' দুর্বল কণ্ঠে বলল সে।

কোটের ল্যাপেল ধরে শীর্ণ দেহটা টেনে তুলল জেমস। 'মিথ্যে বলছ! তুমি যে ক্রেইগ কারভার নও সেটা ভাল করেই জানি!' গায়ের জোরে তাকে ঠেলে দিল জেমস, চেয়ারের উপর আছড়ে পড়ল মনার্ক মালিক, এত জোরে যে কেঁপে উঠল চেয়ারটা, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ উঠল।

পাছার নীচে ধাতব, শক্ত কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করল ক্রেইগ কারভার, সংঘর্ষের ফলে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। সহসা কারণটা মনে পড়ল: সেলিয়া হিউস্টনের পিস্তলটা এখানে ছুঁড়ে ফেলেছিল কীন বিলিংস।

ধীরে ধীরে পিছনে হাত সরিয়ে নিল সে, আঙুলে ঠেকল পিস্তলটা। জেমস বা জিরার্ড কারও হাতেই পিস্তল নেই। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কারভার, হাতে চলে এসেছে পিস্তল। পা দিয়ে ঠেলে চেয়ারটা পিছনে সরিয়ে দিল সে। কুৎসিত, বিদ্রূপের হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। 'কী যেন জিজ্ঞেস করেছ আমাকে?'

মাথার উপর দু'হাত তুলে ফেলেছে জিরার্ড। পিস্তলটার দিকে তাকাল জেমস, মনে পড়ল ওটা কার এবং ওটার ভিতরে কী আছে তাও মনে পড়ল। ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল ও। পিছিয়ে এল কয়েক পা।

'কী, কেমন বুঝছ এবার?' খরখরে স্বরে জানতে চাইল ক্রেইগ কারভার, কণ্ঠে সন্তুষ্টি। 'এবার পেয়েছি তোমাকে! কী কারণে তোমাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি, লোয়েলকে ব্যাখ্যা করতে মোটেও অসুবিধে হবে না।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জেমস, আড়চোখে জিরার্ডকে দেখল। প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে কারভারকে দেখছে চায়না বয় সুপার। 'আমাদের গুলি করবে তুমি?'

'উপায় নেই। তুমিই বাধ্য করেছ।'

নীরবে কিছুক্ষণ ক্রেইগ কারভারের চাপা উল্লাস দেখল জেমস। 'তোমার কাছে কোন অনুনয় বা অনুরোধ করব না আমি, কারভার। কারও যখন শেষ সময় আসে, শত চেষ্টায়ও এড়ানো যায় না। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানবার আছে আমার।'

'এটা কোন চালাকি হলে কাজে আসবে না,' কঠিন স্বরে বলল কারভার। 'বাইরে কারও সাড়া পেলেই তোমাকে গুলি করব আমি।'

'তা হলে কথা বলতে পারি?'

'যতক্ষণ আমি চাইব। কী জানবার আছে তোমার?'

পিস্তলটার দিকে তাকাল জেমস। 'তুমি ক্রেইগ কারভার নও।'

'কীভাবে জানলে?'

'আজ রাতের আগে জানতাম না। কারণ চাচাকে কখনও দেখিনি আমি। কিন্তু আচমকা একটা জিনিস মনে পড়ল, বিব্রত বা অপ্রতিভ হলে তুমি নাকি ডান কানের লতি টেনে ধরো?'

'হতে পারে। মনে করতে পারছি না।'

'বাবার কাছে শুনেছি মেক্সিকান যুদ্ধে ডান কান হারিয়েছিল চাচা। কথাটা মনে করতে অনেক সময় লেগে গেছে।'

'ঠিকই জানো। ভেবেছি ব্যাপারটা কখনও ধরতে পারবে না তুমি, যেহেতু চাচাকে কখনও দেখোনি।'

'চাচা কোথায়?'

মৃদু হাসল কারভার। 'জায়গামত পাঠিয়ে দিয়েছি, মিসৌরির একটা জেলে। খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছি ওকে। দেখতে কিছুটা হলেও মিল আছে আমাদের, তো ওর নাম ভাঙিয়ে সেন্ট লুইসের ব্যাংক থেকে টাকা তুলে কেটে পড়লাম আমি, এখানে এসে ব্যবসা শুরু করলাম। সামান্য টাকা থেকে বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি, তাই না?'

'বেঁচে আছে সে?'

'হ্যাঁ। আগামী তিন মাসের মধ্যে আমার খোঁজে হয়তো চলেও আসতে

পারে। ঠিক এজন্যই তোমাকে আসতে বলেছি আমি।'

'বুঝলাম না।'

'ক্রেইগ কারভার তোমার কথা বলেছিল আমাকে, সেজন্যই তোমাকে চিঠি লিখে এখানে চলে আসতে বললাম। জানি জেল থেকে বেরিয়েই আমার খোঁজে এখানে চলে আসবে সে। ইচ্ছে ছিল ব্যবসাটা তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে সমুদ্রের কাছাকাছি চলে যাব। আমাকে চাচা মনে করে লাভের অর্ধেক টাকা পাঠাতে। আসল ক্রেইগ কারভার এলে জালিয়াতির সন্দেহে গ্রেফতার হত, কিন্তু দূরে থেকেই নিয়মিত বখরা পেয়ে যেতাম আমি। সে তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারলেও পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সময় থাকত আমার হাতে। দারুণ পরিকল্পনা, তাই না? কিন্তু অবলা নারীকে সাহায্য করতে অধীর হয়ে পড়লে তুমি, টাকাটা ফেরত দিতে বাধ্য করলে আমাকে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদেরকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলাম।' শ্রাগ করল সে। 'পরিকল্পনাটা অবশ্য কাজে আসেনি, বরং আমার জন্য একের পর এক ঝামেলা তৈরি করেছ তুমি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, শেষ পর্যন্ত কে জিতেছে। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, সবসময় আমিই জিতি।'

'মনার্কে আগুন লাগিয়েছিল কে?'

হাসল ক্রেইগ কারভার। 'আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেমস। 'নিজের আউটফিটে আগুন দিয়েছ তুমি?'

'ঠিক। তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দিতে চেয়েছি। সেলিয়া হিউস্টনকে ভাড়া করেছিলাম আমরা; তোমাদের দুর্বলতাগুলো জানানোই ছিল ওর দায়িত্ব। পরে, জিম রাফের জায়গায় যাতে তুমিই ওয়্যাগন চালাও, প্রথম সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু মার খেয়ে বিলিংস তোমাকে এতটা ভয় পাচ্ছিল যে তোমার ওয়্যাগনও স্পর্শ করতে চাইছিল না। তাই নিজেই ব্রেক লেভারটা অর্ধেক কেটে ফেললাম আমি। ভেবে দেখলাম, দুর্ঘটনায় যদি মারা নাও যাও, খেপে গিয়ে কীন বিলিংসকে নির্ঘাত খুন করে ফেলবে। আর খুনের দায়ে তোমাকে জেলে ভরবে লোয়েল। কিন্তু ওকে খুন করতে পারোনি। উপায় না দেখে আগুন লাগালাম, ভেবে দেখলাম সেজন্য তোমাকে দায়ী করতে পারলে কাজ হয়ে যাবে। সেলিয়া হিউস্টন অ্যালিবাই দেওয়ায় তাও হলো না।'

'তারমানে বিলিংস আর আমাকে, দু'জনকেই সরিয়ে দিতে চেয়েছ?'

'সত্যি। দারুণ পরিকল্পনা, যদিও কাজ হয়নি শেষ পর্যন্ত। দুঃখিত, জেমস, তোমার সময় শেষ।'

'আরেকটা প্রশ্ন। ম্যাটকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়েছিল কে?'

'আমি। ভেবেছি তাতে দু'জনেই অচল হয়ে পড়বে।'

'বেজন্মা, কুত্তা!' কর্কশ স্বরে গাল বকল জিরার্ড। 'নোংরা একটা শেয়াল

তুমি!'

'ম্যাটকে ধাক্কা দিয়েছ তুমি, ব্রেক লেভার কেটেছ এবং মনার্কে আগুন লাগিয়েছ। কিন্তু চায়না বয়ে বিস্ফোরণের ব্যাপারটা?'

রেগেমেগে বোধহয় গুলিই করতে যাচ্ছিল সে, পিস্তলের নল ঘুরে গেছে জিরার্ডের দিকে। জেমসের বুকে স্থির হলো আবার। 'আমি। চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে বলে বিলিংসকে খুন করবে তুমি, নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম। লোয়েল তোমাকে গ্রেফতার করবার পর ঝুলিয়ে দেবে, তা-ও একরকম নিশ্চিত ছিলাম। এটাও কাজে আসেনি, আর ঠিক এজন্যই আজকে এই আয়োজন।' উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে জেমসকে দেখল সে। 'গতরাতে আমার উদ্দেশে গুলি করেছ তুমি, খেপে ওঠবার ওটাও একটা কারণ। বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে।'

'কিন্তু শেরিফকে কী বলবে?'

'ওকে বুঝ দিতে সমস্যা হবে না। আসল ক্রেইগ কারভার এখানে আসবার আগেই সবকিছু বেচে দিয়ে চলে যাব।' মুখটা কঠিন হয়ে গেছে তার, একটু আগের উল্লসিত ভাবটা নেই। বাইরে ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া গেল। 'সময় শেষ! পিছিয়ে যাও, জিরার্ড!'

পিছিয়ে গেল খনি সুপার, ঘেমে গেছে মুখ।

জেমসের মুখে ক্ষীণ হাসি।

'কী ব্যাপার, হাসছ যে? মজার কী হলো?'

'তোমার খেলা শেষ, কারভার। তোমাকে ধরতে আসছি আমি!' বলে এগোতে শুরু করল ও।

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না ক্রেইগ কারভার, ট্রিগার টেনে দিল। বদ্ধ ঘরে ছোট্ট পিস্তলের শব্দ বিস্ফোরণের মত হলো, কিন্তু ফলাফলটা অপ্রত্যাশিত। আগের মতই একই গতিতে এগোচ্ছে জেমস।

'সবকিছু স্বীকার করবার জন্য ধন্যবাদ,' বলল জেমস। 'শুধু তাই নয়, একজন সাক্ষীর সামনে স্বীকার করেছ।'

আতঙ্কে পিছু হটল সে, ফের গুলি করল। এবারও কিছুই হলো না জেমসের। খেপে গিয়ে এক পা আগে বাড়ল কারভার, দু'হাত দূর থেকে একের পর এক গুলি করে পিস্তল খালি করে ফেলল। মুখে চরম বিস্ময়, দ্রুত চেম্বার খুলে খালি শেলগুলো ফেলে দিল সে। ঝুলে পড়েছে চোয়াল।

প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে টেবিলের উপর আছড়ে পড়ল কারভার, জেমসকে এগোতে দেখে পিছু হটল। কিন্তু সরে যেতে পারল না। আরেক ঘুসিতে দেয়ালের কোণে ভূপতিত হলো সে। পাশে স্টোভ, হাতড়ে পোকার দণ্ডটা খুঁজে পেল মনার্ক মালিক। এবার খেপা দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে, মাথার উপর তুলল দণ্ডটা। রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ, কিন্তু ওটা চালানোর

আগেই তার মুখে আঘাত হানল জেমসের মুঠি।

রাগে জ্বলছে জেমসের চোখ, একের পর এক আঘাত করতে থাকল। পোকার দণ্ডের আঘাত লাগছে ওর গায়ে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না। রাগে দপদপ করছে মাথা। খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে, নিজেও জানে না কখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। মাথায় পোকার দণ্ডের একটা আঘাত পড়তে চোখে সর্ষে ফুল দেখল ও। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল ক্রেইগ কারভার, একের পর এক আঘাত করতে থাকল ওকে। অজান্তে পিছু হটল জেমস, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আচমকা ফের আঘাত হানল কারভার, মাথা নিচু করে এড়ানোর চেষ্টা করল জেমস। ঘাড়ে লাগল আঘাতটা, ওর মনে হলো মাথার উপর দিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে। দুর্বল বোধ করছে ও, মাথা নেড়ে বিপর্যস্ত অবস্থা কাটানোর চেষ্টা করল। দেখল ফের আঘাত হানছে কারভার, অদম্য ক্রোধ আর জেদে তেতে উঠল জেমস। হাত বাড়িয়ে কনুই দিয়ে ঠেকাল আঘাতটা, তারপর অন্য হাতে চেপে ধরল পোকার দণ্ড। টান মেরে ছাড়িয়ে নিল কারভারের হাত থেকে, পাল্টা আঘাত করল এবার। মাথার সঙ্গে সংঘর্ষে ভোঁতা শব্দ হলো, সপাটে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল কারভার নড়ছে না, স্থির পড়ে আছে। এমনকী বুকও ওঠানামা করছে না।

দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল জেমস, মাথা নেড়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেল। দরজায় পদশব্দ হতে ফিরে তাকাল, দেখল ছুটে আসছে জেনিফার রায়ান। উড়ে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়ল মেয়েটা।

পিছনে শেরিফ স্যাম লোয়েলকে দেখতে পেল জেমস। চোখ সরু করে ক্রেইগ কারভারের অনড় দেহটা দেখল সে, এগিয়ে এসে পরখ করল। পালস পরীক্ষা করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ওকে খুন করেছ তুমি, জেমস। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন!'

বাইশ

'কীসের খুন?' প্রতিবাদ করল জিরার্ড। 'ও-ই খুন করতে যাচ্ছিল আমাদের!'

'যাই হোক, এটা খুনই!' জেদী স্বরে বলল লোয়েল সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল জেমসের দিকে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে ও, নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পায়নি। চোখে বেপরোয়া চাহনি। জেনিকে বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে এক পা এগোল 'সাবধান, শেরিফ! খুব সাবধান। এবার আর খাতির

করব না তোমাকে!' স্পষ্ট হুমকির সুর ওর কণ্ঠে।

'ওই লোক এমনকী ক্রেইগ কারভারও নয়,' লোয়েলের সামনে এসে দাঁড়াল জিরার্ড। 'ও কে জানো? ক্রেইগ কারভার বলে যাকে এত খাতির করেছ এতদিন, আসলে সে ব্যাংক ডাকাত আর জোচ্চোর!' তারপর ক্রেইগ কারভারের পরিচয় আর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল সে।

নীরবে সব শুনল লোয়েল, একটু আগে সে নিজেই ওয়েস্টার্নের কম্পাউন্ডে ম্যাট আর জেমসের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছে। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্টার্নেরই বিজয় হয়েছে। কীন বিলিংস এবং ক্রেইগ কারভার দু'জনেই মৃত। যে-কোন ধুরন্ধর রাজনীতিকের মত সে জানে কখন বিজয়ী দলের পক্ষ নিতে হয়। অজ্ঞতার ভান করাই উচিত হবে এখন।

'এই তা হলে ব্যাপার?' জিরার্ডের ব্যাখ্যা শেষ হতে বিস্ময় দেখা গেল শেরিফের মুখে। 'আত্মরক্ষার খাতিরে খুন করবার অধিকার সবারই আছে।' তারপর ভিড়ের দিকে ফিরল সে। 'কেউ কি কম্পাউন্ডে লড়াইটা দেখেছ?'

'আমি দেখেছি,' জানাল জ্যাক রাইলি। সেলিয়া হিউস্টন ছাড়াও বেশ কয়েকজন কৌতূহলী লোক চলে এসেছে।

'কী হয়েছিল?'

বর্ণনা করল জ্যাক, তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা বয়ান করল জেনি।

'বিলিংসকে দেখেছ কেউ?' শেষে জানতে চাইল সে।

'মারা গেছে,' জানাল এক ড্রাইভার।

'মৃত! সত্যি? দু'জনেই মারা গেছে ওরা—কারভার আর বিলিংস?'

'তুমি দেখোনি, শেরিফ?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল সেলিয়া হিউস্টন।

'নাহ্। গোলাগুলির শব্দে এদিকে আসছিলাম, এক পথচারী বলল ক্রেইগ কারভার আর জেমস লড়াই করছে। দৌড়ে এদিকে চলে এসেছি আমি।'

'তা হলে তুমি জানো না বিলিংস মারা গেছে?' একই সুরে জানতে চাইল সেলিয়া।

'না, এইমাত্র জানলাম।'

এক পা এগিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল মেয়েটি, চোখ জ্বলছে। আচমকা লোয়েলের কোটের সামনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ও, একটা কাগজ বের করে আনল। 'এই চেকের ব্যাপারটা তা হলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

'সকালে কারভার আমাকে দিয়েছে এটা।'

'মিথ্যে বলছ! নিজের চোখে আমি দেখেছি কীন বিলিংসের পকেট থেকে বের করে নিয়েছ তুমি!'

'মিথ্যে বলছ তুমি, ম্যা'ম!' তপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করল লোয়েল।

ঘুরে জেমসের দিকে ফিরল সেলিয়া। 'এবার প্রমাণ করতে পারব যে আমি বিশ্বাসঘাতক নই, মি. কারভার। বিলিংসের পকেট থেকে শেরিফকে

চেকটা নিতে দেখেছি। কীন বিলিংসকে ওটা পকেটে ঢোকাতেও দেখেছি আমি, আমার কামরায় একটু আগে চেকটা ওকে দিয়েছিল ক্রেইগ কারভার।' আঙুল দিয়ে শেরিফকে নির্দেশ করল মেয়েটা। 'বিলিংসের কাছে ওটা থাকবে আগে থেকে না জানলে সে কীভাবে জানবে বিলিংসের পকেটে ঠিক এই জিনিসটাই আছে? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!'

'ম্যাট আর আমাকে শেষ করে দেওয়ার বিনিময়ে বিলিংসকে ওই চেক দিয়েছিল কারভার,' শেরিফের উদ্দেশে বলল জেমস। 'এবার বলো, কীভাবে ওটার কথা জানলে তুমি?'

'ওহ্, ভুলে গিয়েছিলাম,' দ্রুত বলল শেরিফ। 'বিলিংসের কাছে চেকটা এটা দেখেছি আমি। ওকে সার্চ করেছিলাম। এটা আমার কাজের অংশ, তাই না?'

'তা হলে একটু আগে বললে কেন যে ওকে দেখোনি?'

চুপ করে থাকল লোয়েল।

'তার মানে বিলিংসের সঙ্গে তোমার যোগসাজশের কথা জানতে দিতে চাও না?' আচমকা জানতে চাইল জেনি।

ঘুরে জেনির মুখোমুখি হলো লোয়েল। 'কেন ওর সঙ্গে জড়াব আমি? বলেছি তো, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আমিই বলছি কেন বিলিংসের সঙ্গে জড়িয়েছ,' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ঝরে পড়ল জেনির কণ্ঠে। 'আসলে সবই দেখেছ তুমি, তোমার সামনেই বিলিংসের ক্রুরা ম্যাট আর জেমসকে খুন করবার চেষ্টা করেছে।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!'

'স্বীকার করেছ চেকটা নিয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তুমিই সেই লোক। ওয়্যাগন ইয়ার্ডে বিলিংসের পকেট থেকে এক লোককে একটা কাগজ বের করতে দেখেছি আমি। এটা যদি স্বীকার করো, তা হলে সবকিছু স্বীকার করতে হবে।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়।

'একটা দড়ি পাও কিনা দেখো তো!' আচমকা ঘোষণা করল জ্যাক।

'মিথ্যে বলে আমাকে ফাঁসাতে চাইছ তোমরা!'

এগিয়ে গিয়ে শেরিফের গালে চড় কষল জেমস। তারপর পরপর দুটো ঘুসি হাঁকাল। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল শেরিফ। 'শুধু ফাঁসাব না, ফাঁসিতেও চড়াব! জ্যাক, দড়ি নিয়ে এসো তো। এই লোক ফাঁসি, স্বীকারোক্তি বা মুক্তি পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারছে না।'

'কী-কী করবে?'

'মুখ বন্ধ করে থাকলে ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি। আমাদের আটকাতে কোন আইন নেই এখানে। কিন্তু যদি মুখ খোলো, তোমাকে শহর থেকে চলে যেতে দেব। কাউকে খুন করেছ?'

'লিঞ্চ করো ওকে!' প্রস্তাব করল জ্যাক

'বলছি সব!' দ্রুত বলল লোয়েল। 'আগে প্রতিশ্রুতি দাও, শহর ছেড়ে চলে যেতে দেবে আমাকে?'

হাত বাড়িয়ে দিল জেমস। 'একটা পিস্তল দাও তো।' একজন একটা পিস্তল বাড়িয়ে দিল ওকে। 'কেউ যদি ওর দিকে এগিয়েছ তো গুলি করব আমি এবার ওঠো, লোয়েল, মুখ খোলো!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'বিলিংসের সঙ্গে ছিলাম আমি,' দুর্বল কণ্ঠে বলল সে। 'মনার্ক আর ওয়েস্টার্ন দুটো আউটফিটকেই কৌশলে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম আমরা। ক্রেইগ কারভারের নির্দেশ মত ম্যাট আর জেমসকে শেষ করে দিত বিলিংস। গতরাতে বিলিংসই গুলি করেছে কারভারকে। খেপে গিয়ে জেমসকে খুন করবার নির্দেশ দেয় কারভার। জেমস মারা গেলে, আমরা ঠিক করেছিলাম কারভারকে ব্ল্যাকমেল করব, মনার্ক থেকে তাকে খেদিয়ে আমরাই মালিক হব। ওয়েস্টার্নও শেষ হয়ে যেত, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না কেউ। শেরিফ হিসেবে অনায়াসে মনার্কের দখল নিতে পারতাম আমি।' তারপর জেমসের দিকে ফিরল সে। 'আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ তো?'

ঠেলে শেরিফকে দরজার দিকে নিয়ে গেল জেমস। বাইরে এসে বুট তুলে লাথি মারল লোয়েলের কোমরে। ধপাস করে আছড়ে পড়ল সে, তারপর কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে শুরু করল।

'দেখতে যাচ্ছি ব্যাটা সত্যিই শহর ছাড়ে কিনা,' দরজার দিকে এগোল জ্যাক রাইলি। 'ওর মত বিষাক্ত কয়োটের পিউতের ধারে-কাছে না থাকাই মঙ্গল।'

'আমার কথা মনে রেখো, জ্যাক,' বলল জেমস।

'ওকে খুন করব না,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'আমি শুধু নিশ্চিত করতে যাচ্ছি যে ওর বদখৎ মুখটা আর দেখা যাবে না এখানে।'

উৎসাহী লোকজন অনুসরণ করল ওকে। জেনি, সেলিয়া আর জিরার্ডই থাকল কামরায়।

'সেলিয়া, তোমার সম্পর্কে যা বলেছি, সবই ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। দুঃখিত।'

হাসল মেয়েটা। 'ঠিকই করেছ, জেমস,' হাত বাড়িয়ে দিল সেলিয়া। 'প্রতিবার নির্ভুল অনুমান করেছ। শুধু শেষবার, আজ রাতে ভেবেছিলে আবার তোমাদের ঠকাব আমি। সবকিছুর জন্য সত্যিই লজ্জিত আমি,' জেনির দিকে ফিরল ও। 'তোমার কাছেও ক্ষমা চাইছি।'

'তুমি বরং ম্যাটকে বলো এসব। মি. জিরার্ড ওর কাছে নিয়ে যাবে তোমাকে।'

বেরিয়ে গেল জিরার্ড আর সেলিয়া। জেমসের দিকে ফিরল জেনি,

ওকেই দেখছে সে।

'চলো,' জেনির হাত ধরে দরজার দিকে এগোল জেমস। বেরিয়ে এসে গলি ধরে এগোল ওরা।

আচমকা হাত টেনে জেমসকে দাঁড় করাল জেনি 'জীবনেও এত বড় মিথ্যে কেউ বলেনি আমাকে!' তপ্ত স্বরে বলল ও। 'ভয় পেয়ে নাকি চলে যেতে চাইছিলে তুমি? কেন করলে কাজটা?'

জেনির কাঁধে হাত রাখল জেমস। 'উপায় ছিল না, জেন। কারণটা আন্দাজ করতে পারোনি?'

'চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাথায় আসেনি।'

'তোমার চোখে এমন কিছু দেখেছি, বাধ্য হয়ে অজুহাতটা দিতে হয়েছে।'

'আমার চোখে? কী দেখেছ?'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল জেমস, তারপর বলল: 'আমি দুঃখিত, জেন। সত্যিই কারণটা জানতে চাও?'

'আমি কি জিজ্ঞেস করিনি?'

'আমার উপর জোর করছিলে তুমি, চাইছিলে আমি যেন থেকে যাই।'

'না, জোর করিনি আমি!'

'বলতে দ্বিধা নেই, সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। ওয়েস্টার্নের তখন করুণ দশা, মনে হলো আমি থাকলে আরও দুর্ভোগ পোহাতে হবে তোমাদের। তারচেয়ে···' ম্লান হয়ে গেল জেমসের কণ্ঠ।

'কেন ভাবলে তোমাকে ছাড়া চলবে আমাদের?'

লম্বা দম নিল জেমস, তারপর জেনির চোখে চোখ রাখল। 'যাকে ভালবাসি, নিজের কারণে তাকে নিঃস্ব হতে দেখতে ভাল লাগবে, জেন?'

'ওহ্, জেমস!' জেমসের বুকের কাছে সরে এল জেনি। রুদ্ধ স্বরে বলল: 'তুমি যদি কাছে না থাকো, তা হলে বাঁচতেও চাই না আমি!'

'ঠিক এ জিনিসটাই তোমার চোখে দেখেছি!'

'তারপরও পিছিয়ে গেছ তুমি, কষ্ট দিয়েছ আমাকে!'

হাত বাড়িয়ে জেনির কোমর চেপে ধরল জেমস, দুই জোড়া ঠোঁট এক হলো ওদের।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? **–কা. আ. হোসেন।**

বিপ্লব,

৭৬৯/এ, ঝাউতলা রেলওয়ে কলোনী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

প্রথমে সালাম নিন। নিশ্চয়ই ভাল আছেন। অনেকদিন যাবত লিখব ভাবছি কিন্তু লেখার সময়ই পাই না। যাই হোক, আমি একজন ওয়েস্টার্ন প্রেমিক। প্রায় ১৩০টি বই পড়েছি। সতেরোশো সালের ওয়েস্টার্ন কাহিনীগুলো বেশি ভাল লাগে। এখনকার ওয়েস্টার্ন কাহিনীতে উত্তেজনা পাওয়া যায় না। কারণ–

ইন্ডিয়ানদের সেই দুঃসাহসিক আক্রমণ, আউটলদের ত্রাস, এরফান-শ্যানন-হিকক-বিলি দ্য কিড-এর দুর্ধর্ষ গানফাইট আর ক্ষিপ্রগতিতে ড্র–সব যেন বুনো পশ্চিম থেকে আলেয়ার পিছে হারিয়ে গেছে। এখানে লেখকরা সভ্যতার কালো দালান বিছিয়ে দিয়েছেন। কী দরকার পশ্চিমে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, ইন্ডিয়ানদের রিযার্ভেশনে ঘেরাও করা? ফেরা যায় না সতেরোশো আঠেরোশো সালের উত্তপ্ত জনপদে? শিকারী, মরুসৈনিক, মুক্তপুরুষ, কাউবয় আর স্বর্ণসন্ধানীরা আবার না নীলগিরি পাড়ি দেয় ভাগ্যচক্রকে নিঠুর পশ্চিমে বাজি ধরতে? আমরা চাই নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীই প্রত্যাবর্তন করে সেই পিস্তল ক্যালিবার .৪৫ দিয়ে খুনে নগরীর রক্তপিশাচদের স্বর্ণ লালসা অশান্ত মরুতে সোনালী মৃত্যুর ফয়সালা এবং নীল নক্সার যেন নিষ্পত্তি করে।

এখনও অস্থির সীমান্তে বিধাতা কিং কোল্ট। আমার মনে হয় বেপরোয়া পশ্চিমের দুর্ধর্ষ পাঠকের ওয়ান্টেড 'ওয়াইল্ড বিল হিকক' আবার সেই

এরফান।

পরিশেষে সবাই আমার শুভেচ্ছা নেবেন।

☆আপনার ওয়েস্টার্ন-নাম-সাহিত্য চর্চা ভালই লাগল। ধন্যবাদ।

শাহ ফয়সল নাঈম,

রামপুর, ফেনী।

সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। আশা করি ভাল আছেন। কাজী মায়মুর হোসেনের 'উত্তপ্ত কারাগার' ও গোলাম মাওলা নঈমের 'উত্তরসুরি' ও 'খুনে শহর' পড়লাম।

'উত্তপ্ত কারাগার' বইটি বেশ ভাল লেগেছে। কিন্তু একটা কথা বলতেই হয়–কাজী মায়মুর হোসেন বেননের একটি অপরাজেয় ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে ফেলেছেন, কোন কিছুই তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। তাই তাঁর প্রতি অনুরোধ, বেননকে কোথাও থিতু করে দিয়ে নতুন নায়কদের নিয়ে লিখুন।

গোলাম মাওলা নঈমকে বলছি, ক্যালকিনের ইমেজ ও পরিচিতি জন ওয়েসলি হার্ডিনের কাছাকাছিও নয়। তাই আপনার প্রতি অনুরোধ হার্ডিনকে নিয়ে লিখুন।

☆একই চিঠিতে দুই লেখককে পরস্পর বিরোধী অনুরোধ জানাচ্ছেন। একজনকে বলছেন বেনন সিরিজ বন্ধ করে অন্য নায়ক নিয়ে লিখতে, অপরজনকে বলছেন হার্ডিনকে নিয়ে সিরিজ লিখতে।

তবে সুখের বিষয়, এঁরা কেউই আপনার অনুরোধ বা নির্দেশনার অপেক্ষায় না থেকে নিজ-নিজ পছন্দ মত কাহিনী লিখছেন ও লিখবেন।

আ.খ.ম. খায়রুল আলম,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

গোলাম মাওলা নঈমের 'দুঃসাহস' ওয়েস্টার্নটি খুবই ভাল লেগেছিল। পরবর্তীতে আরও কয়টি বই পড়েছিলাম। কিন্তু 'দুর্ভোগ' বইটি ভাল না লাগায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাঁর লেখা আর কোন ওয়েস্টার্ন পড়ব না। কিন্তু 'খুনে শহর' পড়ার পর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হলাম। বইটি খুবই ভাল লেগেছে। প্রচ্ছদও। গোলাম মাওলা নঈমকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে প্রচ্ছদ শিল্পীকেও।

বেশ ক'বছর হলো মনে মনে ভাবি কিন্তু জানাতে পারিনি, তা হচ্ছে, ওয়েস্টার্নের মাস্টার লেখক হলেন কাজী মায়মুর হোসেন। সুলেখক কাজী মায়মুর হোসেনের 'বারুদ' ছাড়া আর সবক'টি বই আমি পড়েছি। খুবই ভাল লেগেছে। আজ আলোচনা বিভাগে চিঠি লিখতে গিয়ে মনে হলো প্রিয় লেখককে শুভেচ্ছা না জানালে কেমন হয়? তাই জানিয়ে দিলাম।

☆আপনার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা গোলাম মাওলা নঈম, রণবীর আহমেদ বিপ্লব ও কাজী মায়মুর হোসেন পেয়ে গেছেন। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।